নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯১৩

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা পরিষদ-সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ২৫শে মে ২০১১। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ৩০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), Nazrul-Rachanabali, Central Board for the Development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993). Nazrul Birth Centenary edition : Vol. XII, May, 2011. Manuscript : Compilation Department. Published by : Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation & Folklore Division, Bangla Academy, 3 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000, Bangladesh. Printed by : Samir Kumar Sarkar, Manager, Bangla Academy Press, Dhaka 1000. Cover design : Dhruba Esh. Print-run : 2250. Price : Taka 300 only.

ISBN-984-07-4921-8

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

নজরুল রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ড মূলত নজরুলের হস্তলিপি, আলোকচিত্র ও প্রতিকৃতির প্রতিলিপির সংকলন। নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গ্রন্থ প্রকাশের আগেই অন্যতম সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থ দেখে যেতে পারলেন না। এ জন্য আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন গসফো-র পরিচালক, সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও কর্মকর্তা ফারহানা খানম। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮॥ ২৫শে মে ২০১১

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ

সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে।

'নজরুল-রচনাবলী : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি', মূলত নজরুলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সংকলন। কবির হস্তাক্ষর সম্বলিত ছয়টি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে এই খণ্ডের পর্ব বিন্যস্ত হয়েছে। খণ্ডটিতে নজরুলের ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এবং নজরুলের গ্রন্থের প্রচ্ছদ রয়েছে। 'নজরুল রচনাবলী'র এই সংস্করণে 'গান', 'কবিতা', 'সংগীত-গবেষণা' 'গীতি-আলেখ্য', 'নাটক', 'আধ্যাত্মিকতা', 'চিঠি', 'বেতারভাষণ' এবং 'বিবিধ' পর্ব শিরোনামে তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সংকলিত। খণ্ডটির শুরুতে বার পৃষ্ঠার প্রথম দশ পৃষ্ঠায় নজরুল ও নজরুল বিষয়ক দশটি আলোকচিত্র রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি আলোকচিত্র কল্যাণী কাজী সম্পাদিত নজরুল অ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে। বাকী দুই পৃষ্ঠায় আছে 'নজরুল রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড যে সাতটি পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে বিন্যস্ত হয়েছে সেসব পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ। এছাড়াও গ্রন্থটির শেষে নজরুল গ্রন্থের ৩১টি প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত আটটি প্রতিকৃতি রয়েছে। এই খণ্ডে নজরুলের প্রায় ৩১৮টি গানের হস্তলিপি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হিসাবে ব্যবহৃত ছয়টি পাণ্ডুলিপি হলো : সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'লেখায় রেখায় রইল আড়াল' এবং 'পাণ্ডুলিপি : নজরুল-সংগীত', আসাদুল হক সম্পাদিত 'কার গানের তরী যায় ভেসে', মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত 'নজরুলের হারানো গানের খাতা' এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার'। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' গ্রন্থে জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের সংগৃহীত ১০৩টি গান রয়েছে। এই ছয়টি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থ থেকে 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'তবলাচর্চা' বিষয়ক প্রতিলিপির অংশ এতে সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ড প্রকাশের ফলে প্রতিলিপিগুলো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই সংকলনে প্রতিলিপির পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে, তবে যেক্ষেত্রে প্রতিলিপিগুলোর ভিন্নতা নজরে পড়েছে সেগুলো বাদ দেওয়া হয় নি। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের এটাই শেষ খণ্ড। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, নানান সময়ের আলোকচিত্র, বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি সম্বলিত এই খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে জন্মশতবর্ষ সংস্করণটির বারোটি খণ্ড একটি প্রামাণ্য রূপ পেল। হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিগুলোকে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

উল্লেখ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা দেখে যেতে পারেন নি। এটি আমাদের জন্য গভীর পরিতাপের বিষয়। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।। ২৫শে মে ২০১০

রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
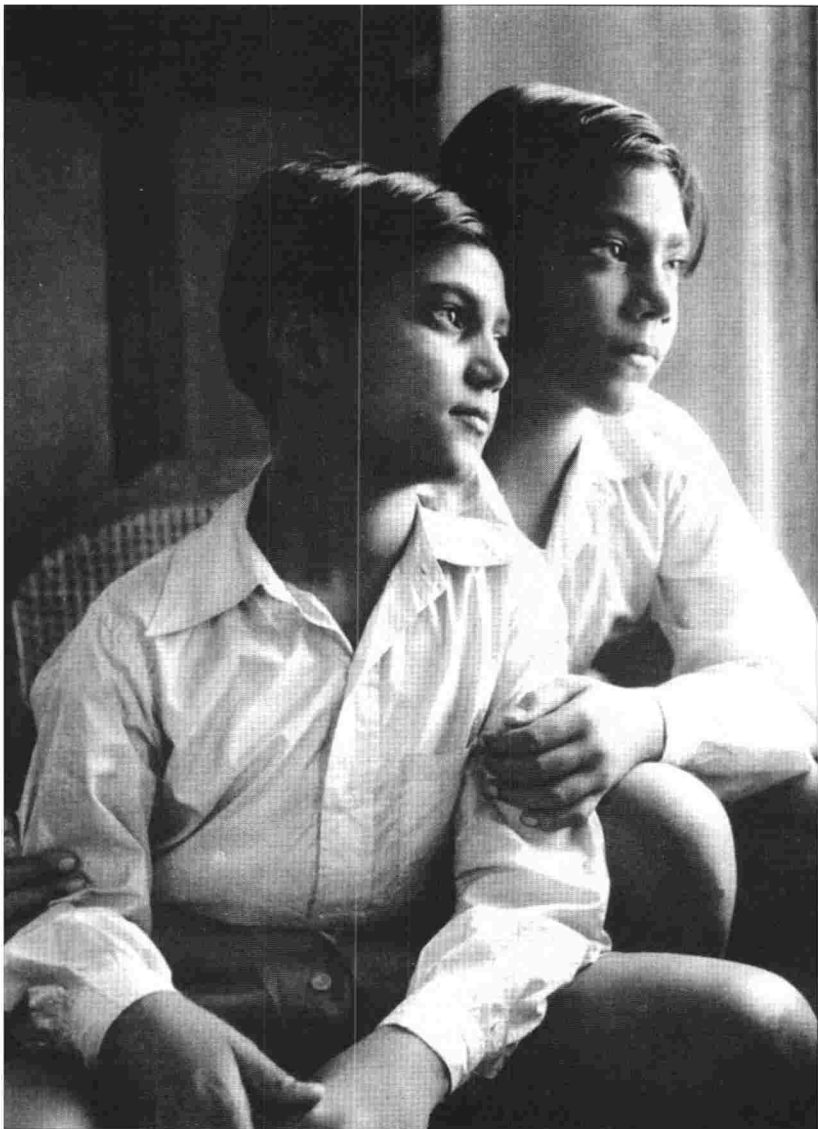
কবি পুত্রদ্বয় সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ

কবিপত্নী প্রমীলা
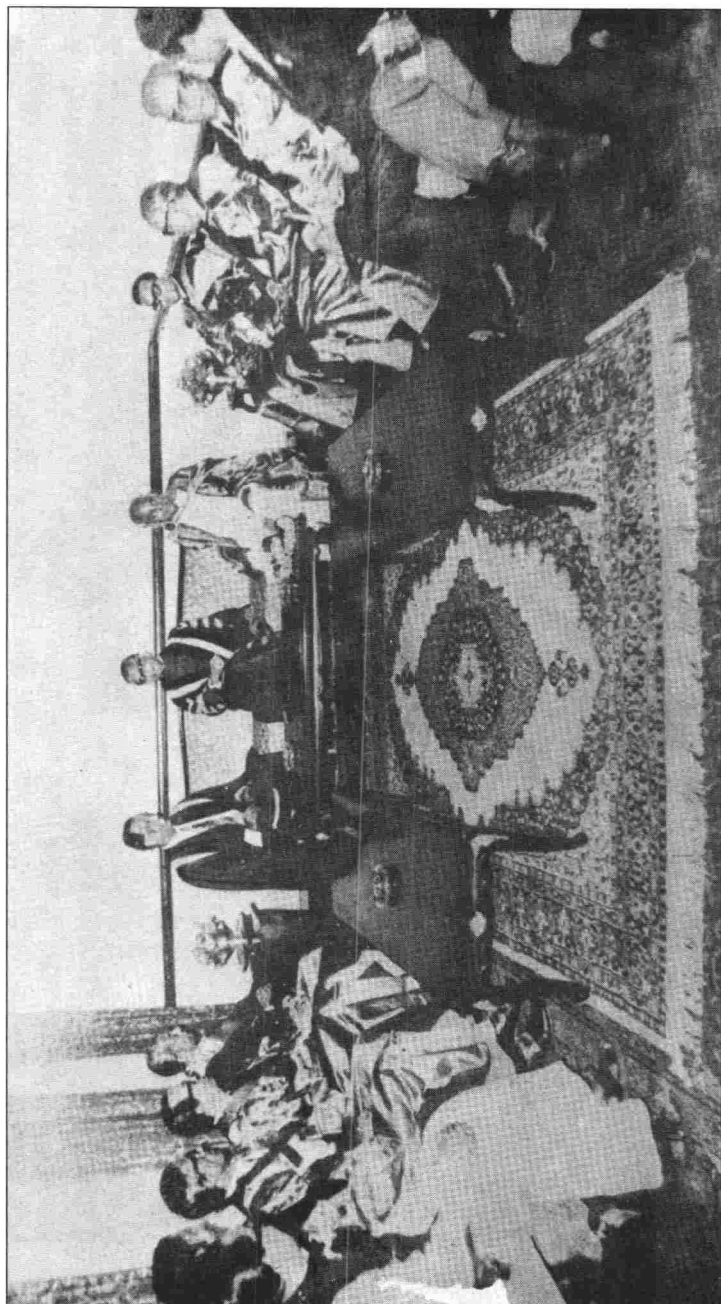
১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান-উপলক্ষে (ডান থেকে বামে) কাজী নজরুল, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোহাম্মদউল্লাহ, উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী ও অন্যান্য

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে চুরুলিয়ায় স্বগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম

অসুস্থার প্রথম দিকে নজরুল
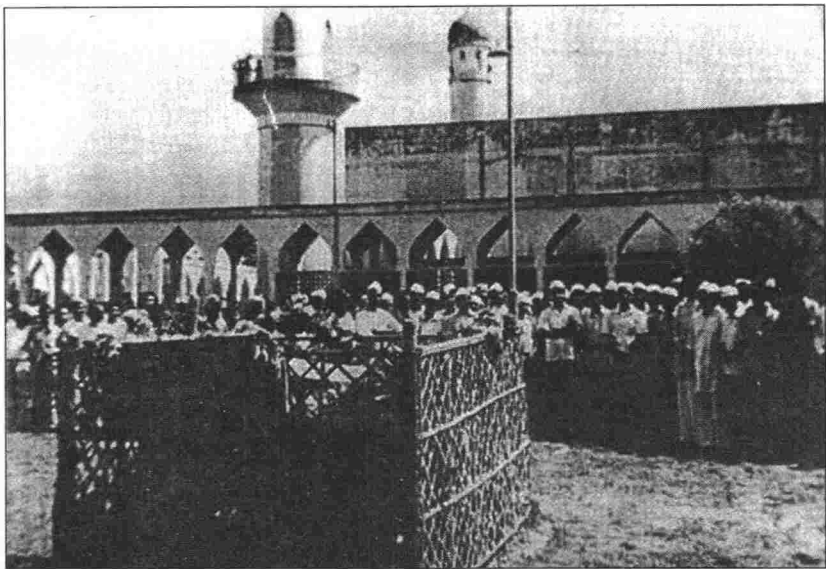
প্রাথমিক অবস্থায় বেড়া দিয়ে ঘেরা নজরুলের সামধি

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি
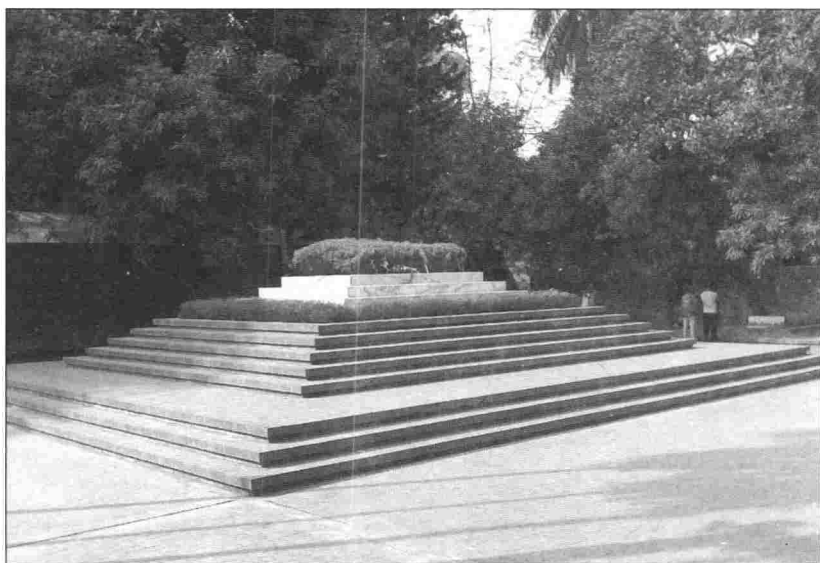
কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির বর্তমান রূপ

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিক্ষেত্র

নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

হা রা নো
গানের খাতা
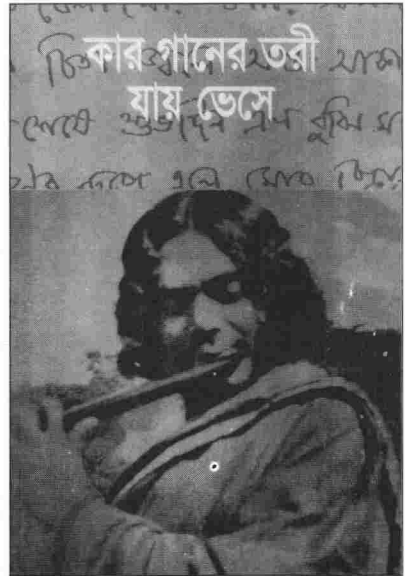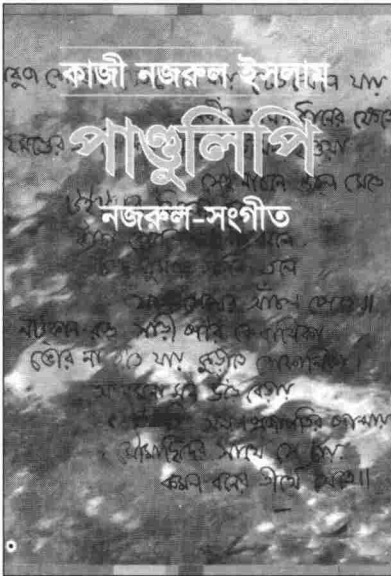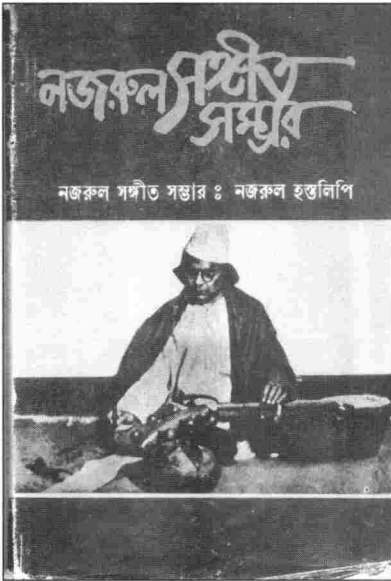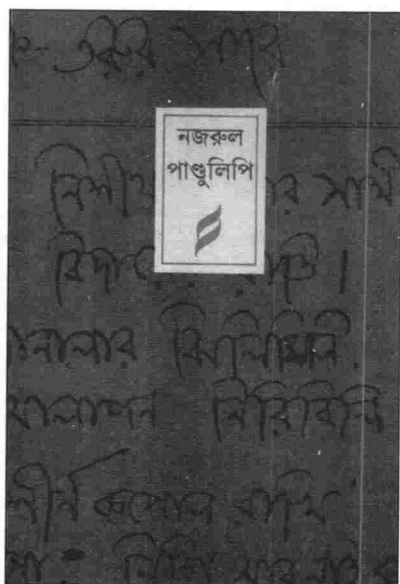
নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

গান

ভৈরবী — দাদরা

অসুর-বাড়ীর ফেরৎ এমা
শ্বশুরবাড়ির ফেরৎ নয়।
দশভুজার কিসের পূজা
ভুবনরূপে সব জগন্ময়॥
নয় গৌরী, নয় এ উমা
মেনকা যার খেত চুমা,
রুদ্রাণী এ এল ভূমায়,
একসাথে এ ভয় অভয়॥
অসুর দানব করলি শাসন
এইরূপে মা বারেবার,
রাবণ-বধের বর দিলি মা
এইরূপে রাম-অবতারে।
দেবসেনানী পুত্রে নিয়ে
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মা'র কর রে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়।

জয়জয়ন্তী মিশ্র – দাদ্‌রা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে
দুলে গো আমার দুখের জাগরণে
হুতাশ ভরা বাতাস বহে
কাঁদন ভরা কি কথা কহে
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে ঝরা পাতার সনে
সুখের যাহারা ছিল গো সাথী গিয়াছে উড়ে
শিয়রে যে বাতী জ্বলিতেছিল গিয়াছে পুড়ে
স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে ঐ পড়িছে ঝরিয়া
বিদায় বেলার শুনি যে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে ॥

কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে তোর ওরম কি দিল?
শূন্য হিয়া শূন্য নিখিল
মিল পেলো প্রাণ ।।

নজরুল ইসলাম

২১-৮-৩১
দার্জিলিং
রবিবার — সন্ধ্যা

আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উলু দেয় ঝিঁঝি আঁধিয়া।
প্রথম প্রণয়-ভীরু শিউলি
লাজে ওঠে কাঁপিয়া॥
বনভূমি বাসর সাজায় ফুলে পাতায় আর নীরে ;
ঝরে শিশির আশীষ-কড়ি মেঘের ঝারি হাসিয়া॥
বৃষ্টি-ভিজা সবুজ রঙের শাড়ি পরে বনময়
ননদিনী 'বৌ কথা কও' ডাকে আড়াল থাকিয়া॥
দেখতে এল মেঘ-পরীর সাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-শশীর মঙ্গল-দীপ জ্বেলে নভে জাগিয়া॥

কীর্ত্তন

আজি প্রথম মাধবী ~~ফুটিল~~ ফুটেছে কুঞ্জে
মাধব এলনা সই।
এই মাধবীর বনমালা কারে দিব
মোর বনমালী কই॥

সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা
অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই॥

~~কত আশে গোপী চন্দন ঘসে~~

কত আশে গোপী চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে
শুকায়ে যায় সে চন্দন হায়
নন্দদুলাল কই॥

চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
ব্রজতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস, আঁধারে হারাইয়া, হায়
গেছে রাধা রসময়ী॥

দাদরা

আজিকে তনু মনে লেগেছে রং, লেগেছে রং।
বঁধূর বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং।।
কাননে আলো ছায়া,
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুল কায়া
পরাণে বাজিছে সারং।।
সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে
জলদতালে মেঘ-মৃদং।।

আজিকে তোমারে স্মরণ করি।

for Kamal Dasgupta

20

"কাওয়ালী"

আধো-আধো বোল
লাজে বাধো-বাধো বোল —
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল —
বলো কানে কানে॥
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিলনা
শরমে মরমে-তাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল —
বলো কানে কানে॥
যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল —
দুলিয়ে তোলা নিরাশায় ~~বলো কানে কানে॥ আঁখির [illegible]~~
যে কথাটি বলিতে চাও বেশ-ভূষার ছলে —
যে কথা দেয় বলে তব তনু ভাবে ভাবে,
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল —
বলো কানে কানে॥

For Archanamayee

হোরী ৭

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোরী।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥
রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবীর-রেণু
রাঙিল পীতধড়া শিখি-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি॥
লচকিয়া নাচে মুচকিয়া হাসে
মারে আবীর পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর নারী।
শিরায় শিরায় সুরার শিহরণ
বাজে অঙ্গে পায়ে চলি॥

হোরী — লাউনী

আপনি রঙ্গীলা রাধা
তারে হোরীর রং দিওনা।
ফাগুনের রানী রে শ্যাম
ফাগে রাঙিয়োনা।।
রাঙা আবীর রাঙা চাঁদে
গালে ফাগের আবী ফাঁদে,
রং সায়রে নেয়ে উঠে
আছে ঝরে রঙের সোনা।।
অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা খেলে খেলে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
তারে বাহিরের রং দিয়োনা।।

আবার কেন আগের মত অমন চোখে চাও।
যে বিরহ গেছি ভুলে, ভুলিতে তারে দাও॥

শান্ত উদাস আমার আকাশে
নাই সেথা আর মেঘের আভাস
নির্ম্মল সে আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও॥

বিপুল বিরহ দূর নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই
নিঠুর, তুমি আবার আগুন খেলোনা সেথাও॥

৬

হোরী — সাজী

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরীর মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি॥
শ্যামল তনু হ'ল আবীরে রেঙে
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল-মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি॥

লহ লহ হাসে মুহু মুহু ভাসে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহুঁ ধরি মারে পিচকারি
চাঁদমুখে কলঙ্ক জাগে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি॥

—

আমায় দুঃখ যত দিবি মা গো
ডাকব তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে।

৩৮

আমার আছে অসীম আকাশ,
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পারের তরী
আমার বালুচর।
তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
আমার ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-কর॥
থাকুক তোমার দখিন হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার তেপান্তর।
তুমি ঘুমাও সুখের কোলে,
আমি ভুলি-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণী
হ'ল বিপুলতর॥

আমার আছে এই ক'খানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥
অনেক বেশী তোমার দাবী
শূন্য হাতে তাইত ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙ্গব তোমার
গভীর অভিমান॥

২২

শ্যামা সংগীত

আমার ঋণের বোঝা শ্যামা
রাখিলাম তোর পায়ে।
(এবার) তুই দিবি মা ভক্তের বেশে
সকল ঋণ মিটায়ে॥
মাগো যখন হতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এমন
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে॥
ওমা সুদ আসলে এ সংসারে রইল চলে দেনা,
এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।
আমি আমার আর নহি ত
আমি তোর পায়ে যে নিবেদিত
যখন তুই হয়েছিস জামিন আমার
দেউড়ি [illegible]॥

Shiuli

Twin

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে॥
বল পথিক, বল বল
কেন নয়ন ছলছল,
কেন শিশির টলমল
কমল-কোরকে॥

তোমার হাসির বিজুরি-আলোকে
মেঘ দেখেছি মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে যায় কেন
নূপুর হাতে কাঁদে যেন
ঝিল্লি-ঝড়ে টলে যেন
ফুলের বসন্তে॥

Mrinal

Modern

আমার-দেওয়া ব্যথা ভোলো, ভোলো।
আজ যে যাবার সময় হোলো॥
নিবলে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথী,
আমার কথা তারে বোলো॥
ব্যথা-দেওয়ার ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।
জানিলে না কি অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ,
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

৭১

For gramophone

গজল

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন্ হাসি।
আছে এ আঁখিতে উষ্ণ আঁখি-জল
মিটিবে তৃষা নাই প্রাণ-প্রিয়॥
ওগো ও শিল্পী, গড়াইয়া মোরে
পূজিতে চাহ কেন মানস-প্রতিমারে।
ওগো পূজারী, কেন এ আরতি
জ্বালাও আপন-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-ধূপাধারে হায় [illegible]
ওগো প্রেমানন্দ নিও গো নিও॥

—

বাউল — খেয়া

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে
আমি চিনি তারে চিনি
তার নূপুরে রিনি ঝিনি ঝিনি
বাজে বনপারে ।।
নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
ডাকে আমায় বেণুর রবে
স্বপন কুমার আসে স্বপন অভিসারে ।।
জল নিতে যাই পথে যখন একেলা
নাম ধরে সে ডাকে
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বনপথের বাঁকে
বিশ্ববধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয়না ধরা
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে ।।

For Miss Angurbala (H. Vx. i.)

১১৪

কাওয়ালী

আমার যাবার সময় হ'ল দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো দাও বিদায়॥
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর-বেলাতে,
আমায় তারা ডাকে সাথে
'আয় রে আয়।'
সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায়॥
অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে,
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে, চির-কালের নাই হ'লে।
হ'ল চেনা, হ'ল দেখা
নয়ন-জলে রইল লেখা,
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।
ফাগুন-স্বপন ভোলো ভোলো, দাও বিদায়॥

আমার সুরের ঝর্ণাধারায়
করবে তুমি স্নান।
ওগো বধূ! তাই করে এই গান॥
তাই গাঁথি এই গানের মালা
তোমার তরে ভব-যমুনায়
বহিছে উজান॥

আমার হাতে কালি মুখে কালি।

আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি॥

মোর পড়া লেখা হ'লো না মা
'ম' দেখলেই ডাকি শ্যামা
'ক' দেখলেই নাচি, কালী ব'লে
দিয়ে করতালি॥

কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে,
মোর বর্ণ পরিচয় হ'লো না তোর বর্ণ বিনা কালি।

মা তুই যা লিখিস্ বনের পাতায়
সাগর-জলে আকাশ-খাতায়
আমি সে লেখা ত পড়তে পারি
(লোকে) মূর্খ ব'লে দিলো গালি॥

আমার হৃদয়-মন্দিরে রে ঘুমায় গিরিধারী।
জাগে আমার অমৃত প্রেম দুয়ারে তার দ্বারী॥

[illegible]

আমারে হরি নিজে হাতে
দিন কেটেছে সেই আশাতে

[illegible]

Renu Bose

(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
তুমি চাও আমি নিশিদিন মোর
তব নাম ধরি ডাকি॥
হে লীলা-বিলাসী সুন্দরতম
অন্তর-মধু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, ওগো বঁধু
অন্তরালে সে থাকি॥
বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজি।

তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিয়া ফাঁকি॥

২/

গান

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো —
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো ॥
মোর দাহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব শিশির-রাতে হবে রঙীন আলো ॥

হবে তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছিব প্রাণের তব বিষাদ কালো ॥
সয়ে দাহ-দাহ, প্রিয়! করোনা খেলা।
কবে লাগিবে আগুন, হায়, ভাঙিবে মেলা!

শেষে আমার মত কেন মরিবে জ্বলি,
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো ॥

মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচাতে যাবে
আজ তুমিই আবার আর নিভায়োনা গো ॥

২৭-১-৩১
রবিবার-
সকালে

নজরুল ইসলাম

আমি অলস উদাস আনমনা।
আমি সাঁঝ আকাশে শান্ত স্থির
রঙীন মেঘের আল্পনা॥
অলস যেমন বনের ছায়া
নীড়ের পাখী
যেমন অলস ফুলের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥

নদীর তীরে অলস রাখাল
এলো বসে রয় যেমন।
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণ।

যেমন অলস দীঘির জলে
স্থির হয়ে রয় কমল-দলে
নিঝুম ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥

১০

হাসির গান

আমি কথ্য ভাষা কইতে নারি শুদ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিন্ন বলি ([illegible]) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন।।
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোস্বামী
বানকে বলি বন্যা, তাই কানাকে কন্যা কই আমি।
চাষায় আমি চর্ষক বলি, আশায় বলি অশ্ব,
কোটকে বলি কোষ্ঠ আর নাসায় বলি নস্য।
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম,
সিলিরে কই সিষ্টক আর মাসীরে মাহিষ্য।
পুকুরকে কই পুষ্করিনী, কুকুরকে কই কুক্কু,
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে উড্ডুক্কু।
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল তাই সাড়ালকে কই সণ্ডাল,
শালারে কই শলাকা আর ডালায় বলি ডণ্ডালি।
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু আর দাদারে কই দদ্রু,
বামারে কই বম্ভু আর কাদারে কই কদ্রু।
আরো অনেক বাংলা জানি, বুঝলে ওরে মিন্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলেছিলে আর কিন্তু।।

2nd K Roy
J. K. Roy

ভৈরব

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি
হ'তাম ময়ূর-পাখা ॥ (সখা হে)

R

তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা ॥

আমি হইলে গোপী-চন্দন শ্যাম
অলকা তিলক হ'তাম
ও চাঁদ-মুখে অলকা তিলক হ'তাম,
ঐ শ্রী অঙ্গেই পরশ পেতাম
হইলে চন্দন-মাখা ॥

আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হ'তাম যদি কালা
তোমায় গেঁথে দিত রাই যেতাম হয়ে বন-মালা।

আমি নূপুর যদি হ'তাম হরি
কাঁদিতাম শ্রী চরণ ধরি
ব্রজ-ধূলি হ'লে রইত বুকে চরণ-চিহ্ন আঁকা ॥

Continued

দাদারে কই দদ্রু আমি, বাবারে কই বব্রু,
রামকে বলি রম্ভা আমি, সোমকে বলি সম্বু।
আরো অনেক বাক্য জানি, বুঝলে তোমায় দিচ্ছি?
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছি নে আর কিচ্ছু॥

For Haldar Barada Guha

হাসির গান ৩

আমি মূলতানী গাই।

শ্রোতারা বাদুর সম মুখ পানে চেয়ে রয়
ধন্য ধন্য শোনে হাঁই॥

ভাজাতে সুরের দাড়ি সাজাতে তান মারি
গমকে ঠমক দিই, মীড়ের মাড় চড়াই॥

বোল্‌-তানে খেলি হাড্ডুডু কিত্‌কিত্‌
ঝাঁটের চাঁট মেরে সুরে করি চিৎ
তানের শিং দিয়ে বেদম গুঁতাই।

(অনুস্বার) মুখের হাঁ দেখে হিপোপোটেমাস
আম্রিকার জাঁদরেল ভয়ে করে বাস
(আমি) যত নাহি গাই তার থাকি কামাই॥

১২৭

শ্রী K. C. Burman (Tune)

শ্যামা সঙ্গীত

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
বাঁধবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার দুর্বিপাকে
ফেললি এমন করে॥
ওমা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাই কি গো মাপ
ভুগাবি চিরতরে॥
এমনি করে সন্তানে তোর
ফেললি মা মহাভুলে,
তোর নাম যে জগদম্বা
তাও যে হায় ভুলে।
পাইনা মা তোর কাছে আশিস
তাই কাঁদি দিবস যামিনী,
কে মুক্ত হয় মুক্তকেশী
(মোরে) রক্ষ চরণ ধরে॥

ইস্‌লামী ধর্ম-সঙ্গীত

আল্লাহু আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু ॥

ফুলে পুছিনু, 'বল বল ওরে ফুল
কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ অতুল?'
'যার রূপে উজালা দুনিয়া' কহে ফুল,
সেই আল্লা দিল এ বাস এই খোশবু —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥

ওরে কোকিল কে তোরে দিল এ সুর?
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?
কহে কোকিল পাপিয়া, 'আল্লা গফুর,
তাঁরি নাম গাহি ফিরি ফিরি দূর দূর।'
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥

ওরে রবি শশী ওরে গ্রহ তারা
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিধারা?
কহে, 'আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহোশ হ'ল হেরি যে সুরত —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥ P.T.O.

Continued

যাঁরে আউলিয়া আম্বিয়া কিনারে না পায়,
তুমি মখলুক যাঁহার মহিমা গায়,
যাঁর রহমে এসেছি এই দুনিয়ায়,
নাম নিতে নিতে মরি এই আরজু —
আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ ॥

পিলু – কার্ফা

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ-গগনে
এদিকে আমার বিদায়-লগনে ।।
তমাল-শাখে গাঁয়ের বাঁকে
'বউ কথা কও' পাখী কি ডাকে ?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার সাধের কুসুম-বনে ।।
তুলসী-তলায় জ্বলেছে কি দীপ ?
পরেছে আকাশ তারকার টীপ ?
হারিয়ে-যাওয়া বঁধূ অবেলায়
এল কি ফিরে দেখিতে আমায় ?
ঝুরিছে বাঁশী পিলু বারোয়ায়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে ।।

উতল হল শান্ত আকাশ

DEVA-DATTA FILMS

ঊষা এল চুপি চুপি
রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম —
জানে না যদি না বুঝি জাগে॥

পল্লীসঙ্গীত

একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইত নদীর খেলা
(রে ভাই) এইত বিধির খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি [illegible] সুখের নেশায়
যখন ঘিরে [illegible] পেলিনে কূল
[illegible] ভেলা॥

এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, [illegible] হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ তার খোঁজ নিলিনে

কত রাজার সাজে [illegible] সাজ-মহলে
দিলে [illegible]
সেথা শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখ
সবাই মাটির ঢেলা॥

২

গজল

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ
গাহিতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন-
লতিকা-বিতান॥
এলে কি দলিতে আজ ধূলি চাপা
ফুল সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতী হাওয়া, বহে গ্রীষ্মের
বৈশাখী তুফান॥
সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে বাসর বাসি হ'ল কেঁদে নিশি
হ'ল অবসান॥
বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
খেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও শেষ অতিথি, দাও যেতে দাও
লয়ে অভিমান॥

একটুখানি দাও অবসর বস্‌তে কাছে

গ্রহ ঘিরে উপগ্রহ

ঘোরে যেমন অহরহ,

আমার এ ব্যাকুল বিরহ

তেমনি তোমায় যাচে॥

৮৩

মিশ্র — দাদরা

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনী॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥
কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা,
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥
শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া
অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে কীর্তন শোনো রাতে মা,
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

৫৪

ভৈরবী - আদ্ধা কাওয়ালী

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়।
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥

জাগেনি চামেলি যূথিকা কুসুম
ভাঙেনি এখনো নার্গিসের ঘুম
গোলাপ-বালা ফুলে শিশির-নীর দুলে,
বিহগ শাখায় বিহগী ঘুমায়॥

অভিসার-নিশি এখনই জাগি কোথা
অভিসারিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা,
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা,
রবি না উঠে যেন মিনতি জানায়॥

মুলতানী

এনেছ রূপের সুধা, তনুর পেয়ালা ভরি'
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব মনের লজ্জা টুটে
ওঠে আঁখে যে-প্রেম ফুটে
বসন-ভূষণে তাহা ঘিরিয়াছে সম্বরি'।
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব অন্তর-মধু-ধারা বাহিরে উছলি' যায় -
বল সে কি অপরাধ মম, (যদি) অধর সে মধু চায়।
জ্বালি' হৃদয়ে আশার বাতি
তুমি কেন জাগ সারা রাতি ?
মন-ভ্রমর মম ওই চাহে জুড়ে মরি ॥

Kumari Ashrafuzzaman Khanam (Turin)

গজল

এল ঐ পূর্ণশশী চাঁদ ফুল-জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম-ভাঙানো॥

আসিল জাগরণী রং শিউলি ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপড়ি খুলে।
খুশীর রঙ আবেশ জাগে মন-রাঙানো॥

চাঁদনী ঝিলমিলায় ~~ঝিল~~ ঝিলের জলে
আবেশে শাপলা ফুলের মৃণাল টলে।
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো॥

এস আজ স্বপন-কুমার নিরিবিলি,
খুলিয়া গোপন প্রাণের ঝিলিমিলি,
এস মোর হতাশ প্রাণের ভুল-ভাঙানো॥

গান

এলে কি স্বপন মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দাহ শেষে বয়ে শীতের দূর-হাওয়াতে ॥

ছিল যে পাষাণ চাপা আমার গানের উৎস-মুখে —
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ আঘাতে ॥

এলে কি বর্ষা-রানী সিক্ত মোর নয়ন-লোকে,
বহালে আবার সুরের সুরধুনী — বেদনাতে ॥
এসেছ পূবালী হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের,
এসেছ সাথে নিয়ে বজ্র-ভরা ঝঞ্ঝারাতে।
তবু ঐ ভুলই যে প্রিয় ভুলি ভুলে [illegible],
আকাশের তন্দ্রা নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে ॥

তোমারি ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী [illegible] সোনার রাতে ॥
এলে কি তারার দেশের হারিয়ে-যাওয়া সুরের পরী,
শ্রান্ত বন-বীথি মোর গানের [illegible] ঘুম ভাঙাতে ॥
এলে আজ বাদল-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙিন মায়ায়,
ছোটাতে সুর উজান স্রোতে, [illegible]

নিউ দিল্লী, [illegible]
[illegible]
কাজী নজরুল ইসলাম

৪৮

কীর্ত্তন

এস মাধব এসে পিও মধু।
এস মাধবী-লতার কুঞ্জ-বিতানে
মাধবী রাতে এস বঁধু।
মধু-মাধবী রাতে এস বঁধু॥
এস মৃদুল মধুর পা ফেলে
এস ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে,
এস বাজায়ে বাঁশরী যে সুর-লহরী
শুনি কুল ভোলে ব্রজবধূ॥
এস নিবিড় নীরদ-বরন শ্যাম
নয়ন-কোণে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর-দাম।
এস বামে হেলায়ে শিখী-পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এস বঁধু॥
এস নারায়ণ, এস অবতার!
পার্থ-সারথি বেশে এস পাপ-কুরুক্ষেত্রে আরবার।
হরি মহাভারতের ভাগ্য-বিধাতা,
গীতা-উদ্গাতা নহ শুধু॥

সিন্ধু কিন্নর দাদু

এস শারদ প্রাতের পথিক
এস শিউলি-বিছানো পথে
এস ধুইয়া চরণ শিশিরে
এস অরুণ কিরণ রথে॥
দলি' শাপলা শালুক শতদল
এস রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবনী ঝরায়ে ঢলঢল
এস অরণ্য-পর্বতে॥
এস ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরণী,
এস বলাকার ধবল পাখা উড়ায়ে
বাহি' ছায়াপথ-সরণী।
শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় জাগিয়া,
এস ধরণীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হতে॥

Continued —

আমি এবার মরিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইব
বঁধু হবে কুলবালা
আমি তারে দিলে ব্যথা যাব যথা তথা
সেদিন বুঝিবে জ্বালা (কালা)।
বিরহিনীর কী যে জ্বালা,
সেদিন বুঝিবে কালা (শ্যাম)।
যে ভালোবাসে যারে তার রূপ ধরি
আসিয়া পরাবে মালা ॥

Xxx ১০
manikmala

নাচ

ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।

~~চমকে-কবরী ... তরুণী~~

~~চলে ... তরুণী যৌবন গরবী~~

ডাকে দূর আয়াবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে,
এলোখোঁপা পড়ে খুলে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর তার সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রূপ চলে ছায়া-ছবি॥

For Indumati

ইন্দুমতী

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
তমাল-তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
অধীর চপল কায়া॥
তার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায়
ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।
তার বেদনাই ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
আকাশ-জোড়া শুধু তারি
অসীম রোদন বেদন-ছায়া॥

[illegible] ৭/২

Ranjit Roy

ও তুই উল্টো বুঝলি রাম।

P.T.O.

continued

ওকে উদাসী বেণু বাজায়।
ওকে সুরে যায় যায়॥
ও সে বাহির-বিলাসী
ঘুচায়ে করে সে ঘরবাসী
রস-যমুনাতে উজান বহায়॥
মম মনের ব্রজে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশী অনাদি কাল।
তার সরল বাঁশী তার চরণ তল

বারোয়াঁ সিন্ধু - খেমটা

ওকে কল্সী ভাসায়ে জলে আনমনে
তীরে বসে কি ভাবে সে কার ধেয়ানে ॥
নিয়ে শিথিল আঁচল ফেলে উতল সমীর
তার অলস পায়ে ছুঁয়ে নদী-নীর
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে ॥
সে জল্ কে আসার ছলে নদী-তীরে
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে ॥

পাহাড়ী — কাহার্বা

ওকে দূর উদাসী হায় ডাকে আয় আয়
গোধূলি-বেলায় বাজায়ে বাঁশরী।
তার পাহাড়ী সুরে মোর নয়ন ঝুরে,
মম ভুলি লাজ গৃহকাজ (যাই) পাসরি
তার সুরের মায়ায়
আকাশ ঝিমায়
চাঁদের চোখে তিমির ধারায়।
তারি বিরহে মরি মোহে
জীবন মরণ গেছে বিসরি॥

ওগো প্রিয় তব অকরুণ ভালোবাসা।
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ
কণ্ঠে দিল ভাষা॥

মোরে গানে দিল সুর
কেন ব্যথা বিধুর,
বাণীতে দিল সুদূর

ভালো করিয়াছ, ভালো বাসো নাই মোরে,
বাসো নাই তাই আমারে তেমনি ক'রে।

মম বিরহের বেদনাতে
তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে,
ভুলেছি সবার প্রেম
তোমারে পাইবার আশা॥

ইসলামী [illegible]-সঙ্গীত

ওগো গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরপরী লাজ পায়॥

নর নহে নারী ইসলাম পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খদিজা জগতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান।
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥
নবি নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী -
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর-পানি,
যাঁর গুণ গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর নারী আজো গায়॥
রাহিমার আজো গাহিছে মহিমা তাহার মত সতী কেবা,
নারী নয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা।
মোদের খাওলা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥
রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়
শৌর্য্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়,
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥
মোদের সকিনা জাহানারা যেন ধৈর্য্য মূর্ত্তিমতী,
বানো বদরের বাদশাজাদী লায়লা ওহাবীর [illegible],
জয়নব আর আয়েশা জননী অতুল নারী-সভায়॥
আঁধারে ঘেরেছে বন্দিনী হ'য়ে সহসা আলোর লোভে,
মোদের মহিমা শেষদিন হতে [illegible]

১৪৪

For Kamal Mukherjee (H.M.V.)

আগমনী

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দেরে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ জ্বেলে ধর।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাদের মায়ে মায়ার ঘোরে,
আজ বরষ পরে মায়ের ডাকে মিলিলি সকলে।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

মা ছিল না বলে সবাই গেছে পায়ে দলে
মার খেয়েছি যত তত ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে ভাই
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা সঙ্গে এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

৪৬

ভৈরবী

ওরে ও স্রোতের ফুল!
ভেসে ভেসে যাস্ একি সাহসে
কোথায় পথ-কূল।
কোন যাদু করে কোন্ শিকারী
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতিঃ তার
কূলের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিস্ ফিরিস্ কূল॥
ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
ঠেলে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে বাঁধিতে পারে?
জানি না তোর জননীর ভুঁই,
অভিমানী! সেথা কি ফিরে তুই।
দুনিয়াতে যদি মরিস্ সেথায়
স্বর্গ সেই অকূল॥

(৫৭)

কথা কও, কও কথা, হে দেবতা!
তুমি ত জান হে স্বামী আমার প্রাণের ব্যথা॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ, হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার, সহেনা যে আর
সহেনা এ নীরবতা॥
(শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
গলিবেনা পাষাণের নারায়ন?
ভোলো অভিমান, চায় লুটায় তোমার
পূজারিনী আশা-হত॥

Nilima Banerji!

[illegible] (সারেঙ্গুয়া) ২০

R

রুমঝুমঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
শ্যামল-বরন কে নাচে কে নাচে
গগন-কোলে॥
তার অঙ্গের লাবনী যেন ঝরে অবিরল
(হায়) শীতল মেঘলা মতির ধারা জল
কদম ফুলে পীত উত্তরী তার
দুলে হাওয়াতে দোলে।
ঝিকিমিকি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস দোলে
বনকুন্তল ঢল দুলি শ্যাম মনোহর
তাহারি অনুরাগে
তারি বিরহী পাপিয়া "পিয়া পিয়া" গাহে
সাগর কাঁদে, নদী-জল বহে,
ময়ূর ময়ূরী বনশবরী নাচে দুলে দুলে।

মার্চের সুর

—।—

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠিছে গান —
জয় আর্য্যাবর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥
শিরে হিমালয় প্রহরী পদ বন্দে সাগরে যাঁর
শ্যাম বনানী-কুন্তলা রাণী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ঊষর মরুতে
কখনো শ্যামল লতায় তরুতে
কখনো ঈশানে জলদ মন্দ্রে বাজে বেণু-বিষাণ ॥
সকল জাতি সকল ধর্ম্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজি সন্তান তাঁরা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান ॥
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খৃষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
যদিও বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে — "আমার স্বদেশ"।
শতদলে মিলি শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান ॥

৭

বেহাগ-খাম্বাজ – দাদ্‌রা

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার, ভাঙিলে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥
তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ডোবাও জাগাও ভুলে যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে পরালে জড়াই
তোমার রূপের ফাঁদ॥
চাহিনা তোমায়, তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।

সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে –
থাকে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখী বসি' কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥

১৩৭

(Twin)

হাসির গান

কলির রাই কিশোরী কলিকাতাইয়া গোরী
"বেবি অস্টিনে" চড়ি চলিছে সাঁঝে।
ঢাকুরিয়ার লেকে প্রিয়া সে সাথে নেকে
হাঁটে সে এঁকে বেঁকে আধুনিক ছাঁদে॥

প্যাঁকাটির মত ফীগার, ওড়ে বসন ফিনফিনে,
"গোকুল চন্দ্র বিনা" গুন্ গুন্ গুন্ ভাঁজে॥

মুখে তার মাখা খড়ি, চোখে চশমা-খড়খড়ি,
হাতে তার কব্জি-ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্ বাজে॥

দলে দলে ~~বুড়ো~~ এঁদেরে দেখে পুরুষ হতো ঠেকে,
বলে, "ও বাবা, এরে ~~...~~ বাঘ সে॥"
"মর্দানি"

কাঁদ্‌বনা আর শচী-দুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি দেহ চলে, তোমার
প্রেম গিয়াছ রেখে ॥
প্রাণ যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মূর্ত্তি রূপ সেখানে
আনন্দেরি দোল দোলায়
রূপে তোমায় ঢেকে ॥
হল বৈরাগিনী বিশ্ব তোমার চরণ-ধূলি মেখে।
তোমার প্রেম নিল অসীম আকাশ চাঁদের ফুল এঁকে।
সুন্দর যা কিছু হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই
(তোমায়) (লোকে) ডাক শুনিবে অন্তরে
যদি [illegible] প্রীতি সাগর থেকে ॥

নাচ

কার বাঁশরী বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে মোর মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥
নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় ঋষির ধ্যানভঙ্গ,
জাগে প্রাণে তারি সঙ্গ,
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥
সেই সুর-অনুরাগে
নাচে উতল পরাগে,
নীপ-শাখে দোলা লাগে
সখি এল সে সেই বঁধুরে॥

For Nitai Ghatak (Turn)

ভজন

কালো কালিন্দী-সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হল সংসার-ব্রজধাম॥

22

শ্যামা-সঙ্গীত

কি নামে ধরে ডাকব তোরে মা তুই দে বলে।
কি নামে ধরে কাঁদলে পরে ধরে তুলিস কোলে।
মা তুই দে বলে॥
বনে খুঁজি মনে খুঁজি
পাইনে দেখা, ধ্যানে বুঝি,
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই মা গো
পাষাণ-প্রতিমা মা তোর একটুও না টলে॥
কোলে যদি না দিবি মা গো থাকবি কেন দূরে?
(আমি) জনম নিয়ে এসেছিলাম তোর কোলেরই লোভে।
আমি রইতে নারি মা না পেয়ে
মরণ দে মা তোরে পেয়ে,
এ ছার জীবনে কোন প্রয়োজন মা গো
(আমি) জুড়াব মা মরণে আমারি মা যদি আর মেলে॥

To Komol Gupta (H.M.V.)

ভজন

১০২

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী।
চির-কিশোর-আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে গোপিনী ভূলোকে
দেবিকা প্রকৃতি পরমা সতী॥

R

শ্যাম ভুবন কালো রাই মধুর আলো
হরি-সুহাগিনী প্রেম মূরতিমতী॥
ব্রজধাম-বাসিনী লীলা-বিলাসিনী,
শ্যাম নাম জপিনী বিরহ-ভারতী॥
শ্যাম মেঘ-গগনে রাই-বিজলি দোলে,
শ্যাম তরু-কোলে রাই ফুল-আরতি।
লয়ে যাঁহার নাম হরি হন রাধাশ্যাম,
সুর নর অবিরাম করে যাঁর প্রণতি॥

কিশোরী! মিলন-বাঁশরী
শোনো বাজায় রহি' রহি' বনের বিরহী
নাচে কিশোরি' চল জলকে
চল জলকে।
ওর বাঁশরী শুনি' কদম্বের কুঞ্জ (জেগে ওঠে).
জেগে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু.
রস-যমুনা-তীরে হ'ল অধীর রহি' রহি'.
ওঠে দুকূল হারায়ে তরঙ্গ-দল ওঠে দুলে
চল জলকে॥
কেন লো চমকে দাঁড়ালি যমুনে
[illegible] পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমে।
পেয়ে ওরি কি দেখা
[illegible] কেকা.
হ'ল উতলা মৃগ কি দেখে চলিতে
চল জলকে॥

৩৭

ভৈরব-সিন্ধুমিশ্র — কার্ফা

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।

যে কৃষ্ণনাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর,
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
এই অসীম বিশ্বে সীমা যাঁহার আপনাতে খুঁজি,
আমি জীবনে মরণে মন সেই নামই ভজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।

যাঁর অনন্ত লীলা, যাঁহার অনন্ত প্রকাশ,
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন সখা সারথি সাজি
এই মোহ-কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারে খুঁজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীক্ষেত্র গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥

খাম্বাজ — দাদরা

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
যমুনার ঘাটে লহর তুলে॥

তোমার নূপুর চরণ-ছন্দে
বন-ময়ূর নাচে আনন্দে।
ঝরে যুঁই-দল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে॥

আমার গানে আমার সুরে
ওগো এলে তব নূপুরে
রাঙা তরুণী মেহেদি রঙে
আকুল তনুর ছুঁয়ে ফুলে॥

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী॥
বন ঢেকে দেয় আঁধার করে
সুখের ডাকা চরণ পারে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি॥
বিপুল ঢেউ-এর নাগর-দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণ নদীর কূলে কূলে॥
তোমার প্রলয়-মহোৎসবে
বন্ধু ওগো জাগবে কবে।
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন সেদিন আসি॥

For
Kumari
Katayani
Chatterjee.

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥
তোমায় আমায় নাই নীরবে
জানাজানি অনুভবে.
তোমার সুরের গভীর রবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী! আমায় বারেবারে
স্মরণ কর সুরের সিন্ধু পারে।

ওগো ভীরু! গেয়ে আমায়
যদি তোমার গান গেয়ে যায়,
উঠবে কাঁদন সুরের সভায়,
চাইনা কাছে তাই॥

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
উঠিল না চাঁদ মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিল যবে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
বনের আঁখি-লোর॥
মায়ার নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
চিত-চোর॥

Kew
Bina chatterjee

ভৈরবী

কেন জল নয়নে
কি হবে জানিয়া বল (কেন জল নয়নে)।
তুমি ত ঘুমাও শুধু সুখে ফুল-শয়নে॥

১। নিশীথে পাপিয়া পাখী এমনি ত ওঠে ডাকি,
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি এ অকারণে॥

২। কে শুধায় কমলেরে চখী কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
নভে উঠিল না চাঁদ মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিয়া আসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি-লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি'
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি'
এস এস চিত-চোর॥

(রাগিণী) দুর্গা — আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উছলি' উছলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার ভাঙা ঘাটে আমার হৃদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'।
ছলনা করে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া॥
গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি — সে আসে ফুল লয়ে!
[illegible] করি রে, জনাবি এ তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া॥

কাজী নজরুল
চট্টগ্রাম-
২৭-১-১৯২৯
দুপুর

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার এ উজান ঘাটে আমার এ হৃদি-তটে
চাহিতে গেলে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'!
ছলনা করে হাসি— অমনি জল ভাসি,
হাসিতে গিয়ে আসি ওঠে কাঁপিয়া॥

কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা
জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে
ছড়িয়ে যাছে বকুল-মূলে
তোমারি নাম, হে ক্ষণিকা ॥
বর্ষা বলে, অশ্রু-জলের মানিনী সে বিরহিণী।
আকাশ বলে, তড়িৎ-লতা, ধরিত্রী কয়, চাতকিনী।
আষাঢ়-মেঘে রাখ্‌লে ঢাকি'
নাম যে তোমার কাজল-আঁখি,
শ্রাবণ বলে, যুঁই বেলা কি?
কেকা বলে, মালবিকা ॥
শারদ-প্রাতে কমল-বনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণী দেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুনগুনিয়ে।
তোমার নামের মিল মিলিয়ে
ঝিল ওঠে যে ঝিলমিলিয়ে,
আশ্বিন কয়, তারই যে বিয়ে
গায়ে-হলুদ শেফালিকা ॥

(Continued)

নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া ঘনায়,
কালো আকাশ পানে, তোমার নাম ঝরে গো নীহার-কণায়।
আমের শিরের মঞ্জরীতে
নাম-গাঁথা যে ছন্দ-গীতে
হৈমন্তী স্নিগ্ধ নিশীথে
তারায় জ্বলে নামের শিখা॥
ছায়া-পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান-মাধুরী ইন্দু-লেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হায় উদাস
ধূমিল হল বিজন আকাশ
কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস
কোথায় সুদূর নীহারিকা॥
তোমার নামের শত-বেণী বনভূমির নয়ন মেলে,
জল শুকাতে তোমার নামের মুহুর্মুহু ঝুমুর বোলে।
দুলাল-চাঁপার পাতার কোলে
তোমার নামের মুকুল দোলে,
কৃষ্ণ-চূড়া হেনা বলে, ঝিকিমিকি
চির-চেনা সে রাধিকা॥
বিশ্বরূপ! সৃষ্টি জুড়ে তোমার নামের [illegible]
জড়িয়ে আমার নামাবলী হৃদয় ভরে যোগ-সাধনা।

৪৭

খাম্বাজ - ঠুমরী

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
দুলালি-চাঁপার ঝুলন-শাখে॥
যাহার দরশ লাগি,
একেলা কুটিরে জাগি,
মোর সাথে আজিও কি জাগিছে তাহাকে॥

চাঁদিনী নিভে যায় আমার চোখে
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে।
কুহু স্বর শ্রবণে মম
বাজিতেছে তীর সম,
চাঁদিনী রাতি মম বিষাদ-মেখে আছে॥

রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরীর দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবীর কিনে।।
আজ গোকুলের রং-মহলায়
শ্যামবঁধু এই রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙল গো
এই হোরীর কুঙ্কুম বিনে।।
রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ভেঙে,
এই ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় কবি-[illegible]
এই রঙেরই পথ চিনে।।

For Miss Harimati (H.M.V.)

নাচ ৮২

খেলিছে জল-দেবী সুনীল সাগর-জলে
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে॥
দুল দুল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ূর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥
আনমনে খেলে জল-বালিকা
খুলে পায়ে মুক্তা-মালিকা,
হরষিত-তারাধারে ধূনী জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-জলে॥

R

K. Gupta

ভজন

খেলোনা আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥
অন্ধকারের আড়াল হ'তে
লও হে টানি বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসায়ে ভেলা॥
সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
মরণ যারে কর, তারে মরণ-তীরে টানো।
ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও না তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাও না গলে
প্রেমের অবহেলা॥

হোরী — সাদ্রা

গগনে পবনে লাগে ডালিম-ফুলী রং।
নিখিল রাঙিল অপরূপ ঢং ॥

চিত্তকে নৃত্যে মাতে দোল-লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অধীর আনন্দে
নাচিছে সমীরে দুলিয়া পাগল বসন্ত
বাজে মেঘ-মৃদং ॥
প্রাণের গন্ধে কামোদ-নট সুর
বাজিছে সুমধুর।

দুলে অলকানন্দা রাঙা তরঙ্গে
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙ্গিলা ভ্রূভঙ্গে,
বাজিছে বুকে সুর সারং
কবির সঙ্গে ॥

Twin

দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনী-গন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিনু সে কবরী-বন্ধে॥
বাহুর বল্লরী- জড়ায়ে তার গলে-
বসেছি তরু-তলে আঁখি আঁচলে
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

মুখরা "বউ-কথা-কও" ডেকেছে বকুল-ডালে,
লাজে ফুটেছে লালী গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মোছেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি- চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজ নিরানন্দে॥

নাচ

গলে টগর-মালা কাদের ডাগর মেয়ে
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে ॥

তার সুডোল তনু নিটোল বাহুর পারে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ওকি বিজলি-পরী এই মেঘ আসবি
চাঁদ ডুবে যায় লোক তারে নয়নে চেয়ে ॥

যেন রূপ কথার দেশের সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
তারি
মদন রতি করে তার আরতি
তারি রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে ॥

Kamal Dasgupta (H.M.V.)

ভজন

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম।
*মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম।।

যে নামের গুণে কংস-কারার খোলে দ্বার,
বসুদেব যে নামে যমুনা হ'ল পার,
*যে নাম স্মরি হ'ল তীর্থ ব্রজধাম।।

দেবকীর বুকের পাষাণ গলে
যে নাম দোলে যশোদার কোলে।
যে নাম লয়ে কাঁদে রাই রূপসী,
কুরুক্ষেত্রে যে নামে হ'ল পার্থের জয়ী,
*গোলোকে নারায়ণ ভূলোকে রাধাশ্যাম।।

গজল

গুলবাগিচার বুলবুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাহি গজল।
অনুরাগের লাল শারাব ঘোরে
চোখে ঝলে ঝলমল ॥
আমার গানের মদির ছোঁওয়ায়
গোলাপ-কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল ॥
লাল শিরাজীর পেয়ালা হাতে- তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে
আমার গানে মিঠাপানির লহর বহে নহর-কূলে,
আনার-কলি ফুটে ওঠে-
নাচে ভ্রমর রং-পাগল ॥
সে সুর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা-
বনের আঁখি হিম-সজল ॥

Angurbala

গজল — দাদরা ১৫

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে
বিবাহের বাঁশী বাজাও আজি বিদায়ের লগনে॥
নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে
সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে॥
ডেকেছি নিঠুর মরণে এতদিন কেঁদে কেঁদে
আজ যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥
আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে॥
হইল ধন্য প্রিয় মরণ-জীর্ণ মম
সুন্দর মৃত্যু এলি বরের বেশে
শেষ জীবনে॥

বাউল — [illegible]

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের খেতে ঢেউ খেলিয়া
যায় সাথে চপল ঝরনা॥
চলে নূপুর-মুখর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তালে তালে হাততালি দেয় সাথে উলুবনা।
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে চখা চরে নয়ন তুলে।
ওঠে রেঙে আকাশ-কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল, লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আলপনা॥

মডার্ণ

ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি
দেখিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারও চোখে নামে
নিঁদালীর মরসুম॥
দেখিতে এলাম হয়ে কুতুহলী
চাঁপা ফুল দিয়ে তৈরী পুতলী,
দেখি শয্যায় স্তূপ হয়ে আছে জ্যোৎস্নার কুঁড়ি।
(আসিনি তো ঐ কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে চুম॥)

রাগ করিয়োনা, অনুরাগ হতে রাগ আরও ভালো লাগে
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায়, কেউবা শিরাজী মাগে।
মনে করো, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অগোচরে নিঝুম॥

১০ই
Angurbala

গজল

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়
জাগায়োনা উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখী ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ঢলঢল,
প্রভাত-রবি শুকায়োনা তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও॥
সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
তুলিয়া দলোনা ঝরা পাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও॥

চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্।।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।।
চল্ চল্ চল্।।
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও-জোয়ান শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ রে ভাঙ্ আগল চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্।।

নজরুল ইসলাম

Hm
Dhiren

(হিন্দী) মার্চ ৮৫

চল্ চল্ চল্।
নওজওয়ান্ চল্
আদমিয়ত্ কি ফৌজ্ তুম্
দরিয়া কি হো মৌজ্ তুম্
কুওত্ কে হো হৌজ্ তুম্
তুম্‌হো শক্তি বল্।
চল্ চল্ চল্॥
শোল্ কে রাত কা নকীব
সাত দিন্ কা আফ্তাব,
জমানে কে তুম হো খাব,
তুম্‌হো দীন আমল্।
তুম্ আঁধী কে জুল্‌ফিকার, তুম হো নূর তুম হো নার,
জঁনজীরোঁকে তুম শিকার জুল্‌ম্ কে আজল্।
চল্ মচাকে শোর জোর জমিঁ রে জোর
উঠ্ রহে হো তুন্ আজান গাফিলিয়ত্ কো ছোড়্।
আরাম কা শিশ্ মহল
তোড়্ জওয়ান্ চল্
চল্ চল্ চল্॥

১৮

মার্চের সুর

চল্ রে চপল তরুণ দল বাঁধন-হারা।
চল্ ঘরের সবারে চল্ ছাড়ি কারা
জাগায়ে কাননে নব পাতার ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের নির্ঝরা
বহায়ে তোরা ওরে চল্,
জোয়ার আনি' মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর—
'ওরে ফিরে যা, ফিরে ঘরে!'
ওরে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী, দুলায়ে পথে তোরা চল্,
রহে কে ভুলি' দৈন্যে খুঁটিতে
তাদের পরাণে দে রে সাড়া॥

বন-মাদল সঘনে দ্রুত বাজে
গুরু গুরু
আঁধার ঘরে কে যাবে পাছে P.T.O.

Continued

৭০
গীত

নাচ

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে
তোমার হাতের সূচীর জ্বালা।।
আজিও জাগে লোহিত রাগে
রক্তগোলাপে তাহারই ব্যথা
তব গলে দুলিবে বলে দিয়াছি হেসে
কণ্ঠ-কালা।
যদি গলে দোলেনা তুমি কেন বরিলে
ফুলের পরান।
অভিমানে হায় মালা শুকায়
ঝরে ঝরে যায় দলে নিরালা।।

K. Mallik

৩৯

চন্দ্রমল্লিকা

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্র-মল্লিকা।
রং-পরীদের সঙ্গিনী তুই আলো চাঁদের রূপ-শিখা॥
তুষার ঝরায় আপনি ভুলে তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমের দেশের চন্দ্রিকা তুই শীত শেষের বাসন্তিকা॥

চাঁদের আলো চুরি করে আনলি তুই মুঠি ভরে
দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম তাই তোরে আদর করে।
ভঙ্গিমা তোর গরব-ভরা
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হরা,
ফুলের দলে ফুলরানী তুই তোরেই দিলাম জয়টিকা॥

নাচ ১৫

চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশিথিনী।
মদির হাওয়ার তালে নাচে সাথে সাথে,
ঝিল্লি-নূপুর পরি' পায়
নাচে কানন-বিহারিণী॥

নেশার ঘোর লাগে,
বনে পাপিয়া জাগে,
"চোখ-গেল চোখ গেল"
গেয়ে ওঠে অনুরাগে।
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী॥

মহুয়া বকুল ফুলে মদির সুবাস ছড়ায়,
চাঁদের ঐ মুখ-মদের ছোঁয়া ছিটে লাগে কনক-চাঁপায়।

শান্ত হৃদয় মম
দুলিছে সাগর সম,
এমন রাতে সে কোথায় সে কোথায়
আমি যার অনুরাগিণী॥

২১

Twin নতুন

চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশিথিনী সে শারাব পান করে॥
সবুজ বনের জলসাতে-
তৃণের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া বিলায় আতর চাঁপার আতরদানী ভরে॥

সাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে গোলাব-পানি,
রজনী-গন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি।
কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥

৬১

ভজন

চির আপনার তুমি হে হরি।
তুমি ভুলোনা যদি আমি রই পাশরি॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে,
হরি হে তোমারও মুকতি রাজে,
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি'॥

খাম্বাজ — দাদ্রা

চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীন্ বাজায়ে চলে।
শুনি নদীর নীলি জলে জোয়ার উথলে॥

বাজে পায়ে পাঁইজোর ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুরি,
গাহে পাপিয়া পিয়া পিয়া শুনি সে সুর,
শত পরান হতে চায় ও চরণে নূপুর
যদি হতে চায় চাবি তাহার আঁচলে॥

চখিতে বাঁকিতে কি নদীতে সে জলকে যায়,
হাস হাস বলি তাহার কলসীকে কাঁখে দুলিয়ে যায়,
কাজল-ঘন চোখে বিজলি-খেলা খেলিয়ে যায়—
মন-পতঙ্গ দিয়ে ও আঁখির অনলে॥

জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটী পাতা ॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলিমাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার জয়-গাথা ॥

যদি বা কাঙালিনী হলি অভাবের প্রথম প্রাতে —
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো [illegible] বিদেশে।

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে।
দেখে শুনে হয় মা মনে নেইক বিচার, নেই বিধাতা ॥

৬৪

কোরাস

জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল।
আজি এক হয়ে গেল রাধা কিশোর কাঙাল॥
অনন্ত লীলা [illegible] লোকে
হেরি যুগে যুগে ধরায় গোলোকে,
অভিমান বিরহ প্রেম অহরহ
দেবতা মানুষ হল প্রেমের কাঙাল॥

আসে ধরাধামে লয়ে শত রূপ নাম
ত্রেতায় সীতারাম দ্বাপরে রাধাশ্যাম
কলিতে নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই
যুগল রূপ হেরি দোলে চিরকাল॥

৩৭

(H.M.V.)

ভজন

(ইমন-কল্যাণ-দাদ্রা)

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত, আত্মা অ-নিরুদ্ধ,
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ ॥
জাগো শুভ্র জ্যোতি পরম
নব প্রভাত পুষ্প সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ ॥
সকল পাপ কলুষ তাপ দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুন প্রাণ-দীপ-শিখা স্বর্গপানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে, জাগো তিমির-কারারুদ্ধ ॥
ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠো হৃদয়-মম
রূপ রস গন্ধে,
অনাহত আনন্দে;
জাগো মোহ-বিমুক্ত ॥

ভৈরবী-ভৈরোঁ - কাওয়ালী

জাগো জাগো —
জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে
জাগে ঊষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায়
রবি রাঙা মহিমায়
গাহে প্রভাত-পাখী হেরি নিশি পোহালো।
জাগো ঊর্দ্ধে চাহি শিশু স্বপ্ন-আতুর
নব বিস্ময় লোকে জাগো সৃজন বিভূতি।
রাঙা গোধূলি-বেলায় ঐ দুলিছে তিমির
আনো কল্পমায়া নাশো গহন কালো।।

মার্চ্চ-সঙ্গীত

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী,
(জাগো জাগো!)
ঐ পোহাল তিমির-রাত্রি ॥
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ-ডঙ্কা ওঠে বোলে—
নাচে শক্তি,
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী ॥

অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান,
আমরা সৃজিয়া যাই নূতন যুগ ভাই,
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী ॥

সাগরে শঙ্খ ঘন ঘন বাজে—
রণ-প্রাঙ্গণে চলি কুচকাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে,
ভারত-রক্ষী মোরা নব যাত্রী ॥

For
K. Mallik

১১

বেহিসা — একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি হেথায়
আর আসিলিনা গো॥
কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর।
আসিলিনা তুই, এলিনে ধরায়
মা কবে হ'লি হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি'
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি'
নিশীথ-শেষে ঊষা গো॥

For Sachin Das Gupta

Twin : গজল

জ্যোৎস্না হসিত মাধবী নিশি আজ।
পর পর প্রিয়া বাসন্তী-রঙ্গ সাজ।।
রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে,
পরো সোনালি চেলি নব সোনালু ফুলে,
স্বর্ণ-লতার পারো-সাতনরী হার
আজি উৎসব-রা[illegible], রাখ রাখ গৃহ-কাজ।।

পর কবরী-মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন করো গেঁথে অতসীর ফুল,
দূরে গাহুক ডাহুক সখি মুখর নিলাজ।।

3 Sri Gopal Sen

[বনস্পতির গান]

ভজন

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কাঁরা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এল তরুণ পাতা
পল্লব-হীন শাখে॥
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র তালে
কাঁচা পাতার নাচন নাচে
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥
পৃথ্বীর আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে।
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেলল পাখা,
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয়-মহাশাখে॥

মার্চ্-সঙ্গীত

ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান
ঘন বজ্র বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে
সাজ সাজ রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান—
অভিযান অভিযান।
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান!
লুটাবে মরতে ধূলি-তলে।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তোরা আসিবি কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
হবি মৃত্যু-সাগর পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥
পাঁওদল দলে দল চল রলে চল।
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ জাগিল
প্রাণ-শতদল।

Continued "ঝড় ঝঞ্ঝার ---

বিঘ্ন বিপদে করি সহায়
না জানা পথের যাত্রী যায়,
স্থান দিতে হবে যদি সবায়
বিশ্ব-সভা মাঝে ॥

৫১

আশাবরী মিশ্র — ঠুংরী

ঝর্‌ল যে ফুল ফোটার আগেই
তারি তরে কাঁদি হায়।
মুকুলে যার মুখের হাসি
চোখের জলে নিভে যায়॥
হায় যে বুলবুল গুল-বাগিচায়
গোলাপ-কুঁড়ির গাইত গান
আকুল ঝড়ে আজ সে পড়ে
পথের ধূলায় মূরছায়॥
সুখ নদীর উপকূলে
বাঁধিনি যে সোনার ঘর
আজ কাঁদে সে গৃহহারা
বালুচরে নিরাশায়॥
যাবার যারা যায়না তারা,
থাকে কাঁটা ঝরে ফুল,
শুকায় নদী মরুর বুকে
প্রভাত-আলো মেঘে ছায়॥

(Twin)

দেশ মিশ্র — তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
জাগি একা ভয়ে
নিঁদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরুদুরু॥
দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর পবন,
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন।
ঝাঁই ঝাঁই দূরে কে যেন ঝিল্লী মেলে
মেঘ-পানে ঘন হানে ভুরু॥
অতল তিমিরে বাদলের বায়
জীর্ণ কুটীরে জাগি দীপ নিভায়,
দূরে দেয়া ডাকে গুরুগুরু॥

৪০

সিন্ধু-মিশ্র — দাদ্‌রা

ক্ষীণ তনু যৌবন-ভার বইতে নারে
ধীরে চলে গোরী ধীরে ধীরে ॥

টলে চিকন কাঁধে ভরা গাগরি
ভার তায় ঘাগরি,
দেহ টুটে না যায় দেখ নাগরি।
নীল চেলি ভিজিয়া না যায় নীরে ॥

কঠিন ধরা হানে বেদনা কোমল পায়,
ঘুঙুরে দিল ব্যথা বাঁধ এ বকুল হায়,
'না' বলি মুচকিয়া হেসো না ফিরে ফিরে ॥

দাঁড়াও ওগো পথিক বহিতে সই ভার তব
যদি চাহ গো সখি ভার তব আমি লব
দিও আমারে ঠাঁই তব ঐ তনুর তীরে ॥

৪৭

গজল

ঢলঢল তব নয়ন-কমল
কাজল তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারেই চাঁদের হাসি
হিঙুল অধর-মাঝে॥
ফিরোজা রং শাড়ি চাঁপা রঙে তব
সেজেছে লো ফিরুজা এ কি অভিনব।
সুনীল সাগরে গোধূলি রং যেন
মিশেছে আসিয়া ঊষা ও সাঁঝে॥
কোমরে জড়িত বাজে কাঁকন চুড়ি,
ছুঁইলে ঘন বাজু যেন মুক্তাচুর
উড়ে চপল চুল [illegible]
সাঁঝের মেঘ এ লাজে॥

For Kumari Uma Roy — কীর্তন

তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায়
শরণ দিও হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে গ্লানি ঘুচায়ে শ্রান্তি
শান্তিবিদায় দিও (প্রমান)॥
বরণের ডালা সাজায়ে হে স্বামী
সারাটী জীবন চেয়ে আছি আমি
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও॥
তারকায় আছে মোর চির সাথী-
আকুল আঁখির অনন্ত রাতি
ফোটে নাই যদি নিভে যায় বাতি
তুমি এসে নিভাইও॥
যে যাহা চেয়েছে পেয়েছে কে কবে
আশা মরে যায় নিরাশে নীরবে
আঘাত বেদনা বঁধু সব স'বে
একবার দেখা দিও (শুধু)॥

For
Parul Sen
(H.M.V.)

তব মাধবী-লীলায় কর মোরে সঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী!
তব স্পর্শে হব ত্রিভঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
মোরে জ্বালায়ে, আলো
তব বাসরে আলো,
মোরে নূপুর করি বাঁধি চরণে জড়ি-
নাচ চঞ্চল-সভায় যে কুরঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
তব সুর-তৃষ্ণায় মোরে ডাকো গো ডাকো
হে বন-লক্ষ্মী,
তব রঙের স্বপন মোর নয়নে মাখো
হে বন-লক্ষ্মী।
তব রূপের দেশে
শুধু বাউল-বেশে
যেন ফিরে নাহি যাই হাসি-প্রসাদ পাই-,
হব কোলে তব বেণী ভুজঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥

৭২

সিন্ধু-মিশ্র — কার্ফা

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা॥
কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন হেলায় ছড়ালে সে ফুল অযথা।
পরি খয়েরী সাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে,
ওকি ভুল সবি ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা॥
তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলায়,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।
তব নয়নের জল সে কি ছল জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙ্গে যাও সহেনা এ নীরবতা॥

=

(সিন্ধু-ভৈরবী-মিশ্র) ঠুংরী — দাদ্রা কাওয়ালী

তরুণ তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুমি লুকায়ে মেঘ-দলে
এস দুয়ারে আঁধার ॥
তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া
ফুটায়ে কদম কেয়া,
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার।
কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
আমারি মত সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার ॥

৩৫

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ-মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল নিখিল পাগল-
সর্ব্বসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ থৈ॥
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন,
কারার মাঝে এল বন্দী-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথা-হত ডাকে, মাভৈঃ॥

—

(H.M.V.)

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
ইহাও তোমারি দয়া।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
এমনি হে দুখলোভা ময় ।।
তোমারি দয়া ।।
তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে,
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে চির-নিরদয়!
তোমারি দয়া
তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ-অশ্রু ঝুরে
হৃদিনীলে আজো ডুবুডুবু শ্যাম
সাগর-সলিলে ঘুরে।
ওকে কাঁদাও হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশী
তবু এ পরান তোমারি পিয়াসী
মানে না ভয় ।।
তোমারি দয়া ।।

সিন্ধু খাম্বাজ কার্ফা

তুমি নন্দন পথ-ভোলা
মন্দাকিনী ধারা উতরোলা ।।
তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে
দোলন চাঁপাতে লাগে দোলা ।।
তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম হারা পাখী
হিয়ার চাঁদ তুমি চির-উতলা ।।

তুমি পালিয়ে যাবে গো
যদি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥
এবার পূজার প্রদীপ হায়
জ্বলবে দেবালয়ে,
লুকিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।
ভাবনা তোমায় বন্দী করে
রাখবে আমার ঠাকুর-ঘরে,
যদি রইবে কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

Kumari Parul

ভৈরবী – দাদরা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কাননকে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে॥
তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর
তুমি বেদনার আঁখের ঝরা মুক্তা
বৈশাখী হাওয়াতে।
তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি মরা নদীর তীরে
তুমি ফোটা-কমল অশ্রুমতী উৎসব-কাননে।
তুমি [illegible] বুকে চাঁদ-হারা
যৌবন ব্যথার ফল্গুধারায়
তুমি নীরব বাঁশির বাণীহারা
সঙ্গীত-সভাতে॥

—

৩৫

(H.M.V.)

তুমি যখন এসেছিলে
তখন আমার ঘুম ভাঙেনি।
মালা যখন চেয়েছিলে
বনে তখন ফুল জাগেনি॥
আমার সকল আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো
তুমি এলে তরুণ আলো
আমার তখন মন রাঙেনি॥
রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন
পূর্ণশশী এলে যবে.
আঁধার রাতে একলা জাগি
হে চাঁদ, আবার [illegible] কবে!
আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার ফুল ফুটেছে,
ফেলে-যাওয়া তোমার মালায়
বেঁধেছি [illegible] বিনোদ বেণী॥

For Abdul Latif — (Twin)

২৬৮

ভজন

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার।
আজকে যে প্রভু আমি বইতে নারি আর ॥
একা বইতে নারি আর ॥
সংসারের তরে খেটে
জীবন আমার গেল কেটে,
তবু আজও ঘুচলো না হায়!
অভাবই হ'ল সার।
শুধু অভাবই হ'ল সার ॥
নিঃস্ব যখন হ'লাম, পেতে সবার কাছে হাত,
তখন তোমায় পড়লো মনে, হে অনাথের নাথ!
অতীতকে মোর ভুলিয়ে ও
(প্রভু) তোমার ভার মাথায় নিয়ে,
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময়
তোমারি সংসার ॥

৫৪

Kumari Gita Bose

তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর তটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে যাবার
উজান স্রোতে ভেসে॥
যে মণি হায় অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেয়ায়
সে হার কেন যাবে গলায়
জড়ায় বেলা-শেষে॥
আর যৌবন শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
কূলে ছিলাম বসে।
বহুদিনের ধূলি মেখে
গেছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা জাগালে কে
আবার ভালোবেসে॥

For Narayan Bose (Twin)

ওস্তাদ

আঘাত

তোমার ~~মারকে~~ শুধু দেখল ওরা

দেখলনাকো তোমাকে।

দেখলনা হে করুণাময় তোমার

আঘাতে ক্ষমাকে ।।

ওরা একটু কিছু যদি হারায়

কোন সময় কেঁদে ভাসায়

তবুও শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো তোমাকে ।।

মায়ের মারকে ভয় করেনা মাকে ভালোবাসে যে

সেই সে মায়ের স্বরূপ চিনে শাসন দেখে হাসে সে।

দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে

কাঁদে যে মা তোমার বুকে

(ওরা দেখলনা তা দেখলনা)

ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে

সুন্দরী উমাকে ।।

Nisharani
Sengupta

তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে তোমার হাতের দান।
তাইত সে দান মাথায় তুলে নিলাম, হে পাষাণ॥
তুমি কাঁদাও তাইত বঁধু
বিরহ মোর হ'ল মধু,
সে যে আমার গলার মালা, তোমার অপমান॥

(আমি) বেদী-মূলে কাঁদি, তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি হে নাথ, সে যে তোমার পূজা নেওয়ার ছল।
তোমার দেবতায় মোর
রাখলে পূজারিনী ক'রে
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ সকল অভিমান॥

তোমার ফুল-ফোটানো সুর
তোমার মন-কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর
আমার উদাস করে প্রাণ।।
তুমি মন্দ-গতি ধীর
তব ছন্দে গম্ভীর
মধু মরমে জাগায়
বঁধু যমুনার উজান।
তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

Dhanapati Sanyal

[illegible]

আশাবরী — দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মত মন।
ফুলের মত সইতে নারে একটু যতন ॥
ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটী রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন ॥

আদর করে তুলবে তোমায়
গাঁথবে মালা পরবে গলায়
ফেলে দেবে পায়ের ধূলায়
মিটলে প্রয়োজন ॥

২১

ইস্‌লামী ধর্ম্মসঙ্গীত

— · —

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহন, ক্ষমা করো হজরত্‌।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধূলি সম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার —
সকলের তাহে সম অধিকার,
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃনা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত্‌॥
তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত হতে ঝরেনাকো আর তাই তব রহমত্‌॥

—

২৭

তোমার বুকের ফুল-দানীতে ফুল হব বঁধু আমি।
শুকাই যদি শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, তিল হব ঐ কপোলে,
দুলব মণি-মালা হয়ে ঐ গলে দিবস যামী॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, দীপ হব মিলন-রাতে,
তোমার প্রেমের সিংহাসনে [illegible] রাজা মোর,
চরণ-তলের ধূলি [illegible] জীবন-স্বামী॥

স্বপন হব, জল হব নয়ন-পাতে।

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না ত কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই ত কাঁদি প্রভু॥

82 For Nitai Ghatak (Twin)

[illegible]

তোমার হাতের সোনার রাখী
আমার হাতে পরালে।
আমার বিজন বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥
শুনেছি তোমার তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ কি হরিত মরুর আকাশ
বাদল-মেঘে ভরালে॥
দূর অভিমানের স্মৃতি কাঁদায় কেন আজি গো,
মিলন-বাঁশী সহসা ওঠে বিরাগে বাজি গো।
হেসেছ হেলা, দিয়েছ ব্যথা,
মনে কেন আজ পড়ে সে কথা,
মরণ-বেলায় কেন এ খেলায়
মালার মতন জড়ালে॥

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢেকে রাখে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন॥

জৌনপুরী — দাদরা

থেকোনা আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
বিদায়-বেলায় কি হবে আর
এনে স্মৃতির পিয়ালা॥
সুখের দেশের পাখী তুমি
কেন এলে এ বনে,
আজো এ বনে জাগে শুধু
কাঁটার স্মৃতির জ্বালা॥
মরুর বুকে কি খোঁজ তৃষায়
জানো না হায় মেঘ-পরী,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ চোখের জলে বালা॥
[illegible] এলে তুমি
প্রভাতের আমি আলেয়া,
[illegible] আমি
ফিরিয়ে নাও এই ফুলমালা॥

mrinal (H.M.V.)

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা।
মধু-মাধবী সুরে চৈত্র-পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা॥
শীর্ণ স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে,
(যবে) ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে
ফুল-রেণুকা।
বাজো বেণুকা।
মধু-যামিনী বেলা-
বনে ঘনাও নেশা।
সঘন যামে জাগরণে মদিরা-মেলা।

মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ-শোকে সে বিহরে,
যবে বিরলায় বালুচরে
ওড়ে বালুকা।
বাজো বেণুকা॥

হাসির গান

দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।
কুগ্রহে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥

আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত,
হামেশা দু খান পা নিয়ে সে নাচত কুঁদত ঘুরত,
বিয়ের পরেই গদাই
দেখলে, সে আর উড়তে নারে, ভারী ঠেকে সদাই!
এ্যাডিশনাল দুখানা ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে॥

তার ঠ্যাং দুখানা মোটা আর বৌর দুখানা সরু,
ছেলেবউ চারখান ঠ্যাং ঠিক যেন ক্যাঙারু!
ধরে এনে জরু
দেখলে গদাই মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু!
দড়বড়িয়ে রেসের ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

আপিসেতে পদবৃদ্ধি হয় না, ঘরে ফি বছরে
পায়ে পায়ে গড়াগড়ি দু চারখান করে!
বৌ শোনেনা মানা
হেসে হেসে কেঁদে সামনে, মা ষষ্ঠীর ছানা!
P.T.O

Continued

দেখে শুনে হতাশ হয়ে গদাই যাচ্ছে মরে।
মানুষ থেকে চারপেয়ে জীব, তারপর দু পেয়ে মাছি
আটপেয়ে পিঁপড়ে তার পরে, গদাই বলে, পৌঁছি!
ঘেন্নোর জন্য গদাই
ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবড়জঙ্গ সদাই!
বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির তরে।।

Ranjit Roy

হাসির গান

দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।

For Indubala

গজল

দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি বুকে মোর
আসিলি হায়।
হায় আনন্দের দূত যে তুই, শুধু তোর চোখে কেন জল
কি বুঝায়॥
কোথায় দিই ঠাঁই তোরে ভীরু পাখী
বেদনায় আমারো ভরা,
এ মরুতে নাই তরু নাই তোর তৃষার গরল জল
[illegible]॥
নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান
ঝিঁঝিঁ বুক কাঁপে
হায় পুড়িয়ে বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর এ বরষায়।

দেশ-প্রিয়ের তিরোধানে

(পরজভৈরবী মিশ্র – একতালা)

"দেশ-প্রিয় নাই", শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি।
আকাশে বাতাসে হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী।।

মায়েরে লাগিয়া প্রাণ দিয়া বলে – মারি কোলে মাথা রাখি'
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী; জাগায়োনা তারে ডাকি।
দেশেরে লাগিয়া দিয়াছে সকল, দেখেনি নিজেরে ফাঁকি
তাঁহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি।।

স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান –
মায়ের চরণে দিয়াছে সে বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
শেষ অঞ্জলি দিল তাই দিয়ে দানবীর বৈরাগী।।

আপনার ঘরে আপনি থাকিতে প্রিয় স্বজনেরে পাশে
কাটালি জীবন রুদ্ধভবনে বন্দী প্রাচীর-বাসে।
আজি সে মুক্ত, বিহি নিরখি ঊর্দ্ধে দাঁড়ায়ে হাসে,
বন্ধন হ'ল বন্দীর মুক্তি হায় তার ছোঁওয়া লাগি'।।

P.T.O.

দেশবন্ধুর পার্শ্বে নিয়েছে দেশপ্রিয়ের চিতা,
এতদিন পরে ফিরিয়া এসেছে দুঃখের সাথী মিতা।
বহিছে অশ্রু-গঙ্গা, কাঁপিছে শোকের দীপান্বিতা,
নিভে যাবে চিতা, রবে যবে তুমি চিরদিন বুকে জাগি।

এক যতীন্দ্র কোটি পরানে ছড়ায়ে পড়েছে যদি,
জনসমুদ্র-কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠিছে বাজি।

হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ
মোরা যেন তারি করিতে পূর্ণ,
মৃত্যু-তীর্থ হতে এসো পুনঃ সমর-জীবন-মাঝি।।

R— 31-1-40

10

দোলন-চাঁপা বনে দোলে
দোল্‌-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥
যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি'
আরতির মৃদু-জ্যোতিঃ প্রদীপ-কলি
যেন দোলে দেউল-আঙিনাতে॥
বন-দেবীর ও কি রজত-বেণী ঝুমকো
চৈতী সমীরণে দোলে।
রাতের সভায় সাঁঝি-তারা
যেন তিমির-আঁচলে (দোলে)।
ও যেন স্মৃতি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ
ও কি রে চুরি-ভরা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রাবলীর মোহন হাতে॥

৫০

ইসলামী ধর্ম্মসংগীত

— · —

ধর্ম্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী আনিয়া মোরাই বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি-ধারা,
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি' —
আমরা সেই সে জাতি॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম,
সত্য যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তারি নাম।
আমীর ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব একসাথী —
আমরা সেই সে জাতি॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতের বোরকা উতারি' এনেছি আশার ভাতি —
আমরা সেই সে জাতি॥

For Miss Satyabala

১১০

গারা — দাদরা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরী।
চরণ-ছন্দে নাচে আনন্দে
বাহুর বঙ্কে গাগরী॥
হেরি তাহার অঙ্গভঙ্গ
উজান বহে নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু কী রঙ্গে
উড়ায় ওড়না ঘাগরী॥
বিজন পথ মুখর করি'
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা-পরী,
এল সহসা সাগর তরি'
দূর নিঝুম-কোণারী॥

Nilima Banerji

মধুমিতা (হাম্বীর) 19

নূতন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে।
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে॥

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল-আঁখি
উঠল ডাকি' বনের পাখী উঠল ডাকি'।
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি'
সোনাল্-আঁচল দোল্ দুলায়ে॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি দিয়ে-
আদর দোলে, সকাল ওঠে ঝিলমিলিয়ে।
পিয়াল-বনে উঠল বাজি' তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণ-চূড়ার অরুণ-রেণু।
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

২১

কীর্তন

নন্দকুমার বিনে সই নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি' গোকুলের অশ্রু-বারি॥
শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরণ লইয়া সই
হয়েছি চাতকী- ধূপে মরি সখি
বিরহ-দাহনে ভস্ম হই।
শীতল মেঘে অশনি থাকে,
কে জানিত সখি, সজল জলদ শীতল মেঘে অশনি থাকে।

ব্রজে বাজে নাকো বেণু আর চরে না ধেনু
আর পড়ে না গোধূলে শ্যাম-চরণ-রেণু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম,
ফিরি' মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারী কৃষ্ণেতর নাম
তারা শুনিবে না বলে, চল সখি যথা মোর শ্যাম॥

—

ইসলামী

১

নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোদা-নবীর উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকির দরবেশ জপি সেই নাম
ঘর ছেড়ে হ'ল বাউল॥

জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
হব তবু পুলসরাত পার,
আমার নবী হজরত আমার
ক'রে মোবারক কবুল॥

ভজন

নমো শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-রূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥
বিরাট বিভব তব মহাবিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদা-পদ্মধারী কভু গোলোক-বিহারী
কভু গোপাল ব্রজ-দুলাল কিশোর রাখাল॥
কভু মুরারি কংস-অরি কভু মুরলীধারী
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোক-চারী
কভু দুঃখ-ত্রাতা
কভু শিষ্ট-ত্রাতা
সৃষ্টি বিকাশে লীলা-বিলাসে
মগ্ন তুমি আপনারে অর্চনা কর॥

তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া । ॥

দৃষ্টিতে তব আরতি-দীপের দ্যুতি
তুমি নিবেদিতা সন্ধ্যা-পূজা আহুতি ॥
তুমি অবগুণ্ঠিতা
বন-লতা কুণ্ঠিতা

ভজন

নাচত নন্দ-দুলাল
শ্যামল সুন্দর মদন-মুরারি
নটবর কিশোর কানাইয়া গোপাল ॥

নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি',
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজে ঘুঙুর-তাল ॥

নাচে চরণ ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা,
আলোক আঁধার নাচে, নাচে গ্রহ তারা,
হয় প্রাণে বৃষ্টি নব নব সৃষ্টি-
গোকুল-চন্দ্র নাচে কুঙর রাখাল ॥

৫৭

ভজন

নাচত নন্দ দুলাল।
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নটবর কিশোর কানাইয়া গোপাল॥
নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি,
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙুর-তাল॥

নাচে ভুবন ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা
আলোক আঁধার নাচে নাচে গ্রহ তারা
হয় পায়ে ছিটিয়ে নব নব সৃষ্টি,
মীরার প্রভু নাচে সুন্দর রাখাল॥

—

ভজন

নারায়ণ! নারায়ণ!

যে-নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর,
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
সীমা যাঁহার পায়নি খুঁজি অসীম চরাচর,
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন
নারায়ণ! নারায়ণ!!

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
কভু বৈকুণ্ঠ হরি কভু রাম যুগে যুগে করেন নাশ,
কভু বামন ভীষণ কভু মদন-মোহন
নারায়ণ! নারায়ণ!

যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীচৈতন্য সেজে, কভু গোরা নদীয়ায়,
তাঁর মন যোগিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ
নারায়ণ! নারায়ণ!!

৪৮

ভজন

নারায়ণ। নারায়ণ॥

(যে) নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায়না খুঁজি অসীম চরাচর।
জীবনে
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন।
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুখন
নারায়ণ। নারায়ণ॥

ভৈরব

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষে আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
কৃষ্ণতিমির তিমির-হরন
আসিল কৃষ্ণ তিমির-বরন,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগন
জয় হে জ্যোতির্ম্ময়॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।
প্রলয়-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের মাঝে বংশী বাজায়,
নিখিলের হৃদি-বেদনা-সাগরে
নবীন সূর্য্যোদয়॥

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
কোটি নয়নে জল ঝরে ঝরে অবিরল
ধরণী ভাসি-মগন ॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনননন
প্রলয় বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ভয়ার্ত জনগণ
দাও দাও বরাভয় বিপদ-বারণ ॥
কত আর সহি ব্যথা অপমান-নিশিদিন
রাতের তপস্যা কি আনিবে না শুভদিন ?
দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব
অধর্ম নিধনে এস অবতার নব,
বাজাও আবার এসে অভয়-শঙ্খ তব
জাগৃহি ভারত জাগো নারায়ণ ॥

=

For Radharani
R. 5-2-40.

[illegible] — মধুমাধবী
— Classical

নিশি-রাতে রিম্‌ঝিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর ॥

দেয়া গরজে, বিজলি চমকে,
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে,
আঁখি ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে,
"কে এল কে এল" বলে ডাকিছে ময়ূর ॥

'বীর বহুটি' পল্লী কিশোরী মেয়ে যায় চলে
মেঘের পানে যায় চেয়ে,
কারে দেখি আমি তারে দেখি,
মেঘলা আকাশ, না ঐ মেঘলা মেয়ে।

ক্ষীণ নদী-জল মহা-সাগর পানে
বাহিরে ঝড় যেন আমায় টানে,
আমাও হয়ে যায় বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-তাম্বুর ॥

ভজন

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে।
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব,
পবনে শুনেছি বনে বনে॥
হে বিরহী, তব [illegible]-আভাস
পাণ্ডু করেছে আমার আকাশ,
মিলনে তোমার করিয়াছি ধ্যান
শুধায়ে ফিরিনি জনে জনে॥

সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছে আঁধার রাতে—
স্মৃতি-মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে।
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়,
অশ্রু-সলিলে ধুয়ে রাখি তায়,
দেবতা! তোমারে মৌন পূজায়
নীরবে ডেকেছি নিরজনে॥

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
কে গো তুমি কে।
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের বন্দীটিকে।
কে গো তুমি কে ॥

তোমার অকূল করুণ স্বরে
আজকে তারেই মনে পড়ে
এমনি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয়-মণিকে ॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি তারার পানে দূরে-
আরেকটিবার ডাকো ডাকো তেমনি করুণ সুরে।
একটি কথা শুনব বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে
দাও সাড়া দাও. জাগিয়ে তোলো
আঁধার পুরীকে ॥

—

পথিক-বন্ধু এস এস

মন হয়েছে উদাসী গো
তোমার আশা-পথে চেয়ে ॥

ভজন

পরমাত্মা নহ তুমি
(তুমি) পরমাত্মীয় মোর। x

হে বিপুল বিরাট! মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে হে ~~[illegible]~~ বিশ্বপাতা
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর।

দেখে ভীরু চোখ আঁধারের মেঘে বজ্র তব বিপুল
মোর মনে হয় সেই মেঘে দোলে তোমার নব মুকুল।
অকলঙ্ক নীল অসীম শূন্য পারে
চরণ রেখেছে হে মহান লীলা-ভরে
সেই অনন্ত জানিনা কেমন করে
আমার হৃদয়ে খেলে ঝিকিমিকি ভোর॥

১৩

for Binapani

গজল

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি
পিয়াব অমিয়া তোমারে প্রিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের আঁচল দিব পাতিয়া॥
~~[illegible]~~ মুকুরে তোমার
তুলিব আমার সজল ছবি,
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি'
মুক্তা-মানিক দিব গাঁথিয়া॥
ফিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়
দীঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখীর কূজন
আমরা দু'জন রব জাগিয়া॥
হাতিম তরুর শীতল ছায়ায়,
ঘুমাব মোরা প্রিয়া ঘুম যদি পায়,
~~[illegible]~~ তুলা~~[illegible]~~ পাখা
~~[illegible]~~

ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া॥

খাম্বাজ - দাদরা ৫১

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ কথা কও উঠল ডেকে।
শিস্ দিয়ে যায় উদাস হাওয়া
নেবুফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো আমার জোছনার সাথী।
ঘুমহারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একেলা শুনি
কান্না হাসির পান্না চুনী।
বিদায়-বেলার বাঁশী শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

22/7W

Bindapani

ঠুমরী – মধ্যকাওয়ালী

পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
বুকে তার প্রিয়ারে চাপিয়া
বোলে পাপিয়া ॥

বাতাবি নেবুর ফুলেল কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে
ফুলের মহলায় চাঁদনী শিহরায়
নদীকূলে ঢেউ ওঠে হাঁপিয়া ॥

এমনি নেবু ফুল এমনি মধু রাতে
সরাত বঁধু মোর বিনোদ-খোঁপাতে
বাতায়নে পাখী করিত ডাকাডাকি
মনে পড়ে সে উঠি কাঁপিয়া ॥

২৩
Angurbala (H.M.V.)

ভজন

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।
হে দেবতা, রাখ সেথা তোমার পদতল॥
নিবেদনের কুসুম সই
লই, হে নাথ, আমায় লই!
যে অন্তরে আমায় দহ
সেই অন্তরে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল॥

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদায়ে পলে পলে,
[illegible] মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।

যে চরণে কর আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত,
হে দেবতা লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

মাড়্‌

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বন্ধন আছে, মালায় কি সাধ॥
ফুল যদি নিভিনা ভবনে,
কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে,
হৃদয়ের দাসী মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন লাগে বিস্বাদ॥

খোলো উত্তরী, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আঁখি নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে লাগুক মোর তব নিশ্বাস
~~কেন্দে উঠে নূপুর সাধের চকোর~~
চমকায় ডালে বসি মোদের দেখে
~~কেঁদে দিক আমার কাঁদি~~।
ফুটুক যার আড়িপাতা চকোর বিষাদ॥

H. M. V.

ভজন

(ভৈরোঁ — ত্রিতালী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে॥
তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে॥
তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।
মন্ত্র-মুগ্ধ ভোর-সাঁঝ
নিত্য রাঙা লাজে হে॥

প্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে গান বাজে আমার করুণ বাঁশীর তান॥
সাথী-হারা করুণ পাখী
যে সুরে যায় বনে ডাকি'
কাঁদনের সেই বেদন মাখি'
ঝুরে আমার প্রাণ॥
দিন-শেষের ম্লান আলোতে জানায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি অবসাদ।
ঝরা পাতার মরমরে
বাদল-রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার সুরে
গোপন অভিমান॥

গান

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর॥
স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন্ ঘুমের দেশে,
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি' হৃদি-পুর॥
আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে ভুলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর॥
ঊষার সাজে সাজন করি'
দাঁড়ালে নভে রাঙের পরী,

প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিলালে নভে হে লীলা-চতুর ॥
কাঁদি মোরা আজ একূল ওকূল,
মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল,
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথার লুটায় ব্যথাতুর ॥

কলিকাতা
জুলাই ১৯৩৭

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন
মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন
তুমি এলে ঘরে॥

তোমার আমার সময় এল
যেদিন আশা ফুরিয়ে গেল
মন গিয়েছে মরে, যখন
পেলাম মনোহরে।

আঘাত দিয়ে দিয়ে যেদিন করলে পাষাণ মোরে
সেদিন নিয়ে বসালে হায় তোমার ঠাকুর-ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি'
বহু সে যুগ ছিলাম জাগি'
আজিকে লগ্ন-শেষে তুমি
এলে স্বয়ম্বরে॥

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো
ও মা ফিরিয়ে দে মোর হারানিধি।
তুই দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে
মা তোর একোন নিঠুর বিধি॥
বল্ মা তারে কেমন করে
কাঁদন-ভরা নিলি হরে

৪০ ভৈরবী - কার্ফা

ফিরে ফিরে কেন তারি স্মৃতি মোরে কাঁদায় নিতি
সে ফিরিবেনা আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় আমায় বারবার॥
তার-দেওয়া ফুলমালা যত দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্ন মালা কুড়ায়ে নিরালা
গাঁথি বসিয়া হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরি তার॥
হায় অবহেলে যারে দিয়াছি বিদায়
সদা তারেই খুঁজি, সে কোথায় সে কোথায়!
জ্বালি নয়ন-প্রদীপ তারি বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে
কাঁদি আকাশ বাতাস মোর
করে হাহাকার॥

ভীমপলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুটল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটাতে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায়॥
আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠল চাঁদ মধুর হেসে
কৃষ্ণা রাতের তৃষ্ণা মোর
মিটিল এই জোছনায়॥
আজ যে আঁখি অশ্রুহীন
কি দিয়ে ধোয়াই চরণ
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরণ।
ব্যর্থ বসন্তের পাখী
উড়িয়া গেছে ডাকি
আনন্দের দূত তুমি
ডাকিয়া এনেছ তায়॥

১৪

নাচ

ফুল চাই, চাই ফুল টগর চম্পা চামেলি।
ফিরি ফুল-ওয়ালী নিয়ে ফুল-ডালি
মল্লিকা মালতী যূঁই বেলি॥

যার প্রাণে বিরহ-জ্বালা,
সেই এ অশোক মঞ্জরী মালা,
এ হাস্নুহানা নেবে সে বালা
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি॥
মোর এই বকুল-মালা পরে সে আদর ভরে-
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।
আমার এই পলাশ জবা রঙ্গন ও কৃষ্ণচূড়ায়
বিনোদ-বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা।
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারানী
পরে গোধূলি-রাঙা চেলী॥

সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র — কার্ফা

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল্ হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া
টগর হেনা চামেলি মালতি বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া॥

মত্ত বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির-মতি
নাচে হরিণ চপল-গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া॥

ভৈরবী — কার্ফা

ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি এ কি ভুল।
হাসির বদল দুলছে সেথা
অশ্রুকণার দুল॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বাণ-বেঁধা বুলবুল॥
ভোর-গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন মুখ,
ঝড়ের রাতে এমনি কাঁপে
প্রদীপ-শিখার বুক।
ম্লান মাধবী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে।
কবি তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

Radhomani

ঠুংরী – দাদ্‌রা

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে আসি তত এ হিয়া
কি যেন অভাব বহে ॥
বারেবারে মোরা এত যে ভুবনে আসি,
দেখিয়া বিয়োগে দুই জনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
কেন চলিয়া গিয়াছি দোঁহে ॥
আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর
অভিশাপ বিধাতার,
শুধু চেয়ে থাকি কেঁদে কেঁদে আমি
চাঁদ আর পারাবার।
মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটী হায়
শতবার ফোটে শতবার ঝরে যায়,
আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়
মাঝে অপার যমুনা বহে ॥

১০২

মিশ্র পিলু – দাদরা

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশী কে বাজায়।
সে বাঁশরী শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
সেই বাঁশীর সুরে রয়না মন ঘরে
দূরে ভেসে যেতে চায়,
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥

৪৪৮

ঝুলন

বন-তমালের শ্যামল ডালে
দোলে ঝুলন-দোলায় যুগল রাধাশ্যাম ।
কিশোরী আধো কিশোর আধো
জাগে আনন্দ-সায়রে রাস ব্রজধাম ।।
তড়িৎ-লতা যেন জড়িত জলধরে
যুগল রূপ হেরি মুরছি মন হরে
দুলিছে সখীর হৃদয় [illegible]
বাজে যমুনা-তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম ।।
মন-মাধুরী মাখে ঘন দেয়ার তালে
দোলন লাগে কেতকী কদম-ডালে ।
আকাশে অনুরাগে
ইন্দ্রধনু জাগে
হেরে ত্রিলোক চির হায় রূপ অভিরাম ।

Miss Suniti Sarkar (Twin)

বন-দেবী জাগো —
সহকার-করে বাঁধো বল্লরী-কঙ্কণ।
আকাশে জাগাও
তব নব-কিশলয়-কেতন কম্পন॥
অশান্ত দক্ষিণ সমীরণ
বসন্ত আবাহন,
বনে বনে হোক ফুল-আলিম্পনা অর্চন॥
মধুপ-গুঞ্জনে —
ঝিল্লির গীত-মঞ্জীরে শোনো ঝঙ্কার
সাধো অনিন্দিত ছন্দ ধরণীতে অলকানন্দার।
ঝরা পল্লব মরমরে
মৃদু ঝর্ণার ঝরঝরে
মুখরিত হোক বন-ভবন-অঙ্গন।

খাম্বাজ - মিশ্র - কাওয়ালী

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
আসিল একি চঞ্চলতা (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল বারতা ॥
বিদায় নেওয়া পাখী সহসা এল ফিরে
জোয়ার উঠে দুলে মরা নদীর তীরে
মৃদু অলিকা বহে দখিন হাওয়া ধীরে
বলে ওঠে বঁধুর কথা (পরানে।)
বেল কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কে গো রে প্রিয়া এলোকেশ ধরে
হারানো সুর আজি কণ্ঠে উঠে ভরে
আড়ি ভুলে বঁধু কইল কথা (গোপনে
সন্ধ্যা আকাশে উষার রং লাগে
নূতন করে পুনঃ কিশোর মন জাগে
আসিল ফিরে যেন নব অনুরাগে
শূন্য দেউলে মোর দেবতা ॥

To Mrinal Kanti Ghose (H.M.V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

বল রে জবা বল্।
কোন্ সাধনায় পেলি
শ্যামা মায়ের চরণ-তল॥
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে
আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল॥

কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা।

তোর মত মা'র পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী ফুল,
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মা'র পায়ের ছোঁয়া লেগে উঠবে রেঙে
তোর মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত দল॥

XIV. (Harmonised) from Bombay.

১৯

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইবনা আর পথ হারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল ~~ছিল যাহা যদি~~ হারাইনু
তুমি এস প্রাণে প্রেমবারি
শ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার পা-দারে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
জগতের ~~এই প্রেম বিষ মিশা~~,
মিটিবেনা তাহে অন্তর-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা, চাহিনা ~~বন্ধু সুত দারা~~।
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ ভাঙনের ঘর
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশুপ্রায় খেলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্তি আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন আর সহেনা নয়নে ধারা।।

—

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াবন্দী হায় এ স্নেহ নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল হারাইনু যদি
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের ক্লান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁধো এ বন্দীরে।
অন্তরে এই প্রেম পিপাসায়
মিটিবে না তাহে অনন্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু নিতি প্রিয় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকিলেও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে.

২৬

তিলককামোদমিশ্র - দাদ্‌রা

বহে বনে সমীরণ ফুল-জাগানো।
এস গোপন সাথী মোর ঘুম-ভাঙানো॥
এস আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন-সাথি
এস পরানে পাতি' মায়ার ফাঁদ।
ধীরে আঁখি-নীরে এস হৃদয় সায়রে দোল-জাগানো॥

বনে মোর ফুলগুলি আছে সব পথ চেয়ে,
পরানে জাগিয়া ভিড় ভিড় ওঠে গেয়ে।
এস সকল সকল আলোছায়া পথ বেয়ে,
এস আমার হৃদয়-আকাশ রাঙানো॥

২৫২

Indu Sen (Twin)

ভজন

বাঁশরী কিশোর! ব্রজ-গোপী চিতচোর এস গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনে গোপী-সখা
ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥
ধেনু নাহি গোঠে যায়,
শুক সারি নাহি গায়,
শিরে কর হানি' হায়
গোপ-বালিকা কাঁদে যমুনা-তীরে॥
আঁধার আনন্দ-চাঁদ,
যাদু রাখি নাহি শ্যাম,
শুনিয়া তব চিত নাম
ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন-নীরে॥

৪১

কীর্ত্তন

বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকিঝিনি
ধীর ভবনে চলে রাধা বিনোদিনী।
তার চঞ্চল নয়নে ওঠে উথলিয়া
যেন দুটী ঝিনুক-ভরা সাগর-বারি।
ও ~~…~~ আঁখি না পাখী গো —
সে কার খোঁজে ~~…~~ উড়ে যেতে চায় থাকি থাকি

রাই ইতি উতি চায়
কভু মাধব-বনে কভু কদম-তলায়।
রাই শত ছলে ধীরে পথ চলে
কভু কাঁটা বেঁধে চরণে।
কেশ-ফাঁস খোঁপা জড়ায়, কবরী খুলে অকারণে।
গিয়ে যমুনার তীরে চাহে ফিরে ফিরে
আনমনে বসে গনে ঢেউ,
চকিতে কলস ভরি লয়ে তায়
নেই মনে হয় আসে কেউ।
হায় হায় কেউ আসে না,
"তোমার অভিমান রাধিকায়" বলি
কেউ এসে সম্ভাষে না।

P.T.O

Continued

রাই, চলিতে পারে না পায় পায়,
বিরস বদন, অবশ চরণ,
শুধু কদম পানে চায়।
বলে, কালা না-ই এল, যমুনাতে ছিপ
লইয়া ধরিবে কালো রূপ,
তবে ডুবিয়া সে জলে উঠিবি আবার
কাঁদিয়া ভাসায়ে নয়ন ॥

নাচ

বাদল মেঘের মাদল-তালে
ময়ূরি নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরী
বিজলি-জরীন ফিতা পায়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে
বনের বেনী কেয়াফুল দুলায়ে;
জল-তমাল-বনে কাজলি বুলায়ে
বর্ষারাণী নাচে এলোচুলে॥

তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী-
ভরা-যৌবন-ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বন-বালা
সবুজ সুবীর লহরি তুলে॥

৪

দাদরা

For Dhiren

বাসন্তী রং শাড়ী পরো
খয়ের রংএর টিপ।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন
জ্বালবে যখন দীপ।।
বন-যূথিকার গেঁথে মালা
দোলন-খোঁপায় পরবে বালা.
দুলিয়ে দিও কটিতটে
শিউরে-ওঠা নীপ।।
কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও দুলান-চাঁপার কুঁড়ি
বন-অতসীর কাঁকন পরো. কনক-চাঁপার চুড়ি।
আধ-খানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক, আকাশ পরে
তুমি বাকী আধ-খানা চাঁদ
বিয়ার মণি-দীপ।।

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াকাশী হায় এ স্নেহ নদী
ভুলাইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেলে হারাইব যদি –
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের প্রান্তে পথিক খুঁজেছে তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লহ বাঁচাতে এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা,
মিটবে না তাহে অনন্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ [illegible] ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা॥

বিকাল বেলার ভুঁই চাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
তোমায় দিব মালা-
তাই ভেবে ফিরি।।
ফুলদানীতে রাখি তোরে
কারে সাধি কণ্ঠ-হারে
কারে দেবো দেবতারে
কারে বুকে থুই।
সমান সৌভাগী ওরা
সমান সুকোমল
চাঁপা সাজায় আঁখির আলো
যুথী আঁখি-জল।
বর্ষামুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদে যুথী যুঁথীর সাথে
চাঁপায় চাই চৈত্র-রাতে
প্রিয় সাজায় দুই।।

For Miss Hanumati (H. M. V.)

নাট

বিদেশিনী! চিনি চিনি ঐ চরণের
~~ঐ চরণের~~ নূপুর-রিনিঝিনি॥
দ্বীপ জেগে ওঠে সাগর-জলে তোমারি চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙ-চিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো তোমার বেণীর বন্ধে,
মনে শুনেছি তোমার বলয়-চুড়ির রিনিঠিনি॥

সাগর-সলিল সুনীল হ'ল তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু-তরু-পর্ণে,
অস্ত-তপন রঙিন হ'ল তোমার হাসির স্বর্ণে,
~~[illegible]~~
শঙ্খ-ধবল বেলা-ভূমে যেন সাগর-নটিনী॥

বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা।
তারি লাগি ভিখারী মন ফেরে একা একা॥
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
থির হয়েছে অধীর পবন,
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু কেকা॥
কখন তুমি চাইবে প্রিয় সলাজ অনুরাগে
শিশির-তীরে অরুণ ঊষা তারি আশায় জাগে।
কেমন করে চাঁদের টানে
সিন্ধু-জলের জোয়ার জাগে,
দেখতে আসি, আসিলে কেন
দিতে তোমায় দেখা॥

৩৪

মার্চের সুর

বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল॥
আয় ওরে আয়, তাজে তাজে আয় আয়
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয়, প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল॥
ঝঞ্ঝার বাজে নব-মাদল
চল চল
ভোল্ ভোল্ জননীর স্নেহ-অঞ্চল॥
ডাকে বিধুর প্রিয় সুন্দর
ভোল্ তার, ডাকে রে তোরে দূর-সুর।
দল দলি আয় হে ভৈরবীয়
সাহারার জাগা প্রাণ সাগর-ভোলা পাগল

জয়জয়ন্তী মিশ্র – দাদ্‌রা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝরে
নাম-না-জানা বনের পাখী
তোমার গানের সুরে ॥
জানাতে হায় এলে কোথা
বনের হিয়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে, এলে মরুর বুকে উড়ে ॥
এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা-তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে, এলে সজল নয়ন-পাতে।
ওরে পাখী, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়
বন্ধনে যে বাঁধা আমি মলিন মাটির পুরে ॥

—

বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোলাপ-বনে।
ভুলে-যাওয়া ফুল-বাগ কি পড়ল আজি মনে॥
ঝরা গোলাপ-পাপড়ি তুলি
ঢেকেছে এত মরুর ধূলি,
আজো-ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে॥
দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে সিরাজ-সাকী আসি'
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে জলসা হ'ল বাসি।
ধুলায় লুটায় ফুলের ডালি,
চাঁদের চোখে পড়ল কালি।
শেষ গোলাপের নজরানা নিতে
বন্ধু, বিদায়-ক্ষণে॥

বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে।
হায় নিদ-হারা কার আঁখিতারা জাগে
আনমনা একা বাতায়নে ॥
ঝরিছে অঝোর নভে বাদল
হিয়া দুরু দুরু মন উতল
কাজলের বাঁধ নাহি মানে হায়
অশ্রুর নদী দুনয়নে ॥
মন চলে গেছে দূর সুদূর
একা প্রিয় যথা কোথা বিধুর
এ বাদল রাতি
কাটে বিনা সাথী
তারি কথা শুধু জাগে মনে।

বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী!
জাগো, জাগো, করে সুধা-ভাণ্ডখানি॥
রোদন-সায়রে ফুটি পুষ্প-তনু
এস অশ্রুর বরষায় ইন্দ্র-ধনু,
হের দুলে অনুরাগে জীবন-দেবতা জাগে
বরিবে বরিয়া তব পদ্ম-পাণি॥

তব দুখ-রজনীর তপস্যা শেষ, এল শুভদিন,
অতনু তমসা-পারে প্রভাতের প্রায়, জাগো অমলিন।

সুর-লোক-নন্দী গো তুমি অমরার
এস এস ধরার হয়ে ধারার আধার,
অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥

বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান।
বসন্ত হয় অবসান॥
নওরোজ কাঁদে করুণ মুলতানে।
বসন্ত হয় অবসান॥
নীরব আনমনা পিকে
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখে
ধূলি-ধূসর হল দিক
আসে বৈশাখ-অভিযান।
বসন্ত হয় অবসান॥
চম্পা-মালা বিমলিন লুটায়
ফুল-ঝরা বন-বীথিকায়।
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু
যৌবন-দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ-ব্যথায়
ক্ষণিকের মিলন হেথায়
ফিরে যদি আসে যাহে যায়
নিমেষের মধু কে পান।
বসন্ত হয় অবসান॥

৮৪

পাহাড়ী – দাদ্রা

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না।
দলিত এ হৃদি মম দলে যেয়ো না॥
লয়ে শত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসি,
বঁধু দিলে যদি ভালোবাসা, ফিরে নিয়ো না॥
স্রোতের ফুলের প্রায়
ভাসিতাম অসহায়,
তুলে নিয়ে বুকে ওগো ফেলে দিলে পুনরায়
নিরদয় এ কি খেলা –
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
খেলার লাগিয়া ভালো বাসিও না॥

[illegible]

ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা
দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী।
তোমাদের রাজা, আমাদের সেই
কানাই গোঠ-বিহারী॥
রাজার দণ্ড কেমন মানায়, শোভিত যে হাতে বাঁশি
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় - শিরে শিখিপাখা [illegible]

শ্যামলী ধেনুর দুধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া,
পাঠায়েছে দধি মাখন ননী, যশোদা নিশীথ জাগিয়া
বনমালি লাগি নব নীপমালা আনিয়াছি মোরা গাঁথিয়া
নয়ন-যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রু-বারি॥

ব্রজের দুলাল রাখাল বসেছে রাজার আসন পরে
সারা গোকুলের আনন্দ তাই এনেছি তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী-চন্দন রাই তাই অনুরাগ-ভরে
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরী বন-চারী॥

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলেছি একলি হায় সারাটি।
হাতে মোর দান পড়েনি

৩৩

আগমনী

ভারত-লক্ষ্মী মা, আয় ফিরে এ ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ-ফেলে অরুণ আশার
সোনার রথে।।
অশ্রু-গঙ্গার জলে তুই মা তোর চরণ নিতি,
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন-গীতি।
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয়-বিছানো পথে।।
বিজয়া তোর হল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা
স্থান দে স্বাধীন জগতে।।

Nitai Ghatak

শ্যামা-সঙ্গীত 23

— · —

ভিখারিণী করে পাঠাইলি মোরে,
কি দিয়ে পূজিব বল্।
হাতে আছে শুধু শূন্য প্রণাম, চোখে আছে শুধু জল ॥
পূজা-উপচার নাই, চন্দন নাই,
মা গো, হাতে কী দিতে ভয় পাই-
তুমি-দেছ-সাধ দুটী আঁখিপুটে
অশ্রু-বিন্দু-জল ॥
তোর ধনী ছেলেমেয়ে আসে বড় জোর-
পূজা করে কত রূপে
মা গো ভিখারী মেয়ে তোর, তাই দাঁড়াইনি এসে
তোর দোরে চুপে চুপে।
কিছু নাই মা গো হাতে দিতে তোরে
তোর নাম স্মরি সকল মোর,
যদি চাস্ তুই, এ জীবন আনে দিব-
নাহি মোর সে সম্বল ॥

৭১

হোরী

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং।
রঙিন ~~[illegible]~~ সাজিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা কাপড় হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে,
নাচিছে পরাণে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥
কামোদে নাচে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণে।
উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি খেলিছে অনঙ্গ
পরাণে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ্গ॥

—

১৪ Twin

ভুল করিলে বনমালি এসে বনে ফুল ফোটাতে

পারলে না হায় ফুল ফোটাতে

বুলবুলি ন ফুলও ফোটাতে

আঘাত দিলে দিলে বেদন,

রাঙাতে হায় পারলে না মন,

প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই, পড়ল ঝরে নিরাশাতে।

আমায় তুমি দেখলে নাকো দেখলে আমার রূপের মেলা

হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, সব দিয়ে মোর করলে হেলা।

শয়ন-সাথী হ'লে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে।

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা

জাতি যূথি পিয়ে সুরা হ'লে তুমি মাতোয়ালা।

নিশ্বাস ফেলে নিভাইলে যে দীপ আলো দিত রাতে॥

শ্যামা সঙ্গীত

ভুল করেছি ও মা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ
এলাম মনের পশু নিয়ে॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস্
কাম-ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ,
তোর পায়ে দিলাম লোভের বরা
মোহ-রিপুর দীপ জ্বালিয়া॥

দিলাম হৃদয় কমণ্ডলুর
মদ-সলিল তোর চরণে
মাৎসর্য্যের পূর্ণাহুতি দিলাম আগে পূর্ণ মনে।
ষড়রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারেবারে,
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো
ভক্তরে তোর দে শিখিয়ে॥

৫০

জংলা — দাদ্‌রা

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাক,
মন্দির বেদী হতে হিয়ার হুতাশ দেখনাকো,
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিওনা ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী, যেনো দেনো ব্যথা দিও,
সহিবেনা অপমান আমার ভালোবাসার, প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে, তোমার মন্দির যথা॥

৪১

গজল

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা নহ অর্ঘ্য নহ কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণে হইয়া রও,
মন্দির-বেদী হ'তে ধরার ধূলায় নেমোনাকো,
তুমিও মাটীর মানুষ বুঝায়ে দিওনা ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী যেন না হেনো ব্যথা দিও
সহিবেনা অপমান আমার ভালোবাসার প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে তোমার মন্দির মাঝে॥
হেথায় মিলন-মালা ম্লান হয়ে যায় মলিন ধূলায়,
সুন্দর ভালোবাসা শুকায়ে যায় হেলাফেলায়,
মাঝে থাক বিরহ নদী এই চির-নীরবতা।

৮০

ইসলামী সঙ্গীত

ভেসে যায় পরাণ আমার মদিনা পানে।
আসিলেন রসুলে-খোদা প্রথম যেখানে॥
উঠিল যেখানে বাণী
প্রথম তকবীর-ধ্বনি,
কাঁপিল নিখিল ভুবন যাহার স্বননে॥
যেথা হেরার গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম,
ঝরে অঝোর ধারায় যেথা খোদার রহম,
নাজেল দীনের বাণী যেথায় কোরানে॥

যত আম্বিয়া আউলিয়া দরবেশ পীর
যেথা যুগে যুগে আসি করিল ভিড়,
সেই দীপিত নূরের মিনার শিরে,
নিশিদিন শুনি তাঁর ডাক আমার পরাণে॥

(H.M.V.)

ভজন

মদন মনোহর শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর
যশোদা-দুলাল।
নেচে নেচে চলে, মঞ্জু চরণ-তলে বাজে সুমধুর
মণি-মঞ্জীর তাল॥
সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
মল্লিকা ফুটিছে সরাগে
ধরণীতে উৎসব লাগে,
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল জাগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥
কোটি গ্রহ-তারা ভানু আলোক-ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজ-হংসী,
তিমির-কেকা নাচে শুনি তারি বংশী
পায়ে হয় ধূলি অখণ্ড সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥

মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি।
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে ধরি ॥
ফকীর যোগী হয়ে বনে
ফিরিনা তার অন্বেষণে,
মনের দুয়ার খুলে দেখি
রূপের জোয়ার মরি মরি ॥
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তাঁরে আমি খুঁজি কোথায়,
সাগরেরে খুঁজে বেড়াই
সাগর-বুকে ভাসিয়ে তরী ॥
মন্দিরের ঐ বদ্ধ ঘোরে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে
আপনি মেলে প্রেমের হরি ॥

(H.M.V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হ'ল মা'র রূপের ডালি।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়,
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি'॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়
বরণ ক'রে ভৈরবেরে,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালী॥

শ্যামা সঙ্গীত

মা কালি সেজে ফির্‌লি ঘরে

কোটি ছেলের কাজল মেখে।

ভৈরব

মা গো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে।

সে এবার এলে শক্ত করে বাঁধিস উদূখলে

(সেই ধনচোরাকে) বাঁধিস উদূখলে॥

মা জানত কে, সে এমনি ভাবে

সে ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে,

মা! ভুলবি না আর সেই মায়াবীর

কাজল-চোখের জলে॥

প্রেম প্রীতি-ডোর বাহির বাঁধন

করুণ চোখের জল

আবার মা গো বাঁধিস তারে

(আজ) যার যাহা সম্বল।

তারে নীল যমুনা, বন উপবন-,

সবাই মিলে ঘিরবে যখন

দেখব কেমন করে তখন

পালায় সে চোর ছলে॥

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্ ওলো
কুল আর তুই খাস্‌নে।
গোকুলে ঘোষেদের ক্ষ্যাপা যে তুই, কুলগাছ পানে চাস্‌নে
(ওরে) কুলগাছ পানে চাস্‌নে॥

রাধিকার কৃষ্ণভজন

(শ্রী কুমারী শ্রীমতী রাধিকা ঘোষের প্রতি শ্রীরাধা দিদিমা)

কীর্ত্তন

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্,
বলি কৃষ্ণ আর তুই খাস্ নে।
গোকুল ঘোষের কন্যা নে তুই
কৃষ্ণগাছ পানে চাস্ নে।
ওরের কৃষ্ণগাছ পানে চাস্ নে॥

ও কৃষ্ণগাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
সে তুই গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি যার তোর কুল চুরি করে।
তুই ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস্ ঘুরে ঘরে।

ঐ কৃষ্ণগাছ খাবারে ভীমরুল চাক,
তোর মুখ খাওয়া বের হবে, ফুলে হবি ঢাক
যবে ফুলে হবি ঢাক।

বলি, পড়্বি, না তুই চোখ থেকে যাস্
রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলের কাঁটায় ঢুকিস্ ছিঁড়িস্
বেণী আসিস্ খুলে।

Continued

খাস তুই খোঁপা ফুল
খাস নারকুলে কুল,
যত কুল খেয়ে রাত পোহায় তাকে ফুলকুল।
ধরে কুলোতে নারি,
কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি !
ছিলি কুলপুঁটীতে কুলের আচার
তাও খেয়েছিস কুল-খোওয়ারী।

তুই কুলগাছ ধরে কোলাকুলি করে
ভালোবাসাবাসি লেখে !
কুলভাঙানী হবি কি নাগিনী
কুলগাছে ভালোবেসে ॥

282 Mr. Mrs. Mrinal Ghosh

স্বদেশী

মানবতা-হীন ভারত-শ্মশানে
দাও মানবতা, হে পরমেশ!
কি হবে লইয়া মানবতা-হীন
ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ॥

কলের পুতুল এরা প্রাণহীন
আপনার প্রতি বিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চেনে না, কেমনে
চিনিবে নিজের দেশ॥

ভারত-শ্মশানে ঘোরে প্রেত-দল,
নর নাই শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে
জাগাও হে প্রভু প্রাণের রেশ॥

ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেমলেশ
কেবলি কলহ কেবলি বিদ্বেষ,
হে দেশ-বিধাতা! দূর করে এই
লাঞ্ছনা গ্লানি এ দীন বেশ॥

খাম্বাজ — দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা।
ঝরা পাতায় বাজে
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা॥
আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আসর সবুজ পাতায়
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী —
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা॥

মদির সমীরণে
তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি
পরল কানন কুসুমী-রঙা চেলি
তাই বসুন্ধরায় জাগে অরুণ আশা,
ঐ ঐ ঐ যে আলোকের পিপাসা॥

৮৬
For Kumari Parul Sen (H.M.V.)

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়।
অঞ্চলে নিয়ে বসে আছি তাই
কুসুমের সঞ্চয়॥
ফুলহার যদি কর অবহেলা
তাই ভেবে মোর বয়ে যায় বেলা,
হৃদয় থাকুক লুকানো আমার
হৃদয়ের পরিচয়॥

বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন
মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই,
[illegible] সাহানাই!

কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই
যদি চেনো জেনে, ভয় মানি তাই,
[illegible], সহিতে নারিব
হৃদয়ের পরাজয়॥

Maya Mukherjee (H.M.V.)

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।
ভুবনে হীনা বনদেবী
কার হবি তুই দুল?
হায় কার কবরীতে?
সন্ধ্যারানী দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে ছড়িয়ে এলোচুল?

মাটীর ঝরার ফুল-দানীতে
হবে কি তোর ঠাঁই?
আদর কে আর করবে তোরে
বসন্ত আর নাই।
গোলক-চাঁপা খুঁজিস কারে
কোন্ গোলোকের দেবতারে?
সেই দেবতা নাই রে হেথা
শূন্য আজি গোকুল।

মান্দ্‌ মিশ্র - কাফি

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে ॥
জলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
হাসি করে ও বক্ষ জুড়ে যাব দুলকে ॥
গলায় তোমার হার হব গো, নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দাগ হব ঐ হিয়ার ঝলকে।
তাম্বুল-রাগ হব তোমার টুকটুকে অধরে,
ঢুলবে স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে।
জ্যোতি হব তোমার রূপের বিজলি-ঝলকে ॥

মুখের কথায় না-ই জানালে
জানিও গানের ভাষায়।
এসেছিলে মোর কাছে, হে পথিক,
কিসের আশায়॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে আড়াল অন্ধকারে,
আপনি তুমি করলে হেলা
আপন ভালোবাসায়॥
সবি ছিল, যে হাত দিয়ে মো
পরিয়ে দেবে হার,
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায়
করলে নমস্কার।
নিশুত রাতে বলো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে,
কেন এমন গোপন কর
বুক-ভরা পিপাসায়॥

ভজন — সাদ্রা

মুরলি ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা তটে আসিল ছুটে
কুল মান যৌবন দিল চরণে ডারি ॥

পবন গতি-হীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরী শুনি বিসরে গীতি
ময়ূর ময়ূরী শুক সারি ॥

চকিত হয়ে বেনুবনে হরিণ নাহি ফেরালে,
গনিয়া পায়ে মেঘ সুর শুনি হরষে।
বেদুইন সাহারিনী
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরী শুনি পাসরি গেল
নিতে গাগরীতে বারি ॥

কোরাস

Chitta + Amaresh + Shefali Basu 25

মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
আয় রে, নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা॥
আয় আশাহীন ভগ্ন-হৃত
শক্তি-বিহীন মুমুক্ষু,
আয় রে সবাই আয়!
আয় এই অমৃতে উঠবি বেঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা॥
ওরে এই শক্তির গঙ্গা-স্রোতে
মৃতের সাথে এই সে দেশে
পূত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল
এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে
মহা-ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য-স্রোতেই ভেসেছিল
ভেদ বিভেদের নষ্ট বেড়া॥

১২

For Miss Anima (H.M.V.)

মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন
কে বিরহী রহি' রহি' দ্বারে আঘাত হানো।
শাওন ঘন ঘোর ঝরিছে ঝরি' অঝোর,
কাঁপিছে কুটীর মোর দীপ-নেভানো॥

বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সঙ্গীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো।
ওগো মন-ভোলানো॥

এক হাতে, সুন্দরি, কুসুম ফোটাও,
আর-হাতে নিঠুর, মুকুল ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্ত বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে হায়,
বিজড়িত তব স্মৃতি প্রাণ-কাঁদানো॥

মেঘলা-মতীর ধারা-জলে কর স্নান। (হে কিশোরী)
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
(হে কিশোরী)॥
তব বৈশাখী-রুদ্র শেষে
শ্যাম-সুন্দর বেশে
দেবতা এল হেসে
সহ আশীষ-বারি দান॥ (হে কিশোরী)
তব যৌবন-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে, পুলকিত সুধায়।
তীর্থ-সলিলে
[illegible] ক্লান্তি।
দূর কর গো [illegible]
শ্যাম দরশ পরশ-ব্যাকুলা
হয়েছে সই প্রাণ॥ (হে কিশোরী)॥

www.pathagar.com

ইস্লামী [illegible]

মেষ-চারণে যায় নবি কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশমী রুমাল বেঁধে তার চারু চাঁচর কেশে।
তাঁর রাঙা পদতলে
পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ লাবনীর ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে॥
তাঁর মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু তৃণ ভুলি'
বিশ্বের শাহেনশাহ্ আজ মাঠে গোঠের দুলি।
তাঁর চরণ-নূপুরে
ঐ চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশে মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পাথরে পাথরে
মোম হয়ে যায় গলে।
অসীম আকাশ পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারকী মজ্দুর মজ্জুর পায় নজরানা দেয় হেসে।

—

১২৮

কীর্তন

মোর নন্দ-কুমার বিনে সই
নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি গোকুলের অশ্রুবারি।
(সখি গো)
শীতল জানিয়া মেঘ-বরণ শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিতা চাতকী ভাবে মরি সখি বিরহ-দাহনে জ্বলি গো
শীতল মেঘে অশনি থাকে
কে জানিত সখি সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে।
(সখি গো)
ব্রজে বাজেনাকো বেণু আর চরেনা ধেনু;
আর পড়েনা গোকুলে শ্যাম চরণ রেণু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
ফিরে মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি, কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম।

—

৩০
Tune Sen
Harimati

কীর্তন

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি,
তুমি ব্রজের বনেরে রাইকিশোরীরে
ভুলাইলে যে রূপ ধরি'॥
হরি বাজায়ে বাঁশরী সেই সাথে
যে বাঁশী শুনিয়া ধেনু ছোটে যেত
উজান বহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত, এস হে সেই
নূপুরে পরি'॥
নন্দ-যশোদা-কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিত ক্ষীর ননী খেয়ে
এস সেইরূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে, এস সে বেশ পরি'॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি এস সেইরূপে
এ বিশ্বধাম,
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি'॥

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা
তখন তুমি এলে।
ভাটির স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
ঘাটের অতিথি এলে॥
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল
দীপ নেভাতে এলে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলে॥
তখন তুমি এলে।

৪॥ 7/iv
Sri. Kamala Debi
H.M.V.

কীর্তন

যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে মোরে সেই পথ-ধূলিরে॥
এ ত ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন-মাখা এ যে হরি-চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হবো পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া,
হব যোগিনী এই ধূলি-তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মোর পরম প্রসাদ।
শুনিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তবে সে সুখে সাধিব না বাদ।
আমার দীর্ঘশ্বাসে উৎসব-বাতি তার যদি নিভে যায়,
তাই তো ললিতা (আমি) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা লো তার মথুরায়।
সখি মথুরায় যাবনা.
মন হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মানিক [struck out] তবু ফিরে লোকে পায়

Ohm & Pinepani

ডুয়েট

পু॥ যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনী।
কাহার আশে — কাহার অনুরাগিনী॥
স্ত্রী॥ আমি কনক-চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু ঊষার রঙের গাঙে নেয়ে,
আমি মল্লিকা সে পল্লীবাসিনী॥

পু॥ চিনি চিনি ঐ চুড়ি কাঁকনের রিনিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
স্ত্রী॥ তোমার রঙে, কবি আঁক আমার ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিনী॥

পু॥ এস ঝরনার দুলালী আমার দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
স্ত্রী॥ আলো আলোক-চরী আমি যাইব ভেসে।
উভয়ে॥ চল যাই ঝরনার ঝিলির কূলে
যথা বয় অনন্ত প্রেম-মন্দাকিনী॥

১৪

পাহাড়ী — কার্ফা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটী খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো, একটু চোখের ভুল॥

অধর-কোণের শরৎ হাসির ঝিলিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
চমকে দিয়ো আঁধারকে মোর দুলিয়ে হীরের দুল॥

একটী কথা কয়ে যেয়ো, একটী নমস্কার,
ঐ কথাটী গানের সুরে গাইব বারবার।
হাত ধরে মোর বন্ধু বলো, একটু মনের ভুল॥

A. Karim R

ইসলামী

যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয়
আল্লার ঘর কাবা শরীফ তাহার এ হৃদয়॥

আল্লার নাম জিকির করে যে জন নিরালায়
নাই গেল সে হজে, রে ভাই মক্কা মদিনায়
ঘরে বসেই হয় সে হাজী, আউলিয়া সে হয়॥

আপনাকে যে দিয়েছে ভাই খোদার নামে সঁপে,
কাজের মাঝেও মনে মনে আল্লা আল্লা জপে
তাহার মতন সুখী রে ভাই ফেরেশতাও নয়॥

(সে) যথায় বসে জিকির করে, সেই হয় মসজিদ,
(সে) যেখানে যায় সেইখানে ভাই আসে খুশির ঈদ,
বেহেশতের সে আশ রাখে না,
(তার) নাই দোজখের ভয়॥

ভজন (হিন্দী)

য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরুঁ শ্যাম
তুম বিনা রহে না যায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীত রে তোড়ন না যায়॥

কৈসে তরসাত মন্দিরবাসী
আয়ে মিলো কিরপা করো স্বামী
নিঁদ নাহি রৈনা, দিন নাহি চৈনা
বিরহ চি আগ জ্বালায়॥

রাগেশ্রী মিশ্র — আদ্ধা কাওয়ালী

রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে চাই যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে॥
দিয়েছি যাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে
সেই আঁখি-নীর আজি মোর নয়নে ঝরে॥
হেনেছি যে অবহেলা যাহারে কাঁদি প্রিয়া,
তারি ব্যথা আজীবন মম রহিল বুকে চাপিয়া॥
সেই বসন্ত যবে আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে॥

Radha Rani

নারায়ণী — মিশ্র কাওয়ালী

রহি' রহি' কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে॥
উদাসী মেঘের দুপুরে
মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে,
বনপথে সে ভিখারীর বেশে
করুণা মাগিয়াছিল সকরুণ নয়নে॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর মনে ছিল বাধা,
পিয়াসী চাতক-জল জল চাহিল গো
চিনিতে পারিনি হায় আনন্দ নেহারি'।
তার সন্ধ্যার ফুল পথে দলিতে
হয়েছি, সেই ব্যথা নারি ভুলিতে,
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥

১৮

মান্দকৌষ মিশ্র – দাদ্‌রা

রাত্রিশেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা॥
ফোটার আগেই ঝরে যে ফুল
সাথী আমার সেই সে মুকুল
ছায়া-পথে জাগে আমার
বিদায়-পথ-রেখা॥

অনেক ছিল আশা আমার, অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হ'ল না পেয়ে কার আঁখির পরসাদ।

দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে
এসো না আর খুঁজতে মোরে
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা॥

৩০৪ Miss Harimati (H.M.V.) "রাস" ( )

রাস-মঞ্চে দোল্ দোল্ লাগে রে, লাগে রে
জাগে ধরণী নৃত্যের দোল্।
আজি রাস-নৃত্য নিরখি চিত্ত জাগে রে
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে
আলো নিথর হেমন্ত-হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥
শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরী।
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী
যারে ইচ্ছা লবে হৃদয়ের কোল

তরু-তমাল-কুঞ্জ দুলায়
নন্দ-দুলাল নাচে রে।
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
ধূলির পরশ যাচে রে।
মানস-সরসী অধীরে তরঙ্গ
প্রেমের যমুনা হ'ল রে উতরোল॥

২ ১৮৮

দুর্গা – তেওরা

রিমিঝিমি রিমিঝিমি
ঝরিঝরিয়া বরষে। (শাওন ঘোরে)।
নাচে শিখী শ্যাম-ঘন দরশে॥

বিজলি চমকে ঘনঘন
শনশন পূব-হাওয়া বহিছে হরষে॥

এস বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনাবে প্রাণে।

চাহে চকিত এ হিয়া নীল নভ
তব মধুর সজল পরশে॥

১৪
গান "Dacca"

রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা॥
বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা?
সবাই ঘেরি' জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা॥
মনের তিমির গলায়, [illegible] হেরি'
তোমার [illegible] সীমার জ্যোতি।
নীল গগনের ধ্রুবতারা গো
ভোরের জ্যোতির্ম্মতী।

তোমার রূপের মানিক মাঝে
চাঁদের আলো রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
তোমারি নাম লিখা॥

৭৮

মার্চের সুর

শঙ্কা-শূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ।
পূণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ পথের যাত্রী কই॥
সংশয় আলো নাশি ও ভয়
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়,
জীবন মোরা হবই হব জয়ী॥
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, আন নব পথের দিশা—
কেহ নাই দেশে মানুষ তোরা বই॥
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন চল ওরে বীর চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে ধ্বংস-দোল জাগাও মরুতে রে বেদুইন।
নিশি নাই ওরে সময় ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী॥

শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী! গেলে চলে, শুনলেনাকো তারে॥
আমার বুকের যে কথা হায়
শুনতে এলে অনেক বেলায়,
ফুটেছে সেই কথার মুকুল
বিজন মল্লিকাতে॥
যে কথা হায় বলতে এলে, গেলেনাকো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।
সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি
তোমার আশায় জাগি রাতি,
তোমার চলে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই
আকুল নয়ন-নীরে॥

সিন্ধু ভৈরবী - কার্ফা

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥
বকুল বনের মুকুল আঁখি
আকুল হ'ল ডাকি ডাকি
আমারও প্রাণ থাকি থাকি
তেমনি কেঁদে ওঠে ঐ॥
কবরী-ফুল কবরীতে পরে প্রেম-গরবিনী
ঘুমায় বঁধুর বাহুপাশে. ঝিমায় নেশায়
নিশিথিনী
ডাকে আমায় দূরের বাঁশী
কেমনে আর ঘরে রই॥

শূন্য বাতায়নে একা জাগি
সুদূর অতিথি তোমারি লাগি ॥
মম জাগার সাথী
একা বিস্মৃতি রাতি
জ্বলে শিয়রে বাতি
(মম) একার ভাগী ॥

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি

তব দরশ মাগি ॥

৪৪

কীর্তন

সখি কই গোপী-বল্লভ শ্যামল পল্লব-কান্তি।
সখি আমার হরি বিনে হরি-চন্দনে নাহি শান্তি॥
ঐ দেখ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম (শিয়ালি তমাল), প্রিয় মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুর শাখা, ও যে মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
দুলিছে শ্যামল তরু কি জানো দুলে গো মদন রায়,
ও যে বনমালা গলে বনমালী মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া
ঐ যে শ্যামের মোহন চূড়া,
ও নহে বনের ময়ূর নাচে ও, ঐ যে শ্যামের মোহন চূড়া।
তোরা দেখে যা তোরা দেখে যা,
অভিমানে শ্যাম আসিছে কাছে
ডেকে যা তারে ডেকে যা।
তারি বিগলিত নীল শাড়ী কি ঐ
যমুনার কালো জলে,
ঝিকিমিকি আঁখি-ইঙ্গিতে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ-দল।
তোরা ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে
আর দিসনে বাধা,
ঐ গহন কালোতে সাহস করিয়া
ছুটিছে আলোক-রাধা॥

Angurbala (H. M. V.)

ভৈরব

সজল কাজল শ্যামল এস
তমাল কানন ঘেরি
কদম তমাল কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি॥
ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘ-মায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেদুর ছায়া,
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী-
ব্যাকুল বিরহেরই॥
দাও পদ-রজঃ হে ব্রজ-বিহারী মনের ব্রজ-ধামে (হরি)
রুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ হেরি।
— কদম তমাল কানন ঘেরি॥

Kumari Parul Sen

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ঘিরে।
তুমি এস ফিরে॥
উঠছে কাঁদন ভাঙন-ধরা নদীর তীরে তীরে
তুমি এস ফিরে॥
বন্ধু এ বিরহের
অশ্রু ঝরে গগন ঘেরি'
লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি
অশান্ত সমীরে — তুমি এস ফিরে॥
আকাশ কাঁদে আমি কাঁদি
বাতাস কেঁদে সারা
তুমি কোথায় কোথায় তুমি
অশ্রু-পথ-হারা!
দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে
চেয়ে আছি অনিমেষে
আঁচল ঢেকে রাখব কি
সন্ধ্যা প্রদীপ তারা।
তুমি এস ফিরে

সন্ধ্যা হ'ল ওগো রাখাল! এবার ডাকো মোরে।
বেণুর রবে ধেনুসনে ডাকো যেমন তোরে॥
সংসারেরই গহন বনে
ঘুরে ফিরি শূন্য মনে,
ডাকো তেমন বাঁশীর স্বনে
আমার আপন ঘরে॥
ভেঙেছে মোর প্রাণের মেলা, ভাঙল মায়ার খেলা,
(মোরে) ডাকে এবার তোমার আশে।

খাম্বাজ – দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের খেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল্-হাওয়া
সেই নাচনে উঠল্ মেতে॥
টইটুমুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক জ্বলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে॥
নটকান রং শাড়ী পরে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা।
আনমনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

গান -

সাগরে যে জোয়ার জাগে জানেনা তা চাঁদ।
চাহি' চাঁদে কোন লোকে আছে ফুলের ফাঁদ ॥
দখিন-হাওয়া গোপন পায়ে
যায় কাননে ফুল ফুটায়ে
কুসুম ভাবে — এল কবে এ কোন্ পরমাদ ॥

কুঁড়ির বুকে শিশির ঝরি' সুন্দর গেল চুমি'
নবীন দলের বার্তা আনে ঝড় নিমেষের ঘুম।
~~আমি এলাম তেমনি করে~~
~~আমি এলাম তেমনি বেগে~~
আমি এলাম তেমনি করে
ঝড়ের বেগে তোমার ঘরে
শান্ত বনে ফুল-ফুটানো ফেলে চরণ-চাঁদ ॥

ধ্রু॥ সাজে অভিনব-সাজে রাই শ্যাম-পাগলিনী॥
দো॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে সহচরিনী॥
ধ্রু { আনমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেনী খুলে,
দো॥ শিখি-মোর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে,
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে,
গান্ধারী বিসরি' বাজায় সে বাঁশরী॥
পায়েলা-পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

পরিহরি' নীল শাড়ি এল পীত-ধড়া পরি'
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে, হরি হরি॥
(উদিলে রূপের ছটা কোটি রবি শশী জিনি॥)

আয় [illegible] যা রে দেখে,
[illegible] আয় [illegible] যা রে দেখে,
কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস,
এবার গোরাচাঁদে যা লো দেখে॥

[illegible]

Dhira + Binapani

৭৯

দ্বৈত

উভয়॥ সুদূর সিন্ধুর ছন্দ-উতল
আমরা দখিনা গীতি চঞ্চল॥
পু॥ সুন্দর বনছায়া স্ত্রী॥ কল্লোল উচ্ছল॥
পু॥ ঊর্দ্ধে আমি ঝড় করি গর্জন
স্ত্রী—মম বক্ষে এ মর্মর তোলে রণন।
উভয়ে স্ত্রী॥ মোরা আনন্দ-চিতে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল॥
পু॥ তুমি গগন-তলে উঠি মেঘের ছলে
জল-বিন্দু-মায়া বরষ পায়ের তলে
স্ত্রী॥ তুমি বাদল হাওয়ায় কর বাদর মন্থন
মোরে কান্না পাওয়াও।
উভয়॥ তুমি গৈরিক ঝড় সাগর-নীলাম্বরী
জড়াইয়া অপরূপ করে ঝলমল॥

৭২
Manada

ঠুংরী

সুনয়না, চোখে কথা কয়ে যায় ॥
কানের কানী দুটী দুলে শুনি
নয়ন-ফাঁদে প্রাণ লুকিয়ে চায় ॥

দেহ-দেউলে দুটী দীপ জ্বলে
মোর সারা অন্তর চায় ॥

বেহাগ

'Chitta + Amaresh + Shefali Bir

সুরধুনী-ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে।
মাগো, তোর ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময় নতুন আলো,
সকল জীব হোক শুদ্ধ শিব, মা
সেই সুধাতে সিনান করে।
তোর শক্তি-আনন্দ পেয়ে মানুষ হবে অমর-দেব
দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথা-হত
শ্বেত-শতদলের মত
মা, তোর পূজাবেদি হয়ে উঠবে ফুটে
সেই সাগরে।

For Dilip (চৈতী ঠুংরী) (রাগ - ভৈরবী)

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে॥
মনে পড়ে যায় সহসা কখন,
জল-ভরা সেই দুটী ডাগর নয়ন,
মিঠে-ভরা চুল সেই চাঁপা ফুল দেখে
হাওয়া নাচে॥
হারানো সে দিন পাবো না তো আর ফিরে,
দেখিতে পাবো না আর সেই কিশোরীরে।
তবু মাঝে মাঝে মনে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি, ভোলেনি সে যেন,
খোঁজে তারে আমার কুটীরে
(সে) সবুজ বনে চাহে সাঁঝে।

মিয়ামল্লার – তেতালা
(H.M.V.)

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা।
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
এস মালবিকা॥
এস ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা,
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি' থালিকা –
মালবিকা॥
ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস সজল রেবা নদীর তীরে।
পরি' হংস-মিথুন আঁকা শাড়ি ঝিলিমিলি,
এস ধূসর চোখে মাখি' সাগরের নীল,
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিক্-বালিকা –
মালবিকা॥

খাম্বাজ (দেশ) 1

হলুদ বাঁটিতে হলুদ-বরণ গউর মনে পড়ে —
গউর মনে পড়ে।
আমি ঘোমটা দিয়ে কান্না লুকাই
একা রান্না-ঘরে ॥
২/ আমার রইল না লোক-লাজ
১/ ভুলি ঘর-কন্নার কাজ-
৩/ আমি ননদ-নাড়া খেয়ে মরি-
যায় নালিশ করে।
শাশুড়ির কাছে যায় নালিশ করে ॥
সোয়ামীতে সন্দেহ করে দেওর ভাসুর রাগে গো,
পড়শীরা সব মন্দ বলে ঝি চাকরে রাগে
আড়ি পেতে ঝি চাকরে জাগে।
যত নদীয়া-নাগরী
সবাই আমার সতিনী।
আমি যার কাছে যাই সেই পেতে চায়
নদীয়া-নাগরে ॥

খাম্বাজ — কাওয়ালী

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী।
পাহাড়ের পথ-ভোলা কিশোরী নটিনী॥
তরঙ্গ-আঁচল দুলায়ে
বনভূমির মন ভুলায়ে
চলিছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী॥
এঁকে বেঁকে থমকে গিয়ে
হরিণীরে চমকে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সে দূরে
আয় আয় আয় বলি' ডাকে কূলের বধূরে।
কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ-বেদুইন
ঘর-ছাড়া বিবাগিনী॥

ভজন

হায় ভিখারী ! হাত পাতিলে কাহার কাছে, হায় !
তোমার চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায় ॥
আমার হাতে কিছু ছিল যদু,
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু,
আমায় তিনি দেননি তবু
তাঁহার রাঙা পায় ॥
২ তোমার আছে ভিক্ষা-ঝুলি, আমার তাহাও নাই।
১। তোমায় তিনি পথে দেখালেননি তাহা চিনেছ তাই
তোমার ভাবনা ভিখের তাই।
ভাইরে, তবু আছি পড়ে
সংসারকে জড়িয়ে ধরে

গীত
Dilip Sinha

আস্থায়ী

৯৮

হাসি মুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে,
(মোর) মন নিয়ে ফেলে দিও তেমনি করে॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব-সভাতে,
অবহেলা-ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে।
অকারণ অকরুণ বাণ হানিলে কেন
বনের পাখীরে মেরেছিলে শিকারে॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে,
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।
পুতুল খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বাঁশী ~~ছিঁড়িয়া তারে~~ ভাঙিয়া শেষে পায়ে দলে
ফেলিলে।
দেবতার পূজা-শেষে নির্মাল্য-সম
ডুবাইলে নদী-জলে নিঠুর হে মম॥

4B / for Satyabala (Twin)

ভজন

হে চির-সুন্দর বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া॥
দেহের সুবাস তব কুসুম গন্ধে
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদের দাও চুমি
তব স্নেহ প্রেম রূপ করুণা মায়া॥
হে বিরাট শিশু এলে তব খেলনা
নিতি নব ভাঙো গড় তুমি দুখ সুখ বেদনা।
শ্যামল প্রান্তরে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ মাধুরী দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিশ্বের চক্ষে তব মধু লাবণী
মহামায়া! অপরূপ বিছাও মায়া॥

দাদ্‌রা ৩

হেরি আজ শূন্য নিখিল
প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায়
উঠিছে কাঁদন পবনে॥
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥
কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে
সে কোথায় গেছে উড়ে সাথী মোর কোন্ গগনে
আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥
ভাসিয়া চলেছি আজ শোকের কুসুম সম
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥

৬/

নাচ

হেসে হেসে কল্‌সী নাচায়ে কিশোরী চলে।
রিনিঠিনি কলস কাঁকনে কি কথা বলে॥
নেচে চলে যেন ঝরনা চাঁপা-বরনা
বাহু দুলাইয়া
নয়ন-কুরঙ্গ খেলায় গো তরঙ্গ নদীর জলে॥

এ রূপ কেহই নয়নে হেরেনা
তারে দেখি কি করে
বিধি দিল [illegible] দুটী আঁখি
তাই [illegible] পলক পাড়ে।

গ্রামের পথে চাহে তারে
বাঁশী ডাকে বন-পারে
গিরি দরী চাহে যারে
চাহি তারে কোন্ ছলে॥

For Kamala (Jharia)

৪৩

হোরী

হোরি খেলে নন্দলালা।
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা॥
বিশ্ব-রাধা সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে—
রঙে ত্রিভুবন ছায়
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি চন্দ্র-সূর্য থালা॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী।
মনের মরুতে নতুন রঙে
রাঙা ফুল ফোটে মরি মরি।
আজি প্রাণে প্রাণে ফুল দোল,
দোল-পূর্ণিমা রাতি
রাঙা ফুল তারা বাতি
ঝিকিমিকি আকাশে জ্বালা॥

For Ascharyamoy

১৭

রসিয়া - হোরী

হোরীর রং লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গৌরীর বিধু-বদনে॥
ফাগের লালী আনিল কে
কাজল - কালো চোখে,
কামনার আবীর ঝরে রাঙা নয়নে॥
অশোক রঙন ফুলের আভা
লাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
তাম্বুলী-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশীর রং লেগেছে রাঙা বসনে॥

কবিতা

গোপন প্রিয়া

(১)

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাস্‌ছি ভালো, রাণী!
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার কর্‌ছি কানাকানি।
আমি এ-পার তুমি ও-পার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হ'তে ছায়াতরু দাও তুমি হাত-ছানি,
আমি মরু পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি!

(২)

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদ্‌ছে আশা, তোমার বুকে ভয়।
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউয়ের দোলা তোমার কর্‌লনা কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে — তোমার ধারে নয়!

(৩)

চেনার বন্ধু! পেলামনাক জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দুদিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবেনাক — থাকবে পাখীর স্বর!
উড়ব আমি — কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

(৪)

তোমার পায়ে বাজেনি কখন্ আমার পায়ের ঢেউ,
অ-পরিচিতা! কেউ জানেনা, জান্‌বেনাক কেউ!
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটী পালক পড়লে পথে
তুলে প্রিয়-তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেল্‌বে খুলে এ-ও!

(৫)

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে-
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

(৬)

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল,
কূল মেলেনা তাই দরিয়ায় উঠ্তেছে ঢেউ-দোল্!
তোমায় পেলে থাম্ত বাঁশী
থাম্ত মরণ সর্বনাশী,
পাইনিক তাই ভরে আছে আমার বুকের কোল!
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠ্ছে বাঁশীর বোল!

(৭)

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও!
দূরে যত রও, এ প্রাণের তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে,
যত গোপন তত মধুর, নাইবা কথা কও।
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন-পাতে রও!

(৮)

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এইত খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমনে রাণী
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

(৯)

রাত্রে যখন একলা শোব, চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড় ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় লয়ে
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে — সেইত চরম সুখ!

(২০)

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান;
থামবে আমি গানগাওয়ার তোমার অভিমান!
শিল্পী আমি আমি কবি
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইবনাকো, পরান ভরে করে যাব দান!

(২১)

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? তল কেবা পায়-অশ্রু জলধির!
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার — আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড়!

(১২)

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো, সেইত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে — সেইত আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান!

নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২১
(মেঘ-ঢাকা দুপুর)

সিন্ধু

[প্রথম তরঙ্গ]

- - -

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ।
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি, —
কথা কও হে দুরন্ত বল
কেন এত ঢেউ-ওঠা, এত কলকল ?
কিসের এ অশান্ত গর্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই — অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না বন্ধু তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ? মোরে কও ; কারে নাহি কব !
কারে তুমি হারালে কখন্ ?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা, কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো ?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ।

অভিমান করেছে সে?
মানিনী ঝুরিছে মুখ নিশীথিনী-কেশে?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে? —
চাঁদের চাঁদনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাকী প্রাণ, জাগায় জোয়ার?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার,
বল বন্ধু বল!
ও কি গান? ও কি কাঁদা? ঐ মত্ত জল-ছলছল—
ও কি হুহুঙ্কার?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার,
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
জান না কি? তাই
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বৃথাই?-----

মনে লাগে, তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ।
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ নিখিলে
জানিতেনা আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, তোমাতে দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া।
বিপুল আরশী সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর! —

তপস্বি! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো! কবে, নাহি জানি!
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'!
হে মৌনী! কহিলে কথা, "মরি মরি
সুন্দর সুন্দর!"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা।
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা!

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন!

কোথা সে উদিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে —
সে কথা জানেনা কেউ, জানিবেনা, চিরকাল নাহি-জানা রবে।
এতদিনে ভার হল আপনারে নিয়ে একা থাকা,
কেন যেন মনে হয় — ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কি নাই!
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই! —
জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি!
বাতাসে উঠিল কেঁপে তব হাহুতাশ,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উচ্ছ্বাস!
বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হল ধরা,
বুক চিরে এল তার হল ফুল ফল!
এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ, প্রাণ, —
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কী অভিনব গান! —
একি মাতামাতি ওগো একি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল?

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
জলে জলে সোহাগে চলিবার বেগে,
ফুলে ফলে চুমোচুমি, চরাচরে বনা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল—
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল।

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিল জাগি', ব্যথা করি' উঠিল ও-বুক!
কী যেন সে খুশি জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা নিয়া সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু, উৎসুক উন্মুখ!

কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া—
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া।
সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে—!
বারেবারে

বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,

ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!

ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,

তুমি কাঁদ – আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!

কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,

নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!

নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু, তব সাথে।

তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে,

এক দুখে এক বেদনায়

বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, এক যাতনায়!

সেই অশ্রু – সেই লোনাজল –

তব চক্ষে – হে বিরহী বন্ধু মোর! – করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া

তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া! –

নজরুল ইসলাম

(বৃষ্টি-ঝরা সকাল)

চট্টগ্রাম

২৯-৭-২৬

সিন্ধু
(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

—

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-ভঙ্গে মাত উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
হে দুরন্ত! নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া?
সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে। ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!

হে চঞ্চল,
বারেবারে টানিতেছ দিগন্তিকাবধূর অঞ্চল।
কৌতুকী গো! তোমার কৌতুকের অন্ত যেন নাই!—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদ-রেখা!— কে নিশীথে এসেছিল ভুলে.

ওর তীরে গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে সব দিলে পদে তার ঢালি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরাল কঙ্কনের ঘায়!
— গেল চলে নারী!
সন্ধান করিয়া ফের হে সন্ধানী তারি—
দিকে দিকে তরঙ্গের জিহ্বা দিয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ — "পিয়া, মোরি পিয়া!"

বল বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!

হে "মজনুন" কোন্ সে "লায়লী"র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি? — বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ-ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন্ রাজ-কুমারীর লাগি? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি'? — সারে সারে

দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!

ঝটিকা তোমার সেনাপতি—
আদেশ হানিয়া চলে ঊর্দ্ধ অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
মাইন তোমার চোরা পর্ব্বত নিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন,
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি' চলিয়াছে বীর—
উদ্দাম অস্থির!
কখন্ আনিবে জয় করি'—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
তোমার হেরেম-বাঁদী শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে
মুক্তা-বুকে মালা-বাঁচি' নীচে!
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার!
বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন্,
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।...

চট্টগ্রাম
৩০-৭-২৬

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত-
ওরা যেন তব পোষা কপোতী কপোত!
নাচায়ে আদর কর পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার!
হে মধুর! উচ্ছ্বাসে তোমার জল উছলিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চু-পুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তট-ভূমি টেনে চলে তব আশা-তরীর গুণ!
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব! — কী তুমি একাকী-
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!
ফিরে চল ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে! —
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
প্রাণ যেন ভেসে যেতে চায় কোন্ দূরে — আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চল একাকী নির্বাক ;
অন্তরের তলা হ'তে শুন কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন,
চাহে তব প্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায় — ব্যথায় — অপমানে!

তারপর, বিরাট পুরুষ, বোঝ নিজ ভুল—,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি' ওঠ, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ।
বল, 'প্রেম করেনা দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান!'
আনন্দে নাচিয়া ওঠ দুখের নেশায়, বীর, ভোল সব জ্বালা।
বারুণী-সাকীরে কহ, 'আনো সখী সুরার পেয়ালা!'
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল,
তব-কণ্ঠে-ধরি রাখ সেই জ্বালা — সেই হলাহল।

হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হ'ল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা!

কত কথা আছে — কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে — সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!
এস বন্ধু, মুখোমুখি বসি!
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুই পশি
যেথা নাই কথা — শুধু নিতল সুনীল! —
তিমিরে কহিয়া দাও — সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি'।
সেইখানে কব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে — আমি রব — আর রবে ব্যথা!
সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি', —
যদি কই —
নাই সেথা দুটী কথা বই, —
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!' —

চট্টগ্রাম
৩১-৭-২৬

(তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি!
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ — এক ভাগ বাকী!
সুরা নাই — পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী! —

হে দুর্মদ! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরিদরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী!
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পশে না শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত;
দেখিছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা ঋষি, উদাসীন বৎ!

ওঠে জাগে তব বুকে তরঙ্গের মত
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ, - ভূমানন্দে হেরি হয় নত!-

হে পবিত্র! অতীত সুন্দর ধরা অতীত মহান-
সদ্য-ফোটা পুষ্প সম, তোমাতে করিয়া নিত্যস্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি-
হে দরদী, নিত্যশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি!

ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে!
হেসে ওঠে তৃণে শস্যে দুলালী তোমার-,
কালো চোখ বেয়ে তার ঝরে কত আনন্দাশ্রু ভার!
উর্বরা হয় নাম, দাও কত রঙীন যৌতুক,
ভাঙ, গড়, দোলা দাও,—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!—
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া

ইন্দ্রনীলকান্তমণি-মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলায় সাথে দোল অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে উঠে সুরার মতন!
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা' যাচে
কত জল-দেবীদের শুভ্র মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্ন তুমি দেখ নিশিদিন!

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর-
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তাঁরা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃতসুধা — তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল
আছে জ্বালা - আছে স্মৃতি-ব্যথা-উতরোল।
ঊর্ধ্বে শূন্য - নিম্নে শূন্য - শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!

হে দুস্তর! আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার, নাহি কূল, — শুধু অশ্রু, ভুল!

মাগিব বিদায় যবে, নাহি রব আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও বন্ধু, সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!

—

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার — সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

চট্টগ্রাম —
২-৮-২৬

নজরুল ইসলাম

টানিয়া লও কি যাও তারে ঐ বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার

দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার!

~~সবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহল,~~

~~ফিরিয়া চলেছি আঁখি ভরি লোনা জল,~~

সবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী—,

বলিতে আসিয়া, দিনু আপনারে বলি!

তুফানের সম ~~ফিরে~~ আজ আসিয়াছি ফিরে—

~~মানিক হারায়ে~~ হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!

ফেলে গেলে তা যা হারায়, ~~ফেলে~~ মণিহারা ফণী—

তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি

হেথা এসেছি ~~হেথা~~ চোরা বালুচরে!—

যে চিতা ~~জ্বলে~~ জ্বালিয়া, যায় নিভে চিরতরে

~~পোড়া মানুষের পোড়া মানুষের মন সেই সে শ্মশা~~

পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে

তবু ঘুরে মরে কেন — কেন যে কে জানে!

~~প্রভাতে ঢাকিয়া আসি কবরের তলে,~~

~~তারি লাগি' যাবি রাতে অভিসারে চলে—~~

প্রভাতে ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে

তারি লাগি' মাঝ-রাতে অভিসারে চলে—

অবুঝ মানুষ হায়! — ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে কি তুমি কোনোদিন!
হয়ত হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায় —
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার-
দিশা নাহি মিলে বন্ধু!... তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব! তোমার অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে, ডুবে যায় অতলে!...

জানি না সাঁতার বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
করিতাম করে তব বক্ষ হতে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, জিনে শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা?
বন্ধু তব রত্নহার মোর তরে নয়,
মালার সাথী যদি না মেলে হৃদয়!

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আমিনি জানিতে
সত্য তব, শেষ নাই অন্তহীন চিত্ত
চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে —
কে হবে জানিয়া মোর? কার চিত্তমূলে
কে কবে ডুবিয়া হায় পাইয়াছে তল!
একভাগ স্থল ওরা তিন ভাগ জল!

এসেছি দেখিতে তোরে — সেদিন বর্ষায়
খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে! সেদিন শ্রাবণে
ঝুম ঝুম জল-চুড়ি বলয় কঙ্কণে —
শুনিয়াছি যে সঙ্গীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলি মেঘে / শিখী নীপ-ডালে

যার লোভে অতিদূর অস্ত-দেশ হতে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে!—
ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত-বর্ষার;
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার!
চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্বেগ,
গরজেনা গুরু-গুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহেনাক পূরবী বাতাস,
শ্বসেনা কাহারো শ্বাসে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে থাকা বাতায়ন খুলি'
সেই পথে — মেঘ যথা যায় পথ ভুলি,
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা,— কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখিজল মোছা সেই—,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!

থরথর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘশ্বাস

আজ তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে, হায়,
ওরে মূঢ় — যে যায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে,
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে --
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই ওরে নাই,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস বৃথাই! ---

যে ফুল ফোটেনি ওরে তোর উপবনে
পুবালী হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে
সে ফুল ফুটিবে না রে আজ শীতরাতে,
দু ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল পাতে! —

আমার সান্ত্বনা নাই, আমি বদ্ধ পানি,
শুনিতে পেয়েছি তব — যদি কানাকানি-
হয় তব কূলে কূলে- আমার সে জ্বালা!
ঐ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ এ কি শুধু বিরহ একার?

কুহেলি-গুণ্ঠন টানি' শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিঃশব্দ সঙ্গীতে
ভ'রে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি'
ব্যথিয়া ওঠেনা বুক কভু কারো লাগি'?
গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই অর্দ্ধরাতে
ফিরিয়া চাহনা তব কূলে কল্পনাতে?
চাঁদ সে ত আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহনা কি ভুলে?
তব তীরে অগস্ত্যের সম নায়ে হেথা,
বসে আছি, চলে যায় কত দিবা নিশা!
যাহারে করিতে পারি চুমুকে পান,
তার পদতলে বসি' গাই শুধু গান!

আপনি বন্ধু, এ হিয়ার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা, তারে আমি আনি'
ধরিবনা এ অধরে, এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা আছে, নাহি ভরিবার!
আসিয়াছি কূলে আজ, কাল যাব ফিরে—
কূল ছাড়ি' চলে যাব দূরে বহুদূরে!---

বল বন্ধু, বল জয় বেদনার জয়!
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয়—
কেবলি অনন্ত গতি অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ!
যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে! গৃহবাসী হয় উদাসীন।
উল্কা সম ছুটে যায় অসীমের পানে;
ছোটে নদী দিশাহারা গিরি-চূড়া হ'তে!

ফেঁপে-
বারে বারে যেথা ছুটে ফুলে ~~[illegible]~~ শাখায়,
~~[illegible]~~ বারেবারে ছিঁড়ে যায় তবু না ফুরায়-
মালা গাঁথা যে-বিরহে! যে বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে,
তব বুকে লীলায়িত নিতি জোয়ারের টান,
যে বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান, —
~~যে বিরহে [illegible]~~
বন্ধু, তব জয় হোক! — এই শুধু চাহি'
হয়ত আসিব পুনঃ তব কূল বাহি',
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান! নব ~~[illegible]~~ অশ্রুহার-
~~[illegible] গাঁথিব [illegible]~~ গোপ
গাঁথিব গোপনে বসি', নয়নের ঝারি-
ভরিয়া করিয়া, দিব তব-তীরে জারি!

হয়ত বসন্তে পুনঃ তব তীরে তীরে-
~~[illegible]~~
ফুটিবে ~~[illegible]~~ মঞ্জরী নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নতুন পাখী- শুনাইতে ~~[illegible]~~ গীতি,
আসিবেনা শুধু ~~এ~~ এক এ অতিথি!

সেদিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে দগ্ধ মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি, মরুদ্যান হয়ে
আসিবে সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে !—

আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো, বিদায় !

আজাদ-মঞ্জিল
চট্টগ্রাম
১৫-১-১৯২৭
কাজি

ওগো ও চক্রবাকী!
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি!
কোথা কোন্ লোকে কোন্ নদী-পারে রহিলে গো তারে ভুলে?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে ঝিরিঝিরি কূলে কূলে!
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় ঢাকিয়া আখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
"রোদ লাগে" বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁদিয়া তবু কেন পলে পলে,
আদরের পারা সাদরের বারা- যাচিয়া যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিয়াছ পাছে পাছে,
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে;
ভীরু মোর পাখী! আঁধারে একাকী কোথা কোন্ বালুচরে?

সাড়া দেয় বন শন্ শন্ শন্, ঐ শোনে, মোর ডাকে —
তটিনীর জল ছল্‌ছল্ কেঁদে ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে।
ফিরায়ে আমার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ওপারের তীরে তারিতারি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরিঝিরি।
ঝিল্লীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষ-পুটে,
বলে, "বিরহীরে, মোর সুখ-নীড়ে আয় আয় আয় ছুটে!
জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে।"
ওরা মধু হাসে ফুলবধূ- বলে, "যাচিয়াছ পাখী,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি?"
চল তরুতলে এই বকুলে, দিব ঘুম-শেজ পাতি,
ফুলের কাননে ফুল তুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি!"

একা নদীতীরে গহন তিমিরে— আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়ত কোথায় কাঁদিয়া ঘুমায়— তুমি ঘুম যাও সুখে!
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ জীবনে দুস্তর ভাবনা,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত, যত অচেনা চেনা
আসিবে সবাই, আসিবে না তুমি এ চির-জোছনা-শীতে;
এপারের ডাক ওপারে ঘুরিয়া এপারে আসিবে ফিরে!

হয়ত জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাইতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
জানি গো, আমার কাটিবে না আর এই বিরহের নিশি,
খুঁজিবে তোমায় দশ দিকে দশ দিশি।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর তীরে,
শ্রান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে এখন তুমি
খুঁজিবে— সাগর প্রান্তর— গিরি দরী— বনভূমি,

তোমারি মালায় রেখে যাই প্রিয় ঝরা পালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে ঝাউএর স্বরে আমার বিরহ-গীতি !

যদি পথ-ভুলে আস এই কূলে কোনোদিন রাতে রানী,
প্রিয় ওগো প্রিয় তুলে নিও এ ঝরা-পালক খানি !

বাংলার "আজীজ" *

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন্,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি, গাইলে জাগার গান!
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-'পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহু আকবর!"
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা
লেখার যত ইসলামী-জোশ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু-ধারী তলোয়ার।
চমকে সবাই উঠল জেগে, কচলে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল—
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশমন্ দর্পহর;
লায়লা চিরে আনলে শাহের — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-ফুল,
গুলশানে ফুল ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর- মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি. এ. সাহেবের ; ঐ —

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পান্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।—

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো," নিশি আর নাই বাকী!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায়-ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু' হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপন-চারী,
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে,
তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে।

জাগিয়া জ্বালা করে আঁখি এসেছে যখন ঘুম
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল—
আমার প্রিয়ার।— তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা
তব ঝিরঝির মিরমির যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচলখানি।
— তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-হাওয়া।—

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

বল তবে কার ক্ষতি ?
সম্মুখে মোর রহিবে যবে —
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর — সৃজিব অমরাবতী!
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি!
হয়ত তোমারে দেখিয়াছি — তুমি যাহা নও তাই করে,
ক্ষতি কি তোমার — যদি গো আমার তাহাতেই সুখ ভরে।
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচিলে তাজমহল

— আজি বিদায়ের আগে —

আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত দিনে সাধ যায়!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন।
জানি — মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,

তোমার পাতায় হরিৎ আঁচলে চাঁদনী ঘুমাবে যবে
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে! ; সে আলোর উৎসবে -
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর,
তোমার নিশ্বাস ধীরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে,
ঝিলিমিলি খুলি', চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে?

অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি'?
মলিন মাটির বন্ধনে-বাঁধা হায় অসহায় তরু!
পদতলে ধূলি, ঊর্দ্ধে তোমার শূন্য গগন-মরু,
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি — মৃত্যু-আফিমে পড়িয়া ঝিমে।

তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে?

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে, অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল করে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি,
বন্ধ করিয়া দিয়ো পুনঃ তায়! তোমার জাফরি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে,—
মাটীতে পেলো যে মাকে!

কাজী নজরুল ইসলাম

শিশু যাদুকর*

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।

কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।

নবনীত-সুকোমল লাবনী লয়ে
এলি কি রে নবনীত দিগ্‌বিজয়ে।

কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি।
নির্মল নভে তুই চাঁদ পাহেলি।

সবুজ প্রজাপতি- মন্‌মনে-
উড়ে এলি শ্যাম কান্তার-কাননে।

পাখা-ভরা মাখা তোর ফুল- ধরা ফাঁদ
কাঁদে যাহা চোখে আলো — কলঙ্কী চাঁদ।

* নজরুলের হস্তাক্ষরে কবিতার নাম লেখা ছিল না, তবে এই নামেই 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) গ্রন্থে প্রকাশিত।

কাজল দিয়ে করি তোর আলো উজল—
ললাটেতে টীপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-ফুল এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে!
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম,
ধরণীর একটি চুম!

স্বর্গের সব কিছু চুরি ক'রে, চোর,
পালাইয়া এলি এই আঙিনার ক্রোড়!
নিয়ে এলি হুরীদের গুলগুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুকটুকে লাল।
কিন্নরী কণ্ঠ ও নার্গিসী চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের অরুণ আলোক।
চকোরের চোখ ভরে সুধা অমিয়া,
কন্দর্পের ধনু ভুরুতে নিয়া।

অন্ধকারের প্যাঁচা

ওরে অন্ধকারের প্যাঁচা!
তুই দেখেনাক দিনের রবি তাই কেন চ্যাঁচা ||
ঝরছে রসের পাগলা-ঝোরা
তা কি
শুঁড়িখানার মাতাল তোরা
বুঝবি না সে রসের

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,—
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,—
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়

উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়,—
আঁখিজল তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার সাদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হ'তে যান-পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবেনা কাঁটা-ভরা কত তোর কোথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী,
যাহারে সকল দিবি তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর,
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি আঁখি-লোর?

কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে,
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য পানে।
সে-ই জানিলনা শুধু যার তরে এত মালা গাঁথা,
জলে আঁখি তোর, ঘুমে ভরা তার আঁখি-পাতা!
কে জানে কাটিবে কিনা আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,
হয়ত হবেনা গাওয়া কবি তোর আধ-গাওয়া গীতি,
হয়ত হবেনা বলা বাণীর বুদ্বুদ যাহা ফোটে নিশিদিন,
সময় ফুরায়ে যায়,
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন।

সময় ফুরায়ে যায়, চল ওরে, বল আঁখি হলি,—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ মম ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই!
ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানীকে মানিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর; তাই শূন্য চিত্তে
এসেছি বিবাগী আজি! ওগো রাজ-রাণী,
চাহিতে আসিনি কিছু, সঙ্কোচে থাকুক মুখে দিওনাক বাণী!

জানাতে এসেছি শুধু,— অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী —
বুক ভরা কথা লয়ে জল ভরা আঁখি,
চাহিনিক হাত পেতে তারে কোনোদিন, ফিরে পেতে
বিলায়ে দিয়াছি আরো সব, যা দিই নিকো ঋণ।
ওগো উদাসীনী
এ সাথে নাই চলে, হাটে বিকি-কিনি!
কারো প্রেম ধরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারী করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে।

জানিতে আসিনি আমি — নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছি কি না সেই নদীকূলে
যার ঊর্মি-ভরে
ভেসে যায় তরী মোর শূন্য পানে।

তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ 'ফিরি' করে ফিরি তবু নাহি সুখ যায়,
এ দুখের [illegible]।
আশা নারে ছলিয়াছি
তোমারে ছলিনি কোনো দিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা
দিয়া গেনু যখন

[illegible] মঞ্জুল
চট্টগ্রাম
২০-৭-১৯২৯
রাত্রি ২টা

দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ

১

সুন্দর তুমি, নয়ন তোমার মানস-নীলোৎপল,
তনু-ভরা কালো রূপ-তরঙ্গ চন্দ্রমা-ঢলঢল।
চাহিছে আকাশ আনত-নয়ন সুন্দর তব চোখে,
রজনী-গন্ধা তব মুখে চেয়ে বিকশে কানন-লোকে।
আকাশ-গাঙে নামিয়া এসেছ সন্ধ্যা-রানীর রূপে,
তব রূপ-শিখা চুরি করে চায় প্রভাতী তারকা চুপে।
ঢলঢলে তব লাবনী-কোমল কমল-পরাগ মাখা,
জোড়া ভুরু যেন গাঙ-চিল ওড়ে — নয়নে সাগর ঢাকা।
শুভ্র তোমার ললাটে শোভিছে ওটি কি সন্ধ্যা-তারা,
নয়নে তোমার কাজল পরাতে ঘোরে মেঘ দিশাহারা?
তুমি সুন্দর স্রষ্টার যেন মানসী কন্যা প্রিয়,
গোধূলি লগনে দোলে কি গগনে তোমারই উত্তরীয়?
নামিয়া আসিলে দিবালোকে ভুলে, হে স্বপন-বিহারিনী।
মম গানে মম সুরে ও বয়ানে, হে রানী, তোমারে চিনি।

* কবিতাটিতে কবির হস্তাক্ষরে কোনো নাম দেয়া ছিল না। তবে এটি অগ্রন্থিত রচনা হিসেবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' নবম খণ্ডে 'দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত।

২

আমার হিয়ার-কমলে আলতো রাখিয়া চরণখানি-
উদিলে বিশ্ব-রমা কি গো আজ, রূপ ধরি এলে বাণী?
কত বিনিদ্র বরষ মাস অদেখা যে লক্ষ্মীরে
রচিয়া তুলেছি কবিতায় গানে — সে কি আজ এল ফিরে?
আমারে বেদনা হানিয়া যাহারা চলে গেছে দূর পথে,
তাদের গোপন বেদনা তুমি কি [illegible] এনেছ উজান স্রোতে?
গানের দীপালি জ্বালিয়া, ছিলাম যার পথ পানে চাহি'
দীপ নিবে যায় — হায় এতদিনে সে এল স্বর্গ বাহি'?
নয়নের জল গিয়াছে শুকায়ে, বুকে দাহ সাহারার,
আজ কেন এলে হে শেষ অতিথি পার হয়ে পারাবার?
নয়নের কূলে অশ্রুর [illegible] চরে গানের চখা ও চখী-
ডাকে অনুখন — অনন্ত নিশি! তার মাঝে তুমিও কি
ভুলে-যাওয়া মোর কোন জনমের সাথী এলে সেই [illegible] তীরে
প্রভাত হলো, হেথা শুধু রাতি, সাথী মোর, যাও ফিরে!

২ II

তব সুখ-নীড়ে যাও ফিরে, এ যে বেদনা-বিহার-লোক,
অশ্রু কাহারে কয় জানোনা ও আজও ও চোখ!
কিরণে বিঁধিছে যারে — মনে হয় বুঝি ওর ব্যথা লাগে
সে কেন আসিবে দিনের আলোকে এই কণ্টক-বাসে? ...

তুমি ত তোমারে জানোনা, তুমি যে কবির প্রথম ধ্যান,
নীহারিকা-লোক হ'তে ভাসিয়া আসিছ ঘুম, আনিছ শত গান।
আমার বাণীর পদ্ম-দলে, হে ভোরের হিম-কণা,
আনমনে আস আনমনে যাও — চঞ্চল কল্পনা!
চোখে আসে মম দিবসের দাহ স্বপ্ন-ভুলানো আলো,
অন্তর-ছায়ালোক-বিহারিনী! আঁধারেই আমার ভালো।
চিনিতে-না-দেওয়া চির-হৃদয়-ধন মায়া-লোকে থাক তুমি
কল্প-লোকের কুঞ্জে একাকী ঘুমাবে [illegible] তুমি'।
গানের প্রদীপ হাতে করে খুঁজি বেদনা-আঁধারে পথ,
এ মোর নিয়তি! হে রানী, ফিরিয়া যাও যাও এ পথে।

৮

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে-যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? তেমনি কি তারা পাষাণ নির্বিকার?
পাদতলে তার পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।
কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ, রানী?
হিয়া নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী?
আমার গানের একা তরণীতে আজো আছে আছে ঠাঁই,
~~[illegible]~~
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই?
আমার সুরের শতদলে এরে চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর-ভুলে-যাওয়া লোকে হেন?
ন[illegible] থাকুক আমার — সে মোর বন্ধু প্রিয়,
থাক [illegible] গান — যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

দার্জিলিং
১৩-৬-৩১

৪

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া—
কেন এলে, যদি তুমিও লুকাবে গগনে রচিবে কায়া?
আমি ত তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর,
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে-গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান—
ইহার অধিক চাহিনিত কিছু; আমার কাব্য-গীতে
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা পারের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে—
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাহিবে কে গান আমার সোনালী বীণায় হারানো ব্যথা।
অশ্রুমতী কে কবির প্রিয়া সে — যার তনু মন ঘিরে—
গাহিয়াছে কবি এত গান বসি' কোন সিন্ধু-তীরে।

আমি জানি তব নিরশ্রু চোখে সেদিন নামিবে ঢল,
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন অচপল।...

কানন যখন ভ'রে ওঠে রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভ'রে ওঠে, কেন কে জানে, গানের স্তবে।
পাখী ত জানেনা কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি'
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি'।
চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীতি উচ্ছ্বসি'।
ঘন ঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি' ওঠে,
ধরণী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দর হেরি' বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো স্তুতি তব করিনি ত প্রিয়, নহে সে উক্তি তব–
তোমার উদয়ে ভরত পাখীর মত গেয়েছি স্তব।

কেন বাজাইলে সে গান আমার, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি [illegible] মোর মন-আকাশে ক্ষণিক রঙের খেলা?

আমি জানি, তব বন্ধু যাহারা আছে তব মন ঘিরে,
কোলাহল করি' বায়সের মত [illegible] নিজ নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানেনা অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবেনা তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন করি' ফিরিছে মোর যে গীতি,—
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি,—
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী [illegible] প্রেমিক প্রেমিকা [illegible]
গাহিবে সে গীতি; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়ত মোদেরি স্মরিয়া তাদের ঝরিবে [illegible] নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব ওদের প্রণয়ে — [illegible]।
[illegible] প্রিয় তারি-কণ্ঠ [illegible] কাহিনী [illegible]।

দার্জিলিং
[illegible]

৩

ওপার হইতে আসিয়াছে ভোর, বাজিছে বিদায়-বাঁশী,
প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম মোর, আজ তবে যাই আসি!
কত সে দিবস নিশীথ ধরিয়া কত শত অপরাধ
করেছি আমারো অজানিতে, কত হানিয়াছি সুখে বাধ।
কত অশান্তি সৃজিয়াছি, করি' দিবানিশি কোলাহল
শান্ত তোমার কুলায়-মন্দিরে করিয়াছি চঞ্চল।
আজ চলে যাই — রাখিও না মনে অপরাধ যত মোর,
ঝড় এসেছিল নিশীথে, আবার আসিবে তোমার ভোর।
দুঃস্বপ্নের সম এসেছিনু, স্বপ্ন টুটায়ে যাই,
ভুলে যেয়ো যদি সে দুঃস্বপ্ন যায় ব্যথা হানিয়াই!
যদি ভুল করে মোর মনে পড়ে ব্যথা করে ওঠে বুক,
সে ব্যথা ভুলিও — আমি এসেছিনু কেবলি হানিতে দুখ।
আমি চলে যাই — রাখিয়া গেলাম আমার ক্লান্ত শ্বাস,
শ্বসিয়া ফিরিবে সে শ্বাস আমার ঘিরি' এ চারিপাশ।

আকাশ নিঙাড়ি' ঝরিবে যখন আকুল বরিষা-ধারা,
মনে কোরো, প্রিয়, জল নয় — মোর অশ্রু-সলিল তারা।
পূবালী বাতাস হু হু করে এসে আঘাত হানিবে দ্বারে,
মনে কোরো আমি লুটাইয়া পড়ি' কাঁদিতেছি হাহাকারে!
আমার রচিত কোনো গান যদি শোনো গো কাহারো কাছে
মনে কোরো — ঐ কণ্ঠে আমারি ব্যথিত কাঁদন আছে!
না জানিয়া আমি না জানি তোমার পায়ে বর্শা হানিয়াছি,
বাহিরে মন্দ তোমারে কেবলই চাহিয়াছি কাছাকাছি।
আজ ভুলে যেয়ো সে সব, আজিকে বিদায়-বিধুর ক্ষণে
ভুলে যাও এই বাহির, হৃদয় রেখোনাকো চিহ্ন মনে।
আজ রাত হ'ল মুক্তি আমার, মাধবী রাতের শশী!
ধরে এ বক্ষে হানিলো বর্শা, হাসিবে গগনে বসি'।
নিশীথে যখন ঘুমাবে এ ধারে, রজনী জেগে ও ধারে,
আমারে ডাকিয়া পাইবে না সাড়া, তখনো আকুল স্বরে—

ডাকিবে কি আর ? হয়ত ডাকিবে, পাবেনাকো উত্তর.
হয়ত আমার স্মৃতি-কণ্টক বিঁধিবে ও অন্তর।
বন্য সে গানের পাখী আসে, এসে গান গায় সংগোপনে.
উড়ে যায় পুনঃ অজানা সুদূরে — কে বাঁধে তাদের ধরে?
আমি এসেছিনু তোমার কাননে তেমনি গানের পাখী.
গান-শেষে পুনঃ উড়ে যাই দূরে, সে গানের স্মৃতি রাখি
তোমার কণ্ঠে দিয়ে যাই মোর গানের কণ্ঠহার,
তারপর যদি বহে গো বহুক মাঝে সাত পারাবার।
ও কূলে থাকিয়া তোমার স্মরণে গাহি নিতি নব গীতি-
তোমারে স্মরিব। এপারে তোমার থাকুক শুভ্রা স্মৃতি।
হৃদয়ে তোমার না-ই যদি পাই, কণ্ঠে দিলাম মালা.
সেই সুখে প্রিয় ভুলিব আমার নীলকণ্ঠের জ্বালা!
থাকুক আমার বাঁশির নিশীথে, কণ্ঠে ফেনিল বিষ,
তুমি সুখী হও, মম প্রেম রবে ঘিরিয়া অহর্নিশ!

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১.

৬

স্বপন-কুমার — তুমি বুঝিবে না মোরে,
স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু — ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ — শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি লাগে আজ তব কানে মোর সঙ্গীত-গুঞ্জন।
ধরার মানবী — অমরাবতীর তুমি ত অমরা নহ
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি' গীত অহরহ।
হে আমার ভীরু! আমার সহিত উড়িতে পক্ষ মেলি'
উড়িতে তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোরে অবহেলি'
চলেছ নিম্নে মাটির-দেশের ভঙ্গুর প্রেম মাগি'
তুমি ধরণীর — নাই তব ক্ষুধা স্বর্গ-অমৃত লাগি'।
হে প্রিয়, বিদায় দাও!
স্মৃতির শুষ্ক ফুলগুলি মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

তার কপোলের মত তব গালে বন-কমলীর আভা,
ভুরু দুটী যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে যত বন উপবন-
যুগ যুগ ধরি' যেন গো কুসুম ফোটায় অনুখন।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে-
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার আঁকিত যেন গো অমরার সুধা মাখা,
কোন্ সে দেবতা-কবির গভীর রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতী সাঁঝের পহেলি চাঁদের মত সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার কুচি।
নিশাসে তোমার ফেনিল মদির অমরার তীব্রতা,
মদালস করে তনু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয়!
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেঘনা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

দৃষ্টিই তোমার সৃষ্টিরে যেন করে সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি'
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের 'পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র-শিশির-রাশিরে কে যেন গাঁথিয়াছে গোটা মালা,
গড়ায়ে পড়েছে দুধারে তোমার — তব দুটী বাহু, বালা!
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি-
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষ পুরি'।
ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।
চরণে তোমার অলক্ত পরাতে মেঘে এ রং ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারাদল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি' কলঙ্ক হ'ল চাঁদে,
হিংসায় সে গো কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢাকি আজো কাঁদে।

এ রূপ যার শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহারে হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেব-লোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ!
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরু-শিখা — হানে ছলনা সর্বদাই।
রূপ নয় এ যে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাঙিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে! ....

মনে পড়ে সেইদিন —
মেঘ-লোক হতে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্য-লোক পার হয়ে এলে — রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু গড়ি —
পথ ভুলে যেন নামিল ধরায় চাঁদের সতীন পরী।

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন্ বন্ধুরে—
আসিয়াছ যেন গাহিয়া [illegible]
পাখনা নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মাখা মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন আঘাত পেয়েছে কায়া।
— সহসা ডাকিলে মোরে
আঁখি ঘুমে আঁখি জাগরণে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুর দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই — ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখী,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সঙ্গীতে শুধু ডাকি।
সুন্দরে হেরি' কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে?
সুরের দেশের পথ-ভোলা পরী — হয়ত কণ্ঠে মম
তোমার দেশের সঙ্গীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম — মোরে বাস নাই ভালো, ভালোবাসিয়াছ তুমি
কণ্ঠের মোর সঙ্গীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

বুক-ভরা ব্যথা অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে ঘন তৃণ-বীথি-তলে।
বলিলাম — "প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার ভস্মাবশেষ দেশ!
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির প্রাণ,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।"
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সঙ্গীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে — তারা সব ঝরি' ঝরি'
সঙ্গীত মোর পড়িল তোমার রাঙা চরণের 'পরি।
কোনোটীরে তব আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটীরে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটী ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান — খুঁজিয়া সে দোষ নাই -
সে গান আমার পাইল আশায় অথবা গাহি বৃথাই।

আমার গানের সুর-হিন্দোলে, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উঠিতে হ'লাম অমরাবতীর পথে।
সহসা পিছনে চাহি —
তুমি নাই — কবে নামিয়া গিয়াছ ধরণীর পথ বাহি'। —
গন্ধর্ব্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মা'র কোলে লভেছি জনম, হেথা দিবা-দাহ-তাপে
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারামন লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্পলোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী — চাহেনাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর! --
আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
জানি ধরণীর কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই রথে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর ফুলে ফুলে,
দেখি নাই তারে। হয়ত জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

তুমি হেরি' শুধু ভুল করি — এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরে যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু, করিও ক্ষমা!
আমি উড়ে যাই — কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ — গাহিতে আসিয়া গান
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান!
হয়ত নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশিভোরে —
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়ত পড়িবে মনে — কোনোদিন এই যে গানের পাখী
তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি'
চোখে জল ভরে আসে যদি, ওর বন্ধুর দশা স্মরি'
ভুলিতে অনাদর বাসিয়ো আদর আরো আরো বেশী করি'।
হৃদয়ের তীর- পান্থ-শালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, কারো অভিমান, কেহ আঁখি-জলে ভাসে।

মুসাফির চলে যায় নিজ পথে, হৃদয়-পান্থশালা
নূতন পথিকে লয়ে খোলে পুনঃ হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে —
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত: দুঃখ কাঁদুক পিছে।
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার এই রাঙা রূপে ভুলি',
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলি।
হয়ত জাননা তুমি, জানে সবে — আজিকার রূপ তব
শুধু তব নয় — উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বেঁধে — করিও অহংকার —
কাব্য-আসনে বসেছ কবির লভেছ কণ্ঠ-হার!

৮-৮-'৩১.

৭

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ঝুঙ্কারি' ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানিনা সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি'।

ইরানী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি' তরি' ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি — বুঝি আমারি বাদল-মেঘশেষে এল ইন্দ্রধনু।
হুরীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে না কেতকী; তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি; বিরহীর ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে হেথায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখ-দিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার-করা।
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা-জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল-ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি,
সেই অশ্রুর সপ্ত-সাগরে, পাথারে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন বাদল-অশ্রু যূথীর; এ নহে মাধবী-পুষ্প নব।

সাথীর কান্না-সিক্ত এ মন, যেথা নিশিদিন যে দুখ ঝরে—
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ঝরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে সুখের সকাল সন্ধ্যা-বেলা।

এ মোর নিয়তি, অপরাধ নাহি আমারও তোমারও — স্বপন-রাণী!
আমার বাণীতে তোমার মূরতি — বীণাপাণি নয় — বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী — এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল-জলে।
ওরা শুধু ও বুক বেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল — তল-শেষে চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী — তব বিস্মৃতি-বালুকা-তলে —
দু'দিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াও এসেই দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধু-কূলে,
আঁচলে ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দিবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা কাঁদন যে বুক সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।

মোর দেহ মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু-সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রাণী, তব ধ্যান ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার, আমার সন্ধ্যা-তিমির-লোকে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার শোকে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে এ হৃদি হ'ল সুনীলতর,
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ — উজ্জ্বলতর তাহারে কর।
যদি সে চন্দ্র-হাসি নিলাজে বিষাদ আনে তোমার চোখে,
তোমার একটি তোমারে খুঁজিও আমার বিষ্টি-গানের লোকে।

সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল-জীবন ঝরেনা — সে ফুটি হইয়া ফুটাবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ-দাহ যাহা সে আছে মোর নীলকণ্ঠে, [illegible]
বিষ-শোধে এল যে অমৃত-বাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল,
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী,
তোমার চেয়েও এ বন্ধুর ভালোবাসি যেন অধিক স্মরি'।

এপারেতে একলা আমি, মধ্যে আমার বাণীর ধারা,
বন্ধু আমার বাণীর পারে একলা ফেরে সঙ্গীহারা।
তোমরা সবাই তরী নিয়ে ভাস আমার বাণীর স্রোতে,
দেখেছ কি — সে বাণী বয় কোন্ বেদনার উৎস হতে?
আমার বাণীর কূলে কূলে শ্যামল ছায়া কুঞ্জবীথি,
সেই সে উদাস বালুচরে একলা ঘুরে আমার সাথী।
লেখার রেখায় রইল আড়াল আমার আমি হিয়ায় ছোঁয়া,
ইন্দ্রধনুর রঙের পিছে যেমন বাদল-দিনের ধোঁয়া।
আমার বাণীর অকূল স্রোতে যে ফুল ভাসে সেই সে ফুলে —
হয়ত পরিচয় পাবে মোর — সে ফুল যদি লই তুলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

কলিকাতা
১৫-৭-৩১।

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মীরা চৌধুরী
চিরায়ুষ্মতীষু

'শুভার্থী — কবিদা'

নজরুল হস্তাক্ষরে কবিতাটির কোনো শিরোনাম ছিল না।

সংগীত-গবেষণা

৭ দ্বিপ্রহরে এর আসে নিঝুম নিশি। বিহগ যখন ঘুমায়, বিহগী তখন জাগে। শুধু মধ্যমই এর আসল মা। কড়ি মা — এর সংযোগ। দুই মধ্যমে এর যে সম্ভোগ শ্রী ফুটে ওঠে তার তুলনা নেই।

বেহাগ — তেতালা

নিশি নিঝুম, ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
[illegible]
[illegible]
ফুরালো দিনের খেলা, ফুরালো রাতি;
শিয়রে দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিল চাহিয়া নয়নের বাতি।
রহিতে নারি যে তুলিয়া আঁখি,
বিষাদ-মলিন ঘুম ভেঙেছে চোখে,
দিন যায় দিন গুনে, নিশি যায় নিরাশে॥

Written by Nazrul Islam.

নৌরোচ্‌কা

পারস্য, আরব, তুর্কি, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতে আমাদের দেশের দক্ষিণী ৮৭ ২০ ঠাটের মিল দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের সাম

P.T.O.

গীতি-আলেখ্য

Love-Lane

(অতনুর দেশ)

কাজী নজরুল ইসলাম

যৌবনের তীর্থ-ক্ষেত্র অতনুর দেশে তরুণ-তরুণীর নিত্য সমারোহ। কারো চোখে জল, কারো চোখে আলো; কারো হাতে ফুল, কারো হাতে কাঁটা; কারুর হৃদয়ে অমৃত, কারুর হৃদয়ে বিষ। এই মহা-তীর্থে ঘুরে ঘুরে অতনু দেখাবেন অতনুর দেশ। কামনার দীপ যেথায় কি জ্বলে, তার ধূপে ধরা হৃদয় সুরভিত হয়ে আর অঙ্গে লাগে জেনো। যে তরুণীর বুকে আমার বাঁশি বাজিবে এই গান তার, সে গেয়ে ওঠে — [illegible]

(ওগো) সুন্দর, হাসি আসিবে কহিয়া
বন-পথে পায়ে মরি
বাজে অশোকের মঞ্জরী।
হাসে বন-দেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী
নব কিশলয় পরি॥
কুমুদী-কলিকা অধর হেরিয়া
চাঁদের চকোরী হাসে মুচকিয়া
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী গিয়াছে গুঞ্জরি॥
যাহা কিছু হেরি, ভালো লাগে সব,
লুকাতে নারি হাসি
কাজ করি আর শুনি যেন কানে
মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।
এক শাড়ি খুলে পরি আর-শাড়ি
বারবার মুখ মুকুরে নেহারি
দুরুদুরু হিয়া উঠে চমকিয়া
অকারণে লাজে মরি॥

হৃদয়ের এই তীর্থ-ক্ষেত্রে সব-চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য— উদাসীন পুরুষ আর বিরহিণী নারীর — অশ্রুমতী নদীর তীরে মিলন। নির্জন বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় নির্মম, আর উদাসীন বৈরাগী। সেই নির্জন বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ প্রেম-পথ-যাত্রী সেই বিরহ-যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায় —

(গান) — [Samaresh]

আমার চোখ লুকিয়ে যাবে আমার গানের আড়ালে।
সেই কোণটি কাহার লাগি কে গো এসে দাঁড়াবে॥
শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী
সাথ পেতে ওই কাটছে দিবা রাতি
সেই হৃদয়ের গভীর বনে
কে তুমি পথ হারাবে॥
হৃদয় দিয়ে [illegible] হয় যেখানে [illegible]।
তেমনি [illegible] তোমার মনের পরিচয়।
সে বেদনার আগুন বুকে নিয়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখা হয়ে
সেই বেদনা জুড়াতে মোর
কে তুমি হাত বাড়াবে॥

এই তীর্থ-ভূমির গোপন বেদনা-কুঞ্জে বসে ভীরু কিশোরী— ডাকে তার প্রিয়তমকে — রাতের রজনী-গন্ধার মত, ভীরু আকাশের চাঁদকে। সবাই যখন ঘুমায়, সে তখন জাগে। সবাই যখন জাগে, তার প্রেম তখন লজ্জার অবগুণ্ঠন টেনে লুকিয়ে থাকে। নীরব আর্তি-ভরা ব্যাকুল শোনা যায় তার পূজিত দেবতার সুর :— (গান) [Kusum Goswami]

চাঁদের মত নীরবে এস প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও, হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
তব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি' গোপনে এস.

চাঁদেরে কে চায় · জোছনা সবাই যাচে.
গীত-শেষে বীণা প'ড়ে থাকে ধূলি মাঝে.
তুমি বুঝিবে না . আলো দিতে কত ·
পোড়ে প্রদীপের প্রাণ ।।

যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল হায়
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে.
ফুল ছিঁড়ে তার . দিয়েছ কি কিছু শূন্য বক্ষ-পুটে ?
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষ্ণা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহা-সাগরের কাছে
করো তার

=

নিবেদিতা নারী —
(গান) – [Kusum Goswami)

আমি জানি তব মন . আমি বুঝি তব ভাষা ।
(তব) কঠিন হিয়ার তলে কী গভীর ভালোবাসা ।।
ওগো উদাসীন . আমি জানি তব ব্যথা
আহত পাখীর বুকে বাণ বিঁধে যেথা :
কোন্ অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা ।।
তুমি কেন হানো অবহেলা
অকারণে অকারণে ?
বঁধু যে হৃদয়ে থাকে বিষ
সেই হৃদয়েই অমৃত থাকে ।
(তব) যে-বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা.
(আমি) দেখেছি সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ধূর্জটি ! আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব অন্তরের পিপাসা ।।

নাটক

"জাগো সুন্দর চির-কিশোর!"

(কোরাস গান)

জাগো সুন্দর চির-কিশোর!
জাগো চির-নবীন দুর্জয় ভয়-হীন
আনুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর॥
অগ্নি-শিখার সম, সূর্যের প্রায়
ভেদি ঐ দিক্‌ কোণের মেঘ-ছায়
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা
ভাঙ প্রাণে আমাদের জাগে ঘুম-ঘোর॥

কিশোর॥ উঠেছি! উঠেছি! = মেলাও মেলাও
আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের
এখানে আনলে?
জ্যোছনা॥ আমি — তোমাদের দিদি জোছনা।

২

বই।। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে- চিনতে পার কিনা।

কাঞ্চন।। না — হাঁ — তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। অথচ ঠিক মনে ক'রতে পারছিনে।

কল্পনা।। আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে কি ভাবছিলে, মনে আছে?

কাঞ্চন।। হাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম, আমি যদি ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে পারতুম, তা হ'লে কী মজাই না হ'ত! তারপর মনে হ'ল, আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরী আছে, সে যেন যাদু জানে, সে যেন এক-নিমেষে আমায় যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে।

কল্পনা।। ঠিক হয়েছে! এখন চেয়ে দেখ দেখি, আমি সেই পরীর মত কিনা।

কাঞ্চন।। আরে, ঠিক সেইত! এক্কেবারে হুবহু মিল! আমার মনের সেই পরী তুমি। তোমার নাম কি বল্‌বে?

১১

বেণু ॥ মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। এরে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ~~আমার ইচ্ছে করে~~ ← ও যে আমার মা।

কল্পনা ॥ আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছে করে?

বেণু ॥ আমার ইচ্ছে করে —

আমি হব সকাল বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূয্যিমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন", মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?"
আমরা ~~আমি~~ যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা, রাত পোহাবে তবে!"
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে!
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়,
বলব আমি, ভোর হ'ল যে, সাগর ছুটে আয়!
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি' "খুকি এলি নাকি?"
বলব আমি, "নইকো খুকি, ঘুম-জাগানো পাখী!"

আধ্যাত্মিকতা

Al - Lah

"Ruyat" continued

If He is Omnipotent. He is potent to manifest Himself in any manner anywhere. & at any time He likes.

"Mutazila" & the "Shia" doctors are opposed to "Ruyat" (beholding).

Ruyat – in term (?) = Complete beholding.

Light of Essence = His pure & colourless self.

Beholding of God is of five kinds. (1) in dream with the eye of heart. (2) beholding Him with his ordinary eyes. (3) Beholding in an intermediate state of sleep & wakefulness. (4) Beholding in special determination – (5) beholding the One Self in the multitudinous determination of the internal & external worlds.

Perfect manifestation = Mazhar-e-Alam

ঐশী বাণী = wahi. Divine revelations.

Saluk = (Journey) – Tarikat (Path)

Absolute = Mutlak. Determined = মুকাইয়্যদ।

Arif = Knower of Allah. Ma'rifat = ধর্ম বিদ্যা (?)
Knowledge of Allah

He is manifest in all. And everything has emanated from Him. He is the first & the last & nothing exists except Him.

চিঠি

৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি (শেষাংশ)

হবীবুল্লা বাহার এবং শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি

17-7-42

শ্রীচরণেষু

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠি

INDIA POST

WRITING SPACE

ADDRESS ONLY

Moulvi Abdul Gafoor
Saheb,
Vill. Bamshore,
P.o. Bhatar,
(Burdwan)

মৌলবি আবদুল গফূরকে লেখা চিঠি

বেতার ভাষণ

বিবিধ

আলো ও ফুল

আলোর মত জ্বলে ওঠ। ঊষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ।

নজরুল
১০-৭-২৮

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠায় লিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি

আমার এই লেখাগুলি— আমার আদরের—
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে

দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আনে গুলশানে গুল, নাহার আনে আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটলি এসে— নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী;—
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

চুঁচুড়া-
৩১-৭-২৬

'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র

Upton Sinclair

1. Hell

B. Russel

1. Bolshevism in Russia

Balzac

Ibsen

Zola

Karl Marx

1. Capital

কবিতার খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠা
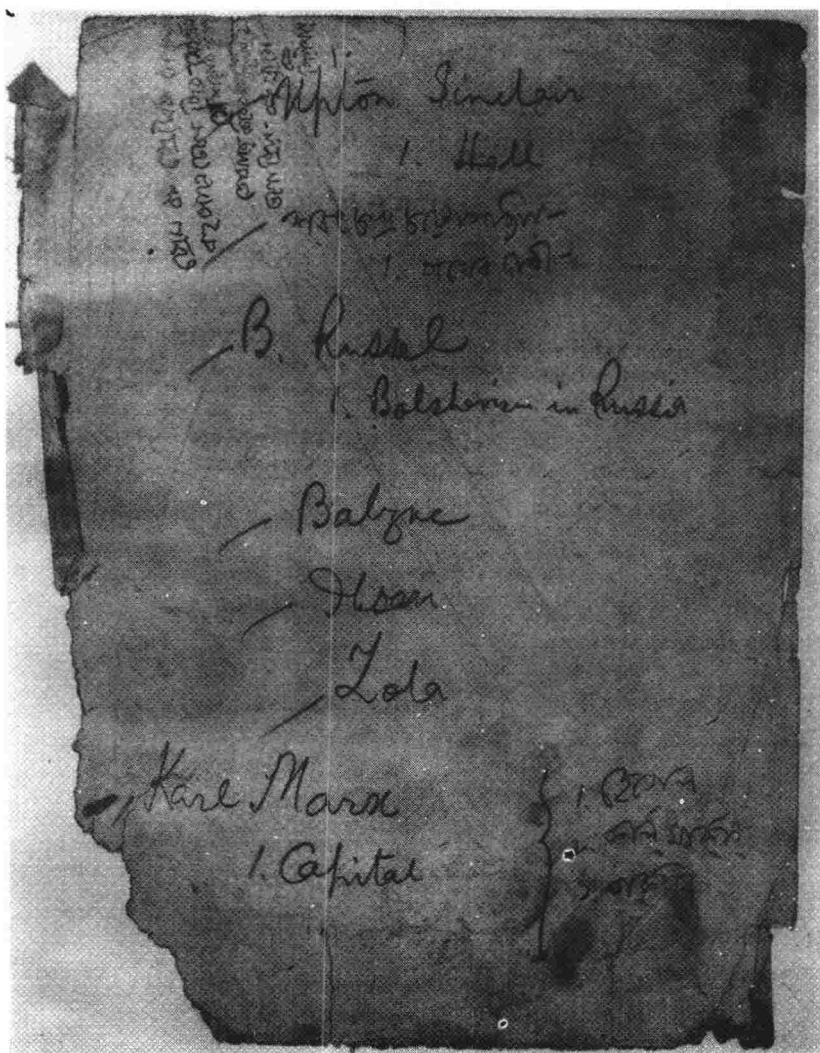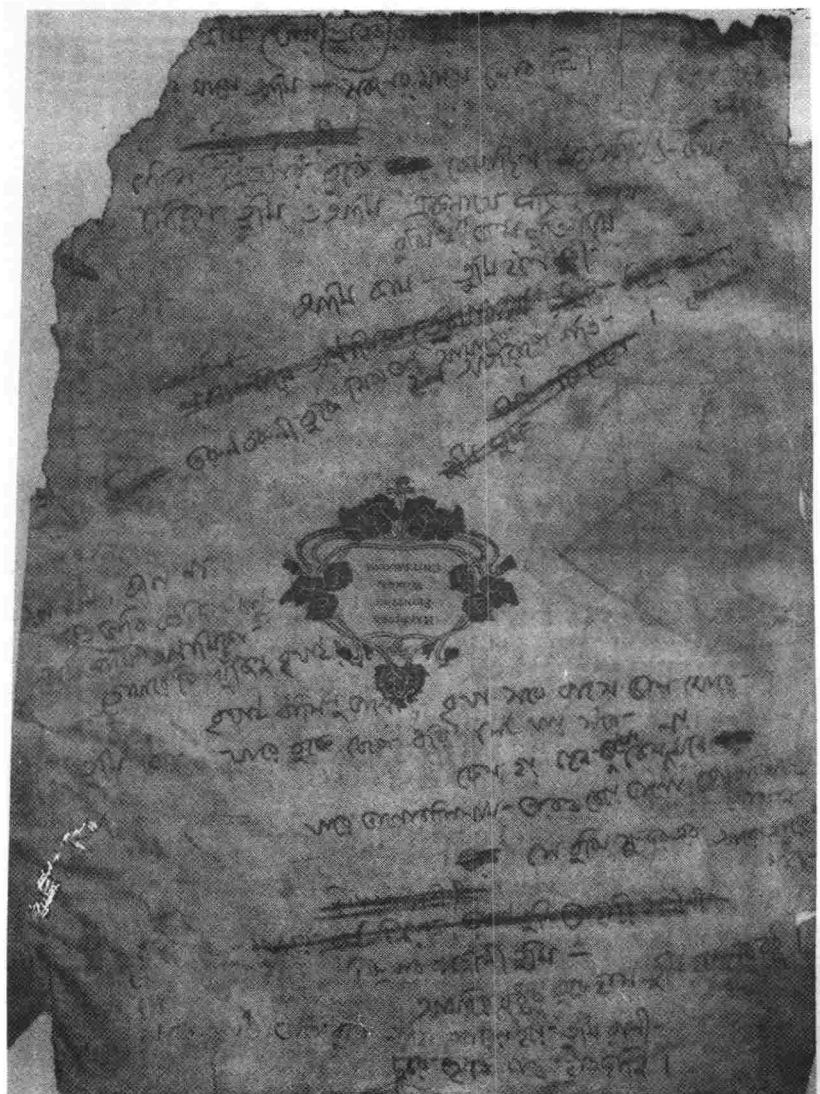
কবিতার খাতার চতুর্থ পৃষ্ঠা

Songs Composed for
Senola
Columbia
+
Regal
by
Kazi Nazrul Islam

ইংরেজি গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা

'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতার অংশ বিশেষ

'আর কতদিন?' কবিতার অংশ বিশেষ

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

'পূরববঙ্গ' রচনার অংশ বিশেষ

২। এই রাগের নাম হচ্ছে "শুধু সারং"।
এই আরোহী :— সা, শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র নিখাদ, সা।
অবরোহী :— সা, তীব্র নিখাদ, তীব্র ধৈবত, পঞ্চম, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা।
রেখাব বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। সকল প্রকার সারং রাগ দিন দ্বিপ্রহরে গাইতে হয়।

"শুধু সারং" রাগের গান শুনুন শ্রীমতী শৈল দেবীর কণ্ঠে।

গান :—
তুমি-বিহীন কাটে দুপুর বেলে-
আমার প্রণয়-সুন্দর এলে ||—

সারং রঙ্ গীতি আলেখ্যর 'শুধু সারং' রাগের বর্ণনা

[illegible] মঞ্চেরা ভোলে। -

১। "সাওন্ত সারং" সারঙ্গের প্রকৃতি [illegible] দেশী। ইহা সারং [illegible] সহজ সারঙের [illegible] মেল, স্মৃতি মূর্তি।

এর আরোহী:— সা, রে, মা, পা, নি (তীব্র), সা। অবরোহী:— সা, কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত, পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা।

বৃন্দাবনী সারঙে অবরোহীতে ধৈবত লাগে না — অবরোহে সা, কোমল নিখাদ, পা, মা, রে, সা — এই ভাবে স্বর প্রয়োগ হয়। কিন্তু "সাওন্ত সারং"-এ অবরোহীতে ধৈবত লাগানো। অবরোহীতে সা, কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত, পঞ্চম লাগে।

এর বাদী পঞ্চম, সম্বাদী রেখাব। [illegible]
ঐ সারঙে [illegible] প্রয়োগের [illegible] হয়।

সারং রঙ্ গীতি আলেখ্যর 'সাওন্ত্ সারং' রাগের বর্ণনা

শঙ্করী রাগের বিষয়ে কিছু কথা এবং
টৌড়ি রাগে তেতালা ছন্দে রচিত একটি গানের কয়েকটি লাইন

রেকর্ডের কাভারে লেখার একটি নমুনা

বিষের বাঁশী
ভাঙার গান
নজরুল ইসলাম
চিত্তনামা
ছায়ানট

সর্বহারা
ফণি মনসা
নজরুল ইসলাম
বাঁধন-হারা
নজরুল ইসলাম
সঞ্চিতা

প্রলয় শিখা
কুহেলিকা
নজরুল ইসলাম
শিউলি-মালা
আলেয়া
ঝিলিমিলি

কাব্য-আমপারা

মরু-ভাস্কর
বুলবুল
রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম
কাজী নজরুল ইসলাম

সন্ধ্যামালতী
কাজী নজরুল ইসলাম
মায়ামুকুর
কাজী নজরুল ইসলাম
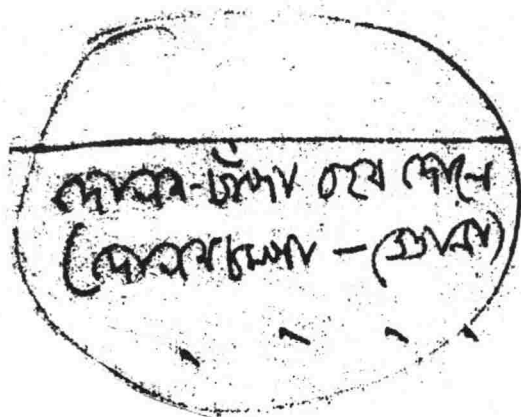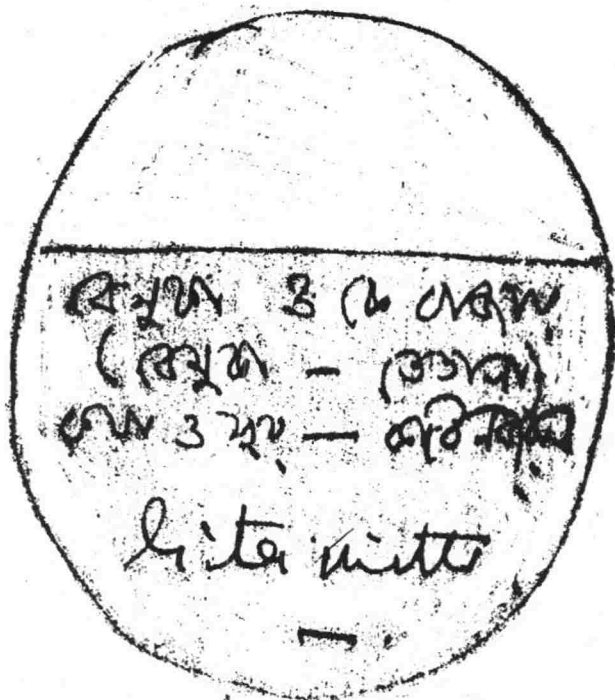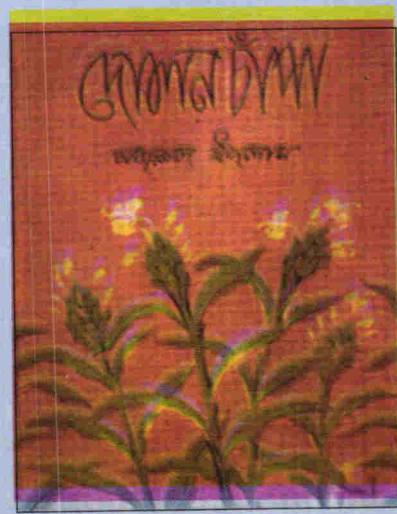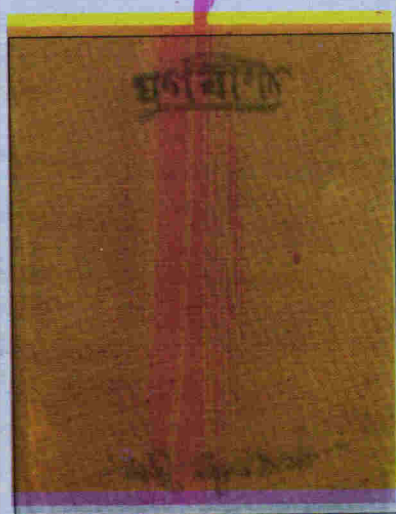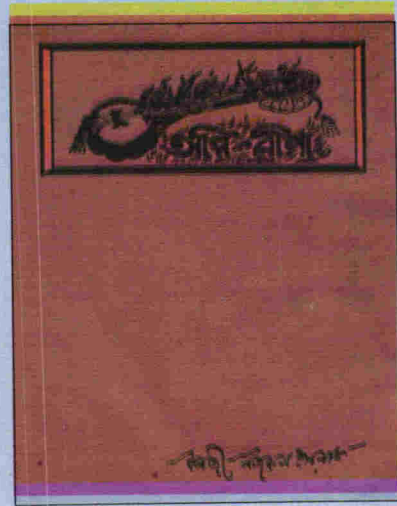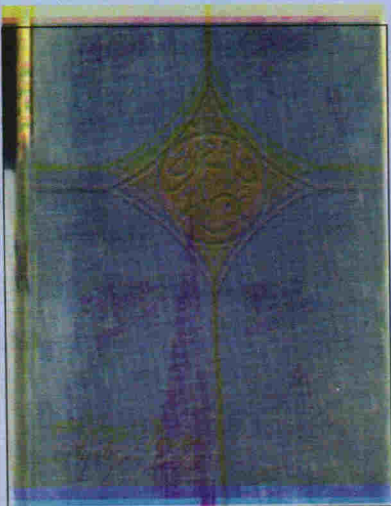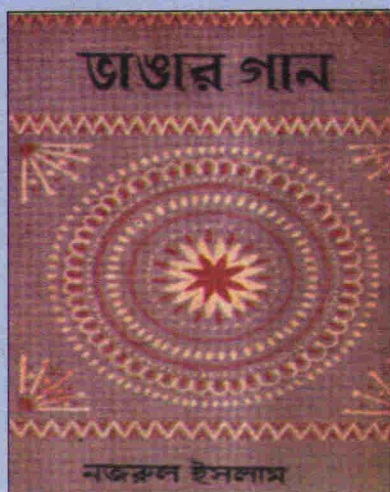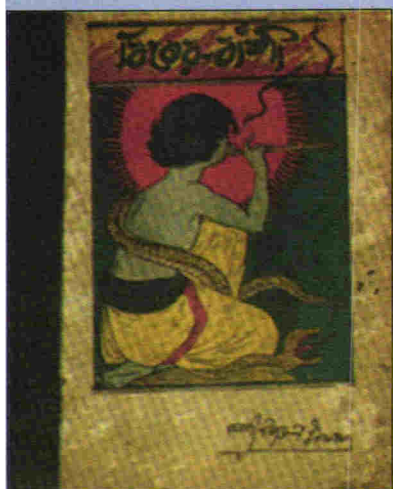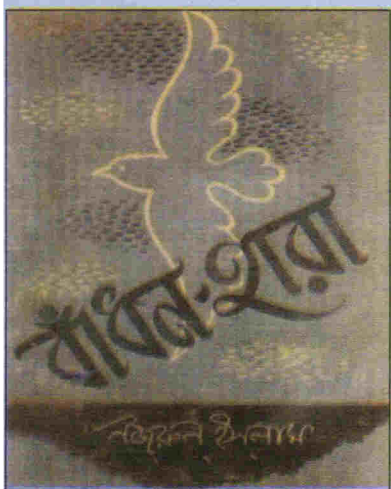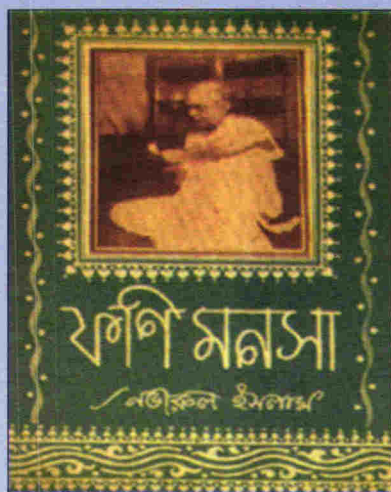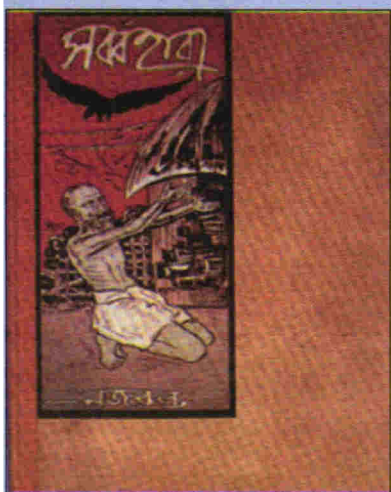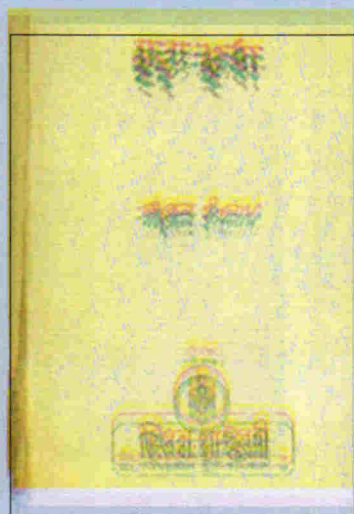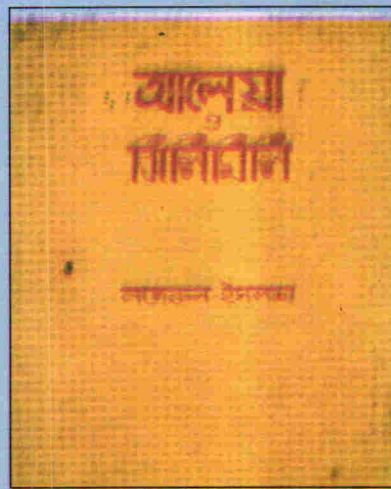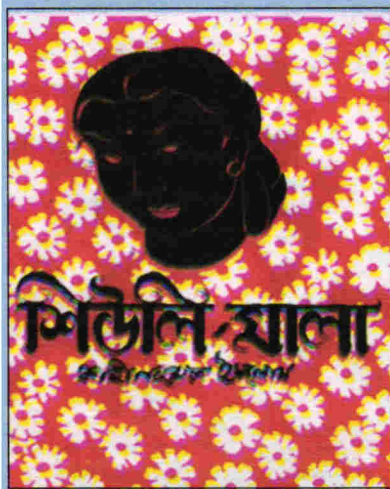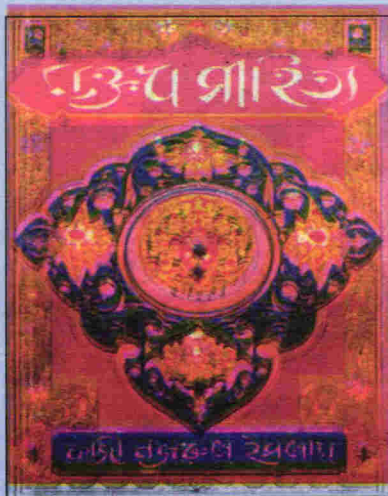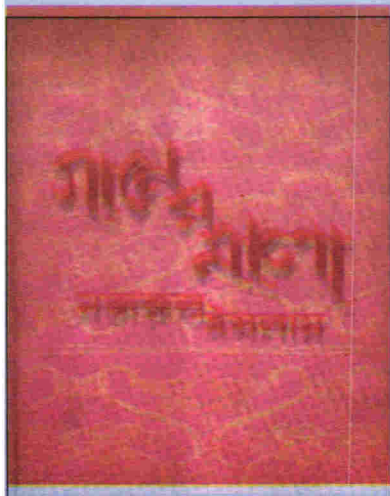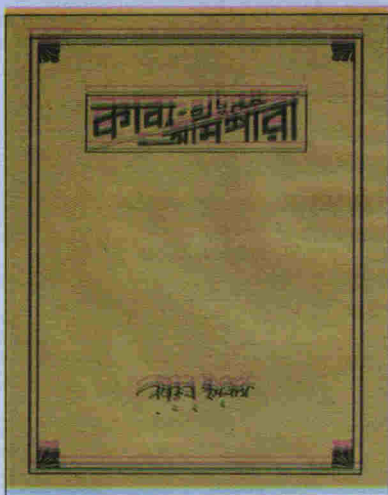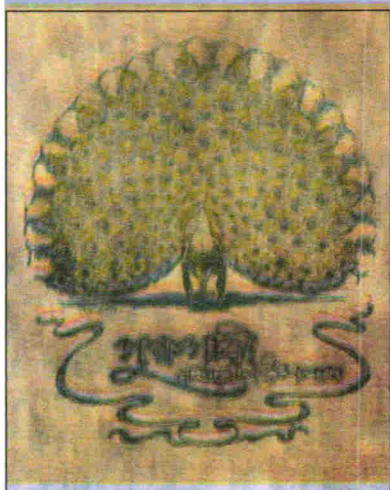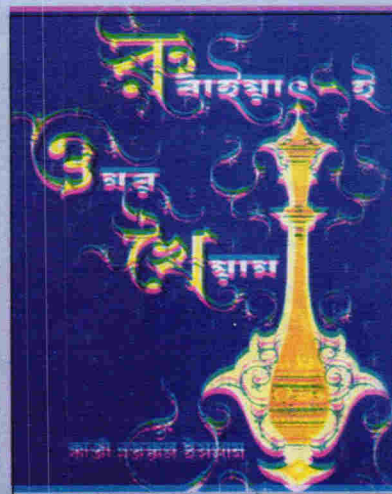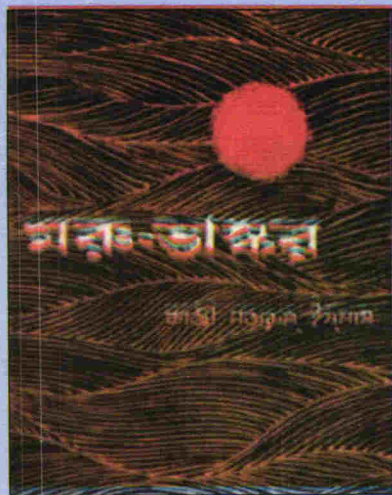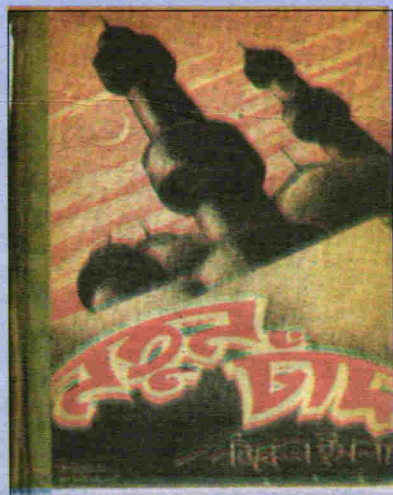
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
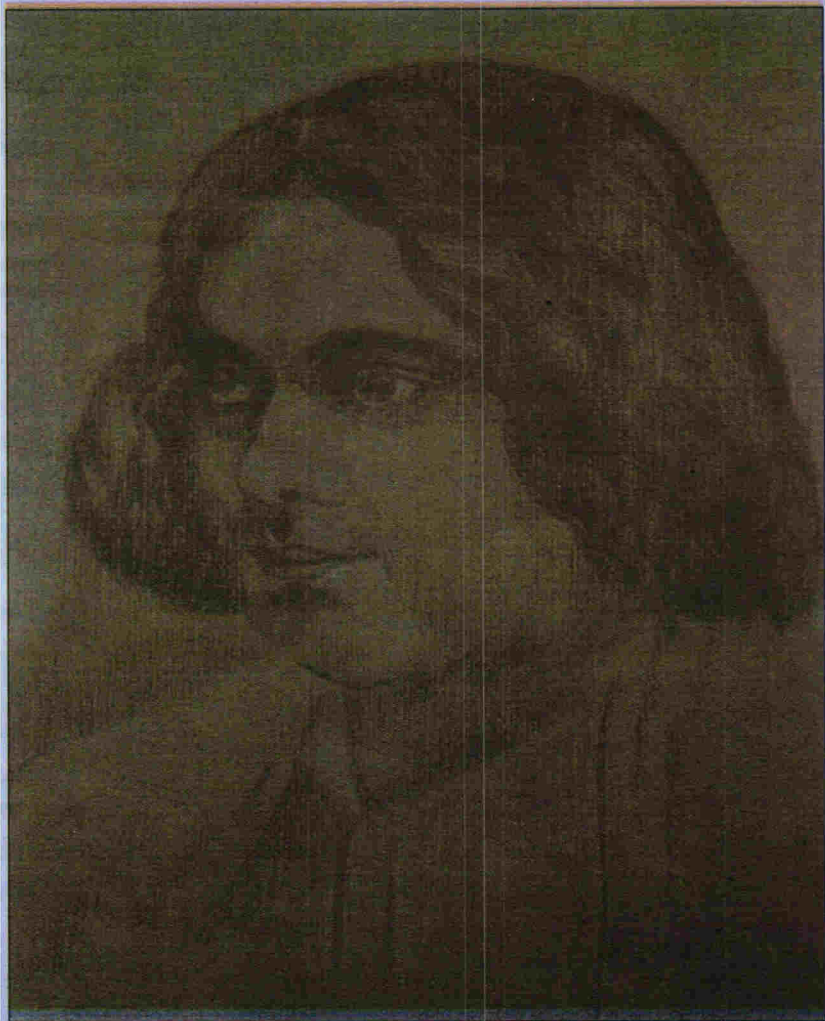
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
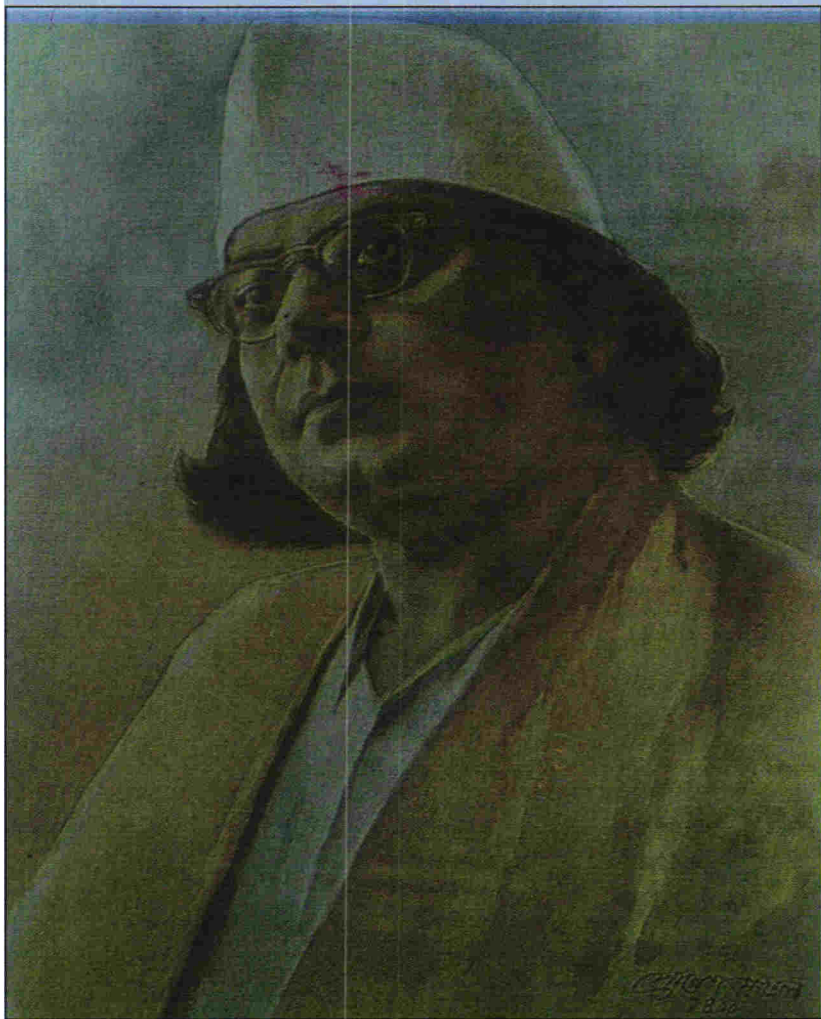
শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
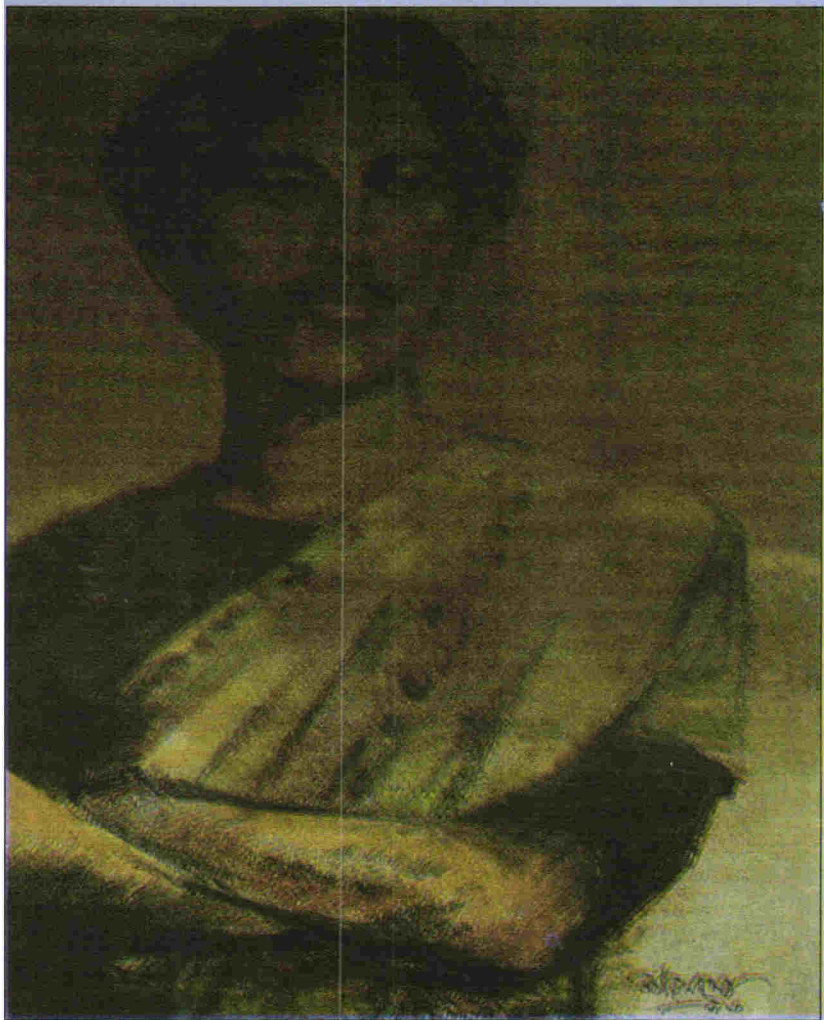
শিল্পী বীরেন সোম অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী চন্দ্রশেখর দে অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি